বোধিনবাড়ী

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

প্রকাশকের নিবেদন

"বোধনবাড়ী"] বহুদিনের পর আজ জনসমাজে
কাশিত হইল বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন
জ পরলোকে। রোগশয্যায় শুইয়া যখন ইহার রচনা শেষ করেন,
ন তিনিও বুঝিতে পারেন নাই এবং আমরাও কল্পনা করিতে
রি নাই যে এই তাঁহার শেষ দান। এক্ষণে আমাদের গ্রাহক,
গ্রাহক পৃষ্ঠপোষক বিশেষতঃ সুরেন্দ্রমোহনের অনুরক্ত ভক্ত
ঠকগণের নিকট সানুনয় প্রার্থনা তাঁহার জীবনান্তকালের অব্য-
ত পূর্ব্ববর্ত্তী রচনার প্রতি পূর্ব্বেরন্যায় সানুকম্প দৃষ্টিদান পূর্ব্বক
— পুণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

বিস্তারেণ,—

৩০ শ্রাবণ } বিনীত—

[redacted] ১৩৩০ সাল। } শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল।

প্রথম খণ্ড

টে[redacted]বাড়ী

প্র[redacted]খণ্ড

প্র[redacted]চ্ছেদ

, পেতা মনে [redacted]

কা. এ সেরূপ অধিক আ াবে

করে, তাহারা প্রচুর উপার্জ্জ র কেহ শুনিতে না পায়, এব

নামে অভিহিত হইয়া সুখ স্ব ই কথা বলিয়া, সন্তঃস্নাতা পারুল

অতএব তিনি একমাত্র পু

দিয়াছিলেন। ননি যখন খনও স্নান সমাপ্ত হয় নাই; সে

পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতে তখন আর কেহই ছিল না, দুই

কাজে কাজে খরচ পত্রের অনেক উভয়ে উভয়ের

তখন চাকুরী করিবার জন্য লকাতায় ছুটিল। এবং

জীবীতাবস্থাতেই দিয়া গিয়াছিলেন। করা অ

ননি কলিকাতায় যাইবার সময়ে ভাবিয়া মতে সর্ব্বা

প্রবেশিকা পাশ করিয়াছে এবং তাহার হাতের টী যাক্

মধ্যে উৎকৃষ্ট, তখন কলিকাতায় পঁহুছিবামাত্র কোন এক হে

তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অন্ততঃ পক্ষে মাসিক পঞ্চাশত মুদ্রা বেতনে

একটী চাকুরী দিয়া দিবে। পথ

নীল জলে প্রভাত-প্রফুল্ল পদ্মের ম … এক চলিয়া ে
অপর অঙ্গ-মার্জনা করিয়া স্নান সম … ।

বৈশাখ মাসের পূর্ব্বাহ্ন বড় সু … পূর্ব্বদিন রাত্রে এক পসল
বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সকালে রৌদ্র … য়াছে, ধরিত্রীর শীতল ব
প্রভাত সূর্য্যের হেমধারা পড়িয়া … করিতেছিল, এবং বর্ষণ
শুভ্র মেঘগুলা আকাশের প্রান্তভাগে পড়িয়া ঝিমাইতেছিল।

কালের হিসাবে তখন বসন্ত … পল্লী-কাননে ফুটন্ত-মল্লি
মালতী-যূথিকা-ভাণ্ডির-কর্চ্চিকা … রাচিতে গন্ধ বিলাইতেছি
এবং এখনও নব কিশলয়-কো … আসনে বসিয়া শ্যামা, কো
পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষীকুল গাথায় … িতেছিল।

চপলা স্নানান্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষ … গ্রাম্যপথে
গমন করিতে লাগিল। জনহীন … ন
গতিতে চলিয়া যাইতেছিল, তখন
করিতেছিল।

উভয়ে সরুপথে—উভয়ে বিপরীত দি
দিকে পৃষ্ঠ দিয়া—পথপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ
দাঁড়াইল, পুরুষটী চলিয়া গেল।

গেল, কিন্তু পশ্চা … ফিরিয়
চাহিতে চাহি
দেখিবার জন্য
লিয়া গেল।

পুরুষটী সরক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ননিলাল

চাঁদেরহাট ক্ষুদ্র পল্লি। সেই ক্ষুদ্র পল্লিতে ননিলাল চক্রবর্ত্তীর বাস। ননির পিতা যজমান শিষ্য এবং কয়েক বিঘা নিষ্কর জমির আয় হইতে আজীবনকাল সুখ-শান্তিতে সংসার চালাইয়া, পুত্র ননিলাল, দুইটী কন্যা ও বর্ষীয়সী গৃহিণীকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

ননিলালের পিতা মনে করিয়াছিলেন. যজমান-শিষ্য দ্বারা আজ কাল আর সেরূপ অধিক আয় হয় না, যাহারা ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহারা প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারে এবং সমাজে "বাবু" নামে অভিহিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকে। অতএব তিনি একমাত্র পুত্র ননিকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়াছিলেন। ননি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া এফ,এ, পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সেই সময় তিনি স্বর্গারোহণ করেন, কাজে কাজে খরচ পত্রের অভাবে ননির পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গেল, তখন চাকুরী করিবার জন্য কলিকাতায় ছুটিল। বিবাহটা চক্রবর্ত্তী জিবীতাবস্থাতেই দিয়া গিয়াছিলেন।

ননি কলিকাতায় যাইবার সময়ে ভাবিয়া গিয়াছিল, সে যখন প্রবেশিকা পাশ করিয়াছে এবং তাহার হাতের লেখা সহপাঠীদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট, তখন কলিকাতায় পঁহুছিবামাত্র কোন এক সাহেব তাহাকে ডাকিয়া লইয়া অন্ততঃ পক্ষে মাসিক পঞ্চাশত মুদ্রা বেতনের একটী চাকুরী দিয়া দিবে।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে,

সে প্রতি কার্য্যালয়ে—প্রতি অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া, প্রতিদিন ভগ্ন-আশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল যে, কেবল প্রবেশিকা পাশ, আর হাতের লেখা ভাল হইলেই চাকুরী হয় না, হয় অফিসের বড়বাবুর শ্যালক, নয় জামাতা হওয়ার আবশ্যক।

তিনমাস ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া খাইয়া প্রতিদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্ধান করিয়াও যখন কোন কাজের যোগাড় হইল না, তখন ননি পল্লী-ভবনে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল।

এই সময় এক অশ্ব ব্যবসায়ী সাহেবের অফিসে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনের একটী চাকুরী খালির সংবাদ পাইয়া ননি সেখানে ছুটিয়া গেল।

সাহেব তাহার হাতের লেখা দেখিয়া এবং প্রবেশিকার সার্টিফিকেট দেখিয়া কার্য্যে মনোনীত করিলেন। ননিলাল সাফল্যের সহাস্য-আনন লইয়া বাসায় ফিরিল।

বাসার বন্ধুবান্ধবগণ তাহার অদৃষ্টকে শত ধন্যবাদ প্রদান করিল; কেন না, একে মাসিক পঞ্চদশ মুদ্রা বেতনের চাকুরী, তদুপরি সাহেব রাজী।

কিন্তু কথা উঠিল, যে ইহার মধ্যে সে খাইবে কি, বাসা ভাড়া দিবে কি, আর বাড়ী পাঠাইবে কি?

একজন ভবিষ্যৎ জ্ঞানে অনভিজ্ঞ বন্ধু সেরূপ কথা উত্থাপন করিলেও অপরেরা বুঝাইয়া দিল, অত চিন্তা করিলে আর চাকুরী করা চলে না, এবং একদিনেই পঞ্চাশ টাকার চাকুরী মিলে না। ক্রমে উন্নতি হইবে।

ঐ ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া, ননিলাল মনোযোগ সহকারে প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিল। কিন্তু তিন

চারি মাস চাকুরী করিয়াও যখন বাসা খরচ বাদে বাড়ীতে একটী পয়সাও পাঠাইতে পারিল না তখন নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

বর্ত্তমান সময়ে দ্রব্যাদি যেরূপ মহার্ঘ তাহাতে মেসের খরচই পনর টাকায় সংকুলান হওয়া কঠিন, বাড়ী যায় কি! বাড়ীতে এমন কোন সংস্থান নাই যে, তদ্দারা বাড়ীর লোকের বারমাস চলিতে পারে। তবে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমির আয় হইতে ৫।৬ মাস অবাধে চলিতে পারে; অবশিষ্ট কয়েক মাস বাড়ীর লোক কি খাইবে?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ননি প্রাইভেট টিউসানি করিতে মনস্থ করিল।

তখন সকাল সন্ধ্যায় সেই কার্য্যের অনুসন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক দধি-দুগ্ধ-বিক্রেতার দুইটী শিশু পুত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইল। মাসিক বেতন হইল ছয় টাকা। যাইতে হইবে দিনের মধ্যে দুইবার—একবার সকালে ও একবার সন্ধ্যায়।

দধি-বিক্রেতা নিজে বর্ণজ্ঞান বিহীন, কিন্তু দধি দুগ্ধের অত্যন্ত লাভকর ব্যবসায়ে একখানি বাড়ী ও কিছু নগত টাকার সংস্থান করিয়া পুত্র দুইটীকে ইংরেজী স্কুলে পড়িতে দিয়াছিল! বড়টী ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িত। ননি একদিন বৈঠকখানায় বসিয়া ছাত্র দুইটীকে অধ্যায়ন করাইতেছিল গোপমহাশয় অদূরে বসিয়া একখানা ছিন্ন কাপড়ের উপরে রিপু কার্য্য করিতেছিল।

ননির বড় ছাত্রটী পাঠে নিতান্ত অমনোযোগী এবং বহু চেষ্টাতেও কোন কথা তাহার বুদ্ধিগম্য করান যাইত না। বয়স প্রায় সপ্তদশ উত্তীর্ণ হয় এবং ষষ্ঠবর্ষ বয়স হইতে বিদ্যালয়ে গমন করিতেছেন,

কিন্তু তিনি তাঁহার পিতার অর্থব্যয় এবং অনেক শিক্ষকের প্রাণপণ যত্নেও ষষ্ঠশ্রেণী উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এক এক শ্রেণীতে তিন চারি বৎসর অবস্থান না করিয়া, উর্দ্ধতম শ্রেণীতে গমন করেন না।

গলদঘর্ম্ম হইয়াও যখন ননি তাহাকে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের ব্যঞ্জন সন্ধির চতুর্থ সূত্রটী বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না, তখন গভীর দুঃখের সহিত বলিল, "না বাপু। তোমার কিছু হইবে না। অনর্থক কষ্ট করিয়া কি করিব? তুমি নিতান্ত বোকা।"

পুত্রের বুদ্ধির উপরে দোষারোপ করায়, গোপমহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বক্রদৃষ্টিতে একবার ননির মুখের দিকে চাহিলেন, তারপরে কিঞ্চিৎ মৃদু কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমি তখনি জানি, তোমার কাজ নয়! সে দিন যখন তুমি মোর দোকানের কাছ দিয়ে আসছিলে, আমি বল্লাম দুধের ভাঁড়টা হাতে করে নিয়ে যাও ত, দোকানে লোকজন নাই, একটা খদ্দেরকে দুহাঁড়ী চিনিপাতা দই দিতে হবে বাড়ী গেলে মাগীরা পেতে রাখবে, তা তুমি আন্‌লেনা। সেই দিনই তোমার উপর আমার দেল চোটেছে।" ননির ছাত্র সময় বুঝিয়া বলিল,—"পড়াতে'ও পারেন না, বাবা।"

বাবা সে বিষয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জানিয়া, পুত্র সাহস পূর্ব্বক কথা প্রকাশ করিল।

ননি বিস্মিত নয়নে একবার ছাত্রের দিকে একবার ছাত্রের পিতার দিকে চাহিল। তারপর ক্ষুন্নস্বরে বলিল, "আমি দুধের ভাঁড় বহিয়া আনিব কেন? ভদ্রলোকের ছেলে মোট বহি নাকি?"

ঘোষ মহাশয় অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন, "ইস, যার খাতি হয়

তার গাতি হয়। মাসে মাসে ছ'টা ক'রে টাকা খাও, একভাঁড় দুধ আনতে পার না ?"

ন। সে আমার দিয়ে হবে না।

ঘো। আগে যে মাষ্টার ছিল, সে ওসব কাজে কোন দিন না বলেনি।

ছা। আর সে কেমন পড়া ত বাবা ? সে কি আমাকে কোন দিন বোকা বলেছে,—বলনা, বাবা ?

ঘো। না, তাত বলেনি, বরং সুখ্যাতি ক'র ত।

ন। সুখ্যাতি করিত—ভাল পড়াইত, তবে তোমার ছেলে তিন চারি বৎসর করিয়া এক এক ক্লাসে থাকে কেন ?

ঘো। সে ব'ল্ ত, ওতে লেখাপড়া ভাল হয়। গোড়া থেকে পাকা হয়ে যাওয়া ভাল।

ন। গোড়া থেকে পাকা হ'তে হ'তে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত উঠিতে মাথার চুল পাকিয়া যাইবে।

ঘো। শোন, মাষ্টার ?

ন। বল।

ঘো। তুমি আর মোর বাড়ী এসো না।

ন। আমার অপরাধ।

ঘো। তুমি ছেলে পড়াতেও পার না—মোর কথা শোনলা, কোন কাজেরই না।

ন। ছেলে পড়াইতে পারি কিনা, তাহা যখন তুমি বুঝিতে পার না তখন আমার কোন কথা টিকিবে না। ফল কথা তোমার ছেলে ভাল নয়।

ঘো। হুঁস, মোর ছেলে ভাল নয়। ও কত আংরাজী কথা বলে—কেমন রামায়ণ পড়ে। তোমার কত পাওনা আছে ?

ন। এই মাসের সতর দিনের বেতন।

ঘো। শুক্রবারে এসে নিয়ে যেয়ো। আর তোমায় পড়াতে আসতে হবে না।

পিতার এবম্বিধ আজ্ঞা শ্রবণে অবোধ পুত্রদ্বয় অবজ্ঞা ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল। ননিও বিষণ্ণমুখে, নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে সে বাড়ী পরিত্যাগ করিল।

মেসে আসিয়া ননি যখন চিত্তদাহ লইয়া, আপনার নির্দ্দিষ্ট বিছানার উপরে শুইয়া পড়িল, তখন মেসের ঝি আসিয়া তাহার [illegible] একখানা ডাকের পত্র দিয়া গেল।

পত্রখানা ননির বাড়ী হইতে আসিয়াছে। ননির মাতা লিখিয়াছেন [illegible] বৈশাখ তাঁহার অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত প্রতিষ্ঠা, অপরাপর উদ্যোগ [illegible] করিয়াছেন, ননিকে কেবল টাকা দশেকের মূল্যের কয়েক-খানি বস্ত্রের তালিকা পাঠাইয়াছেন, এবং কাপড় কয়খানি লইয়া অবশ্য অবশ্য বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সেদিন বৈশাখ মাসের তেরই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্যাগমন

পরদিবসে যথাসময়ে সাহেবের নিকটে ননিলাল আবেদন করি[illegible]লে, তাহাকে সাতদিনের জন্য বিদায় দিতে হইবে।

সাহেব আবেদন পত্র পাঠ করিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, এ[illegible] এই অন্যায় প্রার্থনার কৈফিয়ত দিবার জন্য ননিলালকে তখনই ত[illegible] করিলেন।

ননিলাল হাজির হইয়া বলিল,—"হুজুর আমার মা লিখিয়াছেন, তাঁহার ব্রত প্রতিষ্ঠা, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে।"

সা। মায়ের অনুরোধে পুত্র বাড়ী যাইবে ইহা কেবল অসভ্য বাঙ্গালী জাতির মধ্যেই শোভা পায়। আমি ছুটি দিব না।

ন। সাহেব, আমার আর ভাই নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই; তার পরে গরীব মানুষ, বাড়ীতে দাস দাসী নাই, আমি না গেলে আমার মায়ের ব্রত সারা হবে না।

সা। তুমি একটা গাধা; এই অকিঞ্চিতকর অজুহাতে কখনই ছুটি মিলিতে পারে না। হাঁ, যদি তোমার স্ত্রীর অসুখ বিসুখ করিত, তবে দুই একদিনের ছুটি পাইতে পারিতে।

ন। সাহেব আমরা বাঙ্গালী জাতি; আমরা মাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি।

সা। ঐ দোষেই সভ্য-জগৎ সমক্ষে তোমরা পূর্ণ সভ্য হইতে পারিতেছ না। যাও কাজ করগে। ছুটি পাইবে না।

ন। অন্ততঃ তিনদিনের ছুটি দিতেই হইবে।

সা। কিছুতেই না।

ন। আপনার কাজে নিযুক্ত হইয়া পর্য্যন্ত ছুটি লই নাই।

সা। এখন মরসুমের সময় ছুটি মিলিবে না।

ন। আমাকে যাইতেই হইবে।

সা। আমি ছুটি দিব না যাইবে কিপ্রকারে?

ন। যদি চাকুরীতে যবাব দিয়া যাইতে হয়, তবুও যাইতে হইবে, না গেলে মা ক্ষুণ্ণ হবেন।

তখন সাহেব বাঙ্গালীজাতির মাতৃভক্তি রূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং ভবিষ্যতে বিলাতের কোন প্রবন্ধ ক্ষুধাতুর নূতন মাসিকপত্রে এতদ্বিষয়ে একটী

প্রবন্ধ লিখিবেন স্থির করিয়া, ননির বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ননির হাতের লেখা খুব ভাল। লেখাপড়াও বেশ জানে। তিনি কোন ভদ্রইংরেজের নিকট বিশুদ্ধ ইংরাজীতে চিঠি পত্র লিখিতে জানেন না। ননি সেকার্য্য উত্তমরূপেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ননি আত্ম-কর্ত্তব্য জ্ঞানে কখনই উদাসীন নহে। মাসিক পঞ্চদশটী রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তত কাজ অপরের দ্বারা পাওয়া দুর্ঘট। যদি ছুটি না দিলে সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তবে একটু ক্ষতি হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া সাহেব বলিলেন "আরও বিনীত ভাবে, আরও কাঁদা কাটা করিয়া ছুটির জন্য প্রার্থনা করা উচিত ছিল।

ন। সাহেব; আপনি মনিব—ও অন্ন দাতা, আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া তিন দিনের জন্য আমাকে বিদায় দিন।

সা। বেশ, তোমায় তিন দিনের জন্যে অবকাশ দিলাম, কি[ন্তু] এ তিন দিনের বেতন পাইবে না।

ন। সাহেব; এটা কি উচিত হইল?

সা। খুব দয়া করিয়াছি বাবু; এমন ছুটি কিন্তু আর চা[ই]না। এখন যাও, কাজ করগে। তুমি কাজে বড়ই গাফিলা[ই] করিতে আরম্ভ করিয়াছ।

ননি সে কথায় আর কোন উত্তর করিল না। সে জানি[ত] চাকুরী করিতে হইলে, এইরূপ মধুর বচন শ্রবণ করা দৈনি[ক] ভাগ্য-লিপি।

আফিসের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দিবাবসান কালে ননি বা[সায়] আসিয়া উপস্থিত হইল। যেমন করিয়াই হউক, সাহেবের নি[কট]

তিন দিনের অবকাশ মিলিল, অদ্য রাত্রে বাড়ী গেলে ব্রত প্রতিষ্ঠার পরদিন পর্য্যন্ত সে বাড়ী থাকিতে পারিবে, কিন্তু তাহার মাতা যে কাপড়গুলি লইয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন, তাহা কোথা হইতে মিলিবে। তহবিলে তখন দুইটী টাকার অধিক ছিল না।

ননি হাতে মুখেও জল দিল না। তখনই সে বাটীর বাহির হইয়া কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের নিকট গমন করিল, উদ্দেশ্য কিছু ঋণ করা। কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না। তখন সেই ঘোষ মহাশয়ের নিকট গমন করিল, এবং অতি বিনীতভাবে জানাইল, "বিশেষ" কার্য্যের জন্য আমি রাত্রেই বাড়ী যাইব, আমার পাওনা মিটাইয়া দাও।

টাকা দেওয়া দূরের কথা, ঘোষ মহাশয় গালিতে কতকগুলি কটুবাক্য শুনাইয়া দিল।

কেন না, শুক্রবারে টাকা দিবার কথা, ছোটলোক ও নিতান্ত জ্ঞানহীন না হইলে কখনই তাহার পূর্ব্বে কেহ আসে না। ননি [illegible]াইয়া ফিরিয়া গেল।

[illegible]াদের মেসে যে মুদি চাউল দাউল প্রভৃতি "ওটনা" দিত একখানা কাপড়ের দোকানও ছিল। মেসের সম্বন্ধে ননি বিশেষরূপেই পরিচিত ছিল। কয়েকখানি কাপড় ধারে, দিবার তাহাকেই ধরিল, এবং "মাসকাবারে" মূল্য দিবে বলিল। [illegible]াতে ধারে বিক্রয়"।

নীতি কথার অনুসরণ করিয়া, মুদী কাপড়গুলী প্রদান করিল। পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ননি সেই দিন রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী গেল!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাতৃ উপদেশ

ননির বাড়ী আসিতে রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছিল, কাজেই আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাইতেছিল।

চপলা প্রত্যুষেই উঠিয়াছিল, কিন্তু স্বামীকে তখন ডাকিলে তাঁহার অসুখ করিতে পারে মনে করিয়া ডাকে নাই। অনন্তর গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিল। তখনও নিদ্রিত।

চপলা আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শয়নকক্ষে গমন করিল এবং অনেক বেলা হইয়াছে, দেখিয়া স্বামীকে জাগাইয়া দিল।

ননি উঠিয়া দেখিল সম্মুখে বর্ষণবিধৌত কুসুমের মত সদ্যঃ স্নাতা চপলা, মৃদু হাসিয়া বলিল,—"স্নান পর্য্যন্ত যে সারা ?"

চপলা মিলনানন্দে মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল,—"বেলাও যে অনেক"

ন। তাইত অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছি।

চ। রাত্রে যে মোটেই ঘুম হয় নাই।

ন। মা কোথায় ?

চ। সকালে উঠিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রতের জিনিষ সংগ্রহ করিতেছিলেন, এখন বাড়ী আসিয়াছেন।

ন। তিনি কোথায় সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন ?

চ। অন্য কোথাও নয়। এই পাড়ার মধ্যে ফলটা মূলটা

ন। ব্রত ত কাল, আর সব জিনিষ সংগ্রহ হইয়াছে।

চ। মা বড় গোছাল মেয়ে, সব যোগাড় করিয়াছেন। কোন কাপড়ের জন্যে লিখিয়াছিলেন, আনিয়াছ কি ?

"হাঁ, আনিয়াছি" এই কথা বলিয়া নন[redacted]রে গেল, চপলাও রন্ধন গৃহে গমন করিল।

ননির মাতা রন্ধন গৃহের দাওয়ায় বসিয়া [redacted]ছিলেন। ননি গিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

মাতা পুত্রে অনেক কথা হইল। চপলা [redacted]য়া রন্ধন করিতে করিতে সেকথা শুনিতে[redacted]

কথায় কথায়, ননি বলি[redacted] নিজের পেটের ভাত জুটান[redacted] কি?

মা। যাক বাবা; কাপড় [redacted] যথেষ্ট।

ন। তাই কি টাকা দিয়া আনিয়াছি।

মা। তবে?

ন। ধার করিয়া—দোকানীকে মাসকাবারে টাকা দিব বলিয়া।

মা। যে টাকা পাস, তাতে যদি মেসের খরচই টানাটানি হয়, তবে মাসকাবারে দিবি কেমন করিয়া?

ন। দেখা যাবে—যদি এর মধ্যে একটা টিউসনী যোগাড় করিতে পারি।

মা। দেখ, এক কাজ কর।

ন। কি কাজ মা?

মা। চাকুরী করিয়া যদি এক পয়সাও বাড়ী না আসে, তবে বিদেশে পড়িয়া সে চাকুরী করিবার প্রয়োজন কি? পয়সা আসিবে না, ছুটিও পাবি না, আমার মতে এমন চাকুরী না করাই ভাল।

ন। ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।

মা। ভবিষ্যতে কি হইবে?

ন। দু' পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইতে পারে।

মা। তাহা হইলেই বা কি হইবে? সেই দু' পাঁচ টাকাই নয় বাড়ী পাঠাতে পারিবি। কিন্তু নিজের বিষয়-কাজ দেখতে পাবি না-বারমাস বিদেশে পড়ে থাকতে হবে, শেষে ভবিষ্যতে দু' পাঁচ টাকা পাঠাবি, এমন কাজে প্রয়োজন নাই।

ন। তবে কি করিব? যা সম্পত্তি আছে, তাতে আর কি হবে।

মা। তোর বাপ এই সম্পত্তি, আর যজমান শিষ্যের কাজ করিয়া সংসার চালাতেন, তুইও তাই কর। ঐ তোর ও [illegible] শিষ্যের কাজ করিয়া ত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। কাল অক্ষয় তৃতীয়া—কত জিনিষ পত্র নগত টাকা কড়ি পাবে, তুই বাপু, আমার চক্ষুর সম্মুখে থেকে ঐ কাজই কর।

ন। আমি যে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি।

মা। কেন?

ন। আমি সংস্কৃত জানিনা—দশকর্ম্ম করিতেও শিখি না।

মা। কত মূর্খেতেও কাজ করে, আর তুই পারবি নে?

ন। এক মূর্খেতে পারে, কেন না, তার কোন জ্ঞান নাই; এমন কি মানাপমান পর্য্যন্ত বোধ নাই। আর পণ্ডিতে পারে। আমার মত মাঝামাঝী লোকের পক্ষে সকল দিকই অন্ধকার।

পুত্রের এই সকল কাহিনী শ্রবণ করিয়া মাতা অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। তারপরে সাংসারিক অপরাপর নানাবিধ কথা আরম্ভ হইল। সে সকলের সহিত আমাদের আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ না থাকায়, লিপিবদ্ধ করা মনে করিলাম না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিদায়

কোন প্রকারে ননির মাতার অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তৎপর দিবসে ননির অবকাশের শেষ দিন। ননি রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতায় যাইবে।

আসন্ন বিদায়ের মনোবেদনা বুকে করিয়া ননি যখন পাড়া হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া, বহির্ব্বাটিস্থ নারিকেল তলায় দাঁড়াইয়া গাছের নারিকেল গুলার অবস্থা পরিদর্শন করিতেছিল, তখন গ্রামের সীতানাথ বসুর পুত্র হীরালাল আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

হীরালালের বয়স ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া বর্ত্তমানে পিতার সহকারীরূপে জমিদারি কাছারীতে কার্য্য করিতেছে, হীরালালের পিতা গ্রামের তহশীলদার।

হীরালালের পিতা পুত্রের বিদ্যাবত্তায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। পিতা বঙ্গভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকেই শিক্ষার চরমোৎকর্ষ মনে করিতেন; কেন না, তাহার সংযুক্ত বর্ণগুলার আকৃতি সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখা কষ্টকর ব্যাপার এবং অসংযুক্ত বর্ণময় পদগুলা পাঠ করা গেলেও অর্থবোধ করা কঠিন। পুত্র অবাধে নাটক নভেলগুলা পাঠ করিয়া যাইত এবং দুই তিন খানা বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও একখানা সাপ্তাহিক কাগজ গ্রহণ ও পাঠ করিত। মধ্যে মধ্যে সত্য-মিথ্যা সংবাদ কাগজে ছাপাইয়া, বঙ্গভাষার লেখক হইবার দাবী রাখিত, এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিয়া যে, মাসিক কাগজের সম্পাদকের নামে না পাঠাইত, তাহা নহে। দুঃখের বিষয় প্রায়ই

তাহা মুদ্রিত হইত না। মুদ্রিত না হইলেই হীরালাল সে কাগজের গ্রাহক তালিকা হইতে নাম উঠাইয়া লইত এবং অপর কাগজে কবিতা প্রকাশের আশা পাইয়া গ্রাহক হইত। হীরালাল সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত, জামা-কাপড়ে দেহ আবৃত না করিয়া সে কখনও গৃহের বাহির হইত না। হীরা গান গাহিয়াও লোকের নিকটে প্রশংসা লইবার দাবী করিত। এ যাবৎ যতগুলি গানের কেতাব মুদ্রিত হইয়াছে, হীরালাল প্রায় তাহার সবগুলিই ক্রয় করিয়াছে। পাঠক-পাঠিকার নিকট হীরালালের গান অপরিচিত নহে। সেদিন যখন চপলা স্নান করিয়া আসিতেছিল, হীরালাল যাহা গাহিয়াছিল, অবশ্যই তাহা মনে আছে। অন্ততঃ এই আখ্যায়িকা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেটা একটু স্মৃতিপথে রাখিতেই হইবে।

ননি বড় কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার স্বভাবই সেই-রূপ। তথাপি পল্লীর হর্ত্তাকর্ত্তা তহশীলদারের পুত্র হীরালালের সম্বর্দ্ধনা করিল। বলিল,—"হীরুভায়া যে, ভাল আছ ত?" হীরালাল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ভাল আছি। তোমার চাকুরীতে সুবিধা কেমন?"

ন। চাকুরীর বাজার আজকাল বড় মন্দ। তবে উপায় কি, এক রকম চলিয়া যাইতেছে।

হী। বৌ-ঠাকুরুণদের বাসায় লইয়া যাইবে নাকি?

ন। না ভায়া; যে চাকুরী, নিজের উদর চালান কঠিন, তা আবার পরিবার লইয়া যাইব।

হী। আর ওটা ভালও নয়,—বাড়ী ঘর-দুয়ার সব নষ্ট হইয়া যায়। বিষয় আশয়ের বন্দোবস্ত কিছুই থাকে না। তবে আজ কালকার ফ্যাসান কি না? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।

ন। ফ্যাসান বটে, কিন্তু টাকায় কুলাইলে ত সব।

হী। সে ত ঠিক কথা তোমার কবে যাওয়া হবে?

ন। আজ রাত্রেই।

হী। চাকুরের চাকুরী, না গেলে চলিবে কেন? তবে মন খারাপ হয়,—কেমন?

ন। বুড়ো মা আর পরিবারটি বাড়ী থাকে মনটা উতলা হয় বৈকি; কিন্তু কি করিব? বিদেশে না গেলে ত আর পেট চলে না।

হী। তা ভয় কি, আমরা ত গ্রামে আছি। আমরা তোমাদের পৈত্রিক যজমান। এখনই যেন অপরের দ্বারা কাজ করাইতেছি। যখন যা অভাব হয় যখন যা প্রয়োজন হয়, আমাদের সংবাদ দিলেই আমি তাহা সম্পন্ন করিব। মধ্যে মধ্যে আসিয়া খবরাখবর লইয়া যাইব।

ঠিক এই সময় ননির মাতা সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্র বুঝি গাছের নারিকেল গুলা বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মূল্যানভিজ্ঞতা বশতঃ কিম্বা চক্ষুলজ্জা জন্য অল্প মূল্যে বিক্রয়াশঙ্কা করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নারিকেল কি বিক্রয় করবি? ডাবগুলা ওবাড়ীর রামের মা নেবে বলেছে। ঝুনো গুলো যদি বিক্রয় হয় তা কর।"

ন। না মা; ডাব বা ঝুনা আমি কিছুই বিক্রয় করিতেছি না। প্রয়োজন হইলে তোমরাই বিক্রয় করিও। হীরুভায়ার সহিত অনেক দিন পরে দেখা হইল, তাই কথা কহিতেছিলাম।

ন-মা। তা কহিবে বৈকি হীরু বড় ভাল ছেলে।

ন। হীরু বলিতেছে, খুড়িমা ঠাকুরাণীর যখন যাহা প্রয়োজন

হয়, আমাকে যেন সংবাদ দেন. আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব। আমরা আপনাদের যজমান।

ন-মা। যজমান আবার নয়! তবে বাবা, তুই ওসব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমার সকল দিক নষ্ট করছিস। দেখ বাবা হীরু! আমি তোমার বাপের কাছে ক'দিন যাব যাব মনে করেছিলাম।

হী। কেন, খুড়ী ঠাকরুণ?

ন-মা। রূপচাঁদ পাঁজা আমাদের একটা জমা রাখে, তার খাজনা দেয় না।

হী। তার জন্যে বাবার কাছে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। বাবা ও সকল কাজ মোটেই দেখেন না। আমাকেই সমস্ত করিতে হয়। আমি কালই তাহাকে ডাকাইব, আপনার যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার কাছে হাজির করিব, আর যাহাতে খাজনার টাকা দেয়, তাহার ব্যবস্থা করিব।

ন। দেখ ভায়া; তোমার ভরসা বিশেষ রহিল।

হী। কোন ভাবনা নাই—খুড়ী ঠাকরুণ, আপনার খাজনা পত্র আমিই সব আদায় করিয়া দিব।

ননির মাতা ভাবিলেন, ইহা হইতে আর কি সুবিধা হইতে পারে। তহশীলদারের পাইকপেয়াদা গেলে কোন বেটা খাজনা না দিয়া থাকিতে পারিবে, আমি মেয়েমানুষ বলিয়া যেমন তাহারা খাজনা দিতে চাহে না, তেমনই এবার দিবার পথ পাবে না। তখন হীরুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। ননিও প্রতি-কৃতজ্ঞতা জানাইয়া হীরুকে বিদায় দিল। হীরু হৃষ্টান্তঃকরণে, ক্ষুব্ধ-লুব্ধ-নয়নে যেন কাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রাত্রি এগারটার সময় আহারাদি অন্তে ননি স্ত্রীর নিকট বিদায় চাহিল।

চপলার মুখে বিষাদ-কালিমা ঘনাইয়া বসিল। আয়ত নয়ন দুইটী হইতে জলধারা বহিয়া গণ্ড প্লাবিত করিল, বলিল,—"পর্ণনীড় হইতে বিহগ উড়িয়া গেলে বিহগী যে ছট্‌ফট্ করে, তুমি কি তাহা দেখ নাই?"

ননিরও চক্ষুতে জল আসিল। কি বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহারই তখন বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রাণের ভিতর হইতে রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন দুর্দ্দমনীয় বেগে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"শীঘ্রই আবার আসিব।"

আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে চপলা বলিল,—"সপ্তাহে অন্ততঃ দুখানা করিয়া পত্র দিও। ভাল আছ শুনিলে স্থির থাকিতে পারি।"

"দিব" বড় ধরা গলায়, বড় ভরা আওয়াজে এই কথা বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, ননিলাল বিদায় লইল। তার পরে মাতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিল।

গ্রামের বাহির হইয়া ননি একবার বৈশাখী জ্যোৎস্নামাখা তরুণীর্ষ সমাচ্ছন্ন সুপ্ত গ্রামখানির দিকে চাহিয়া দেখিল। গ্রামের সহিত তাহার যে এত দৃঢ় ভালবাসা, পূর্ব্বে সে তাহা ভালরূপ জানিতেই পারে নাই। আজ যখন সে গ্রামোপান্তের প্রান্তরে দাড়াইয়া, গ্রামের অস্পষ্ট অস্পষ্ট বৃক্ষচূড়া গুলির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল, তখন তাহার অশ্রু বাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, এবং জগৎ সংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া নির্ম্মিত মায়া-মরিচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট জ্ঞান হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৃহশিক্ষক

ননিলাল কলিকাতায় পঁহুছিয়া আফিসের কার্য্যে নিযুক্ত হইল, কিন্তু মাসিক পঞ্চদশ বেতনের চাকুরীতে যখন তাহার একটী পয়সাও বাঁচাইয়া বাড়ী পাঠাইবার উপায় নাই, তখন তাহাকে অপর কোন একটী কাজের যোগাড় করিয়া লইতেই হইবে। সে প্রতি দিন প্রাণপণে তাহার চেষ্টায় ফিরিত।

দশ-পনর দিন পরে সে যখন প্রতিদিনের মত অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া, অবশেষে নিরাশায় ম্লানমুখে বাসায় ফিরিতেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

হেদোর পুকুরে তখন অনেক লোক সন্ধ্যা বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক বালক-বালিকা লইয়া তাহাদের পিতা বা ঝি চাকর আসিয়া পুকুরের চারিধারে পাদচারণা করিয়া ফিরিতেছিল, এবং প্রায়াগতা সন্ধ্যা দর্শনে কাক ও চড়াই পাখীর দল হেদো তীরস্থ বৃক্ষগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল।

ননিলাল শ্রান্তদেহে ক্ষুণ্ণমনে দ্বার গলাইয়া হেদোর চত্বরে প্রবেশ করিল এবং চিন্তা-ক্লিষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে পায়চারী করিয়া ফিরিতে লাগিল।

ননির আগে পাছে অনেক লোক হাঁটিতেছিল। একটী ভদ্রলোক একটী একাদশ বর্ষীয় বালক সঙ্গে লইয়া ঠিক ননির আগে-আগে চলিতেছিলেন।

সেই ভদ্রলোক ও বালক সম্বন্ধে পিতা-পুত্র। ভদ্রলোকটির বয়স হইয়াছে। আকৃতি ও পরিচ্ছদ শিক্ষিত জনোচিত। পুত্রের

সহিত নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন, ননি সে সকল কথা কানে তুলে নাই—চলিয়া যাইতে হয়, চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ একটী কথা তাহার কানে গেল, সে উৎকর্ণ হইয়া কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিল।

পিতা পুত্রকে বলিলেন,—"তোর মাষ্টার কি জবাব দিয়া গিয়াছে, না আবার আসবে ?"

পু। না বাবা ; বোধ হয় তিনি আর আসবেন না। তিনি ব'লে গেছেন, যে আফিসে কাজ করেন, সে আফিস নাকি উঠে শালিখায় গেছে,—তাঁকে শালিখায় বাসা করতে হবে। কাজেই এত দূর এসে তিনি আর পড়াতে পারবেন না।

পি। কই, তাত এই ক'দিন বলিস নি ?

তখন তাহারা উত্তর দিকের চত্বরে পঁহুছিয়াছে। ননি ধাঁ করিয়া ঘুরিয়া ভদ্র লোকটির সম্মুখে গেল, এবং বিনীত ভাবে নম্র স্বরে বলিল,—"আপনার পুত্রের জন্য কি মাষ্টার রাখিবেন ?"

চকিতে একবার ননির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"হুঁ, রাখিব।"

ন। আমি ঐ কায্য করিতে পারি।

ভ। তুমি কোথায় থাক ?

ন। চাঁপাতলায়, মেসে থাকি।

ভ। অধিক দূর নয়। কোথায় কাজ কর ?

ন। * * * কোম্পানী বাড়ী—কেরাণীগিরী।

ভ। তুমি কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছ ?

ন। এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া এফ,এ, পড়িতেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারি নাই।

ভ। কি জাতি ?

ন। ব্রাহ্মণ।

ভ। তা বেশ। তোমার নাম ?

ন। আজ্ঞে, ননিলাল চক্রবর্ত্তী।

ভ। উত্তম, কিন্তু সকাল বিকাল দু'বেলায় পড়াইতে হইবে।

ন। তাহাই পড়াইব সকালে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত, আর বিকালে ছয়টা হইতে যতক্ষণ আবশ্যক।

ভ। আচ্ছা, তাহাই। বেতন কত লইবে ?

ন। আপনি বিবেচক—আমি দরিদ্র। উদরের জ্বালায় কাজ করিব—বিবেচনা মত আপনি দিবেন।

ভ। না না, একটা সাব্যস্ত থাকা চাই।

ন। তবে আপনিই বলুন।

ভ। যে মাষ্টার ছিল, তাঁহাকে আমি আট টাকা দিতাম।

ন। দু'বেলা আসতে হবে—

ভ। বেশ, তুমি মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দাও তোমাকে দশ টাকা করিয়া দিব।

ন। যে আজ্ঞে, তাহাই। কবে হইতে যাইব ?

ভ। কাল সকাল থেকে। আমার নাম ভোলানাথ ঘোষ, ১১ নং রামকৃষ্ণ দাঁর লেনে আমার বাড়ী।

ননি তাড়াতাড়ী পকেট হইতে পকেট বই বাহির করিয়া, নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যান

শুক্রবার অতীত হইয়া গিয়াছে ননিলাল ঘোষ প্রভুর নিকটে প্রাপ্য বেতন প্রাপ্তির আশায় তাহার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘোষ মহাশয় তখন একজন খরিদ্দারের সহিত বচসায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি ওজন কম দিয়াছিলেন। ক্রেতা সেই কথা বলায়, ঘোষ মহাশয় চটিয়া তাহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিতেছিলেন।

ভদ্রলোকটিও নিতান্ত কম নহেন, তিনিও বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে বাকযুদ্ধ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া গেল। অনেকেই ভদ্রলোকটির পক্ষ সমর্থন করিল; কেহ কেহ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং দুই পক্ষের কথা খুব সংক্ষেপে শুনিবার চেষ্টা করিলেন।

ব্যাপার জিজ্ঞাসিত হইয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"মহাশয়, আমি রাবড়ীর দর জিজ্ঞাসা করায়, উনি বার আনা সের বলিলেন; আমি বার পয়সা দিয়া একপোয়া খরিদ করিলাম এবং পাশের দোকানে ওজন করাইলাম খাঁটি তিন ছটাক হইল।"

ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—"তিন ছটাক হবে না ত কি হবে? দুধ কত মাগ্‌গি—এক টাকা সেরের কমে কখনও রাবড়ী বেচা যায় না। কোন শালা পারবে না।"

ভ। তুমি কেন সেই দর বলিলে না?

ঘো। তা হ'লে খোদ্দের শালারা ভেড়ায়!

ভ। এরূপ করিলে তোমার রাজদণ্ড হইতে পারে।

ঘো। ওরে আমার রাজদণ্ড—চিরদিনই এই রকম করি। সবাই করে। যে না করে, তার পেটের ভাত যোটাতে হয় না।

ভ। এ কাজ ভাল নয়।

ঘো। আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমরা গোল ভাঙ। সন্ধ্যার সময় দু'একটা খোদ্দের আসবে।

প্রবঞ্চিত ভদ্রলোকটি ছাড়িতে চাহেন না। তিনি পুলিশে যাইবেন, স্থির করিলেন। কেহ কেহ সে বিষয়ে উৎসাহ দিল, কেহ কেহ সাহায্য করিতে পর্য্যন্ত চাহিল। প্রবঞ্চিত ভদ্রলোক থানায় যাইতেছিলেন, দুই একজন মধ্যস্থ থাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইলেন এবং বুঝাইয়া বলিলেন, "পুলিশে গেলেই কিছু নিষ্কৃতি নাই। পাঁচ দিন থানা আর ঘর করিতে হইবে। তার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ও কোন দশদিন না ঘুরিতে হইবে। সামান্য এক ছটাক রাবড়ীর জন্যে এত হাঙ্গামা ভাল নয়। ইহাতে আপনার দু-দশ টাকা ব্যয়ও হইয়া যাইতে পারে।"

ভদ্রলোকটী তথাপি নিরস্ত হইতে ছিলেন না। তিনি বলিলেন, —"হয় হউক ঝঞ্ঝাট, হয় হউক ব্যয়, তথাপি জুয়াচোরের শাসন হইবে।"

কিন্তু সে কথা সমীচীন বলিয়া অনেকে সমর্থন করিলেন না। তখন আরও নানাবিধ বাকবিতণ্ডার পরে ভদ্র লোকটী চলিয়া গেলেন। সেখামকার জনতা ভাঙিয়া গেল।

ঘোষ মহাশয় রণজয়ী বীরের ন্যায় কম ওজন দিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত এই কারবার করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহাতে কেহ কিছুই করিতে পারে নাই, বলিয়া যে সময় আত্ম-গরিমা প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় ননিলাল ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমি আসিয়াছি।"

একবার তীব্র কটাক্ষে ননিলালের মুখের দিকে চাহিয়া ঘোষ মহাশয় যেমন আপন গর্ব্বকাহিনী বিবৃত করিতেছিলেন, তেমনই করিতে লাগিলেন। ননিলালের কথার কোন উত্তর করিলেন না।

নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় দোকানের সম্মুখে ফুটপাতের উপরে আরও কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, ঘোষ মহাশয়ের গরিমাকাহিনী-স্রোত কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইয়া আসিলে, পুনরপি ননিলাল বলিল,—"আমার প্রাপ্য টাকার জন্য আসিয়াছি।

ঘোষ মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"তা শুনিয়াছি।

ন। তবে দিন, অনেক দূর যাব।

ঘো। তুমি অনেক দূর যাবে, তা আমার কি?

ন। না, তোমার আর তাতে কি, তবে আমায় পাওনা দিলেই আমি চলিয়া যাই।

ঘো। কিসের পাওনা?

ন। ওমা, কিসের পাওনা, তাই বলিতে হইবে? কেন, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ নাকি?

ঘো। তুমি বলই না।

ন। তোমার ছেলে পড়ানর বেতন।

ঘো। ইস—দই দুধ খেয়ে কত বেটা দাম দিলে না, তা আবার একটু পড়িয়ে বাকী আদায় করতে এসেছেন,—খুব মানুষ বাবা তুমি।

ন। আমি গরিব মানুষ—

ঘো। রাখ, তোমার গরিব মানুষ—আমি টাকা দিব না। আর দেবই বা কেন, তুমি আমার ছেলে দুটোকে বোকা বানিয়ে রেখে গেছ;—তোমাকে যে অমনি ছেড়ে দিয়েছি, সেই ভাল।

ন। কেন, মারবে নাকি ?

ঘো। দোষ কি।

ন। মুখে লাগাম দিয়া কথা কহিও। টাকা দেবে তবে ছাড়িব।

ঘো। ইস !—টাকা গাছের ফল কিনা ?

ন। দেবে না ?

ঘো। কখনও না।

ন। আলবৎ দেবে।

ঘো। টাকা আমার—তুমি আলবৎ বললে কি হবে ?

ন। আমি আদায় করিব তবে ছাড়িব।

ঘো। এখন দন্ত কিচমিচি ছাড়, নইলে পুলিশ ডাকব।

ন। টাকা না পাইলে আমি কিছুতেই যাইব না।

ঘাটির পাহারাওয়ালা সাহেব একটু করিয়া অহিফেন সেবন করেন, এবং ঠিক সন্ধ্যার সময় ঘোষের দোকানে আসিয়া এক কটরা জলমিশ্রিত কবোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। ঘোষ কখনও তাহার মূল্যের দাবী করেন না। তাঁহার ধারণা, ইহাতেই পুলিশ তাঁহার হস্তগত এবং তিনি যে কম বেচা কেনা করেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি রাজদণ্ডের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই।

অধিকন্তু ঘোষ মহাশয় আশা করেন, ঘাটীর কনষ্টবল বাহাদুরকে তিনি যখন নিয়মিত জলমিশ্র কবোষ্ণ দুগ্ধ পান করান, তখন সম্মুখ-সমরে কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইতে কখনই সাহসী হইবে না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে পুলিশ ডাকিয়া ধরাইয়া দিতে পারিবেন, এবং দুগ্ধ-পান-কৃতজ্ঞ পুলিশকনষ্টবল তখনই তাহাকে ধরিয়া লইয়া হরিণবাড়ী পুরিয়া রাখিয়া দিবে।

ননির সঙ্গে যে সময় ঘোষ মহাশয়ের বাকযুদ্ধ প্রবলতর রূপে বাধিয়া উঠিয়াছিল, সেই মাত্র অহিফেন সেবন করিয়া পাহারাওয়ালা

প্রভু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিবর্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, দুগ্ধটুকু পান করিয়াই থানায় চলিয়া যাইবেন।

মন্থর গতিতে গর্ব্বিত পদক্ষেপে কোমর-বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে করিতে যখন পাহারাওয়ালা সাহেব দোকানের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত আশান্বিত হইলেন, এবং ননির উপযুক্ত শাস্তিকাল উপস্থিত জানিয়া, তাঁহার শিক্ষামতে হিন্দি ভাষার আদ্যোশ্রাদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"এ কনষ্টবল সাহেব! এই বদমায়েস হামারা বহুৎ দিকদারী করতেছে! তমবি ইহাকে থারদে নিয়ে যাওত।"

পাহারাওয়ালা ননিলালের আপাদমস্তকের প্রতি লক্ষ করিয়া বলিলেন,—"মাত চিল্লাও বাবু কাহে দিকদারী করতা হ্যায়?"

ন। ওর ছেলে পড়াইয়াছি,—মাইনে দেয় না। চাহিতে আসিয়াছি তাহাতে আবার রোক।

পা। যব দেগা, তব আইও।

ন। কেন, তোমার হুকুমে নাকি? তুমি দেখ, কে রাস্তায় প্রস্রাব করিয়াছে। আমার উপর কোন কথা কহিবার অধিকার তোমার নাই।

পা। আপ রাস্তামে বহুৎ ভিড় করতা হ্যায়।

ন। একা মানুষ ভিড় কিসের বাপু? এত বিদ্যা না হ'লে দেশ ছেড়ে এখানে এসে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মর।

পা। হাম্, সমঝাতা হ্যায় আপ স্বদেশী বাবু থা, পুলিশ সাহেবকা পাশ এ বাত বলতা হ্যায়।

ন। জরুর। আবি হাম্‌রা পাওনা লেকে তব ছোড়েগা।

তখন পাহারাওয়ালা সাহেব আপাতত ননির উপর কোন প্রকার

নির্য্যাতন করা অসম্ভব বিবেচনা করিলেন। কারণ, ইংরেজ-আইনে সে ক্ষমতা তাহাদের নাই। কাজেই তিনি নিরাশ হইয়া ঘোষ মহাশয়কে বলিলেন,—"দুধ দেওজী হামারা ছুটি হুয়া।"

ঘোষ মহাশয়ের আশা শূন্যে বিলীন হইল। তিনি বুঝিলেন, আংরেজী পড়ার লোক গুলার নিকটে পুলিশও পরাস্ত। তবে নিত্য নিত্য কি জন্ম এ বেটাকে দুগ্ধ দেওয়া!

তখন স্পষ্টতঃ তিনি তাহার নিজস্ব হিন্দিভাষায় বলিলেন,—"পাড়েজী; তোমারা পাশ দুধের অনেক দাম পাওনা হোগা। আবি হামাকে শোধ করে দাও।"

পাহারাওয়ালা চমকাইয়া উঠিলেন; তাঁহাকে একটু একটু দুগ্ধ দিয়া তাহার মূল্য প্রার্থনা করা অত্যন্ত অন্যায়। কাজেই তাঁহার রাগ হইল। বলিলেন,—"কিয়া?"

ঘো। বুঝতে পারলে না। হাম ত তোমাকে রোজ রোজ দুধ দেই। উসকা দাম নাহি কি? তোমারা পাশ সাত রূপেয়া এগার আনা হামরা পাওনা হোগা।

পা। এতনা রোজ কাঁহে নাহি বোলতা হায়।

ঘো। হাম জানতে হ্যায় তম কোম্পানীর লোক যব চাহেগা—তব দাম পাব।

পাহারাওয়ালা অনন্যোপায় হইয়া, সে কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন,—"এ বাবুকা কাঁহে তলব নেহি দেতা হায়? ভদর আদমি—আবি দেও।"

ঘো। তোমার নিকট যব দামবি পাতা হয় তব দেতা হ্যায়।

ন। আমার সঙ্গে তোমার সেই কণ্ডিসন ছিল নাকি? দেবে কি না বল?

ঘো। দেব না।

ন। কেন?

ঘো। তুমি নালিশ করে নিও।

তখন পাশের দোকানদারগণ বা পথিকগণ পাহারাওয়ালা সাহেব দুধ খাইয়া দাম দেয় না এ কথা যাহাতে শুনিতে না পায় তজ্জন্য পাহারাওয়ালা ইয়া বড়া খারাপ বাৎ হ্যায়। ভদর আদমী ছেলিয়া পড়াতা হ্যায়—উস্কো তলব নেই মিলতা হ্যায়—কিসমাফিক বাত হোয়রে" বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন।

ননিও বেতন প্রাপ্তির আশায় সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

ননি চলিয়া গেলে, ঘোষ মহাশয় ননির চরিত্র, বংশ, শিক্ষা ও শরীরের উপরে নানাবিধ দোষারোপ ও দ্রব্য বিশেষের কাল্পনিক নিক্ষেপ এবং তাহার সহিত কাল্পনিক সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে করিতে আত্ম-কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেসের মেম্বর

যথা সময়ে ননি মেসে ফিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পরে যখন মেসের মেম্বরগণ সারাদিনের অফিসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্লান্তদেহ লইয়া মুড়ির বংশ ধ্বংস কামনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন, আর বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও শিল্প বাণিজ্যের সমালোচনা লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময় ম্লানমুখে ননি তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইল।

কেদারবাবু অন্যতম মেম্বর। তিনি মুড়ি ভক্ষণ সমাপ্ত করিয়া কল্কিতে ফুৎকার দিতে ছিলেন, আর সমবেত বান্ধবমণ্ডলীর সমালোচনার উপরে ফুটনোট কাটিতেছিলেন।

ননির ম্লান মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"কিহে মুখ অত ভারি কেন? একেবারে যেন ধন হারা পাখী।

ননি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বলিল—"ভাই, সেই যে গোয়ালা বেটার ছেলেকে পড়াইতে ছিলাম, তাহার নিকট কয়টি টাকা পাওনা ছিল, সে আর তাহা দিল না।"

কে। তুমি চাহিয়া দেখিয়াছ?

ন। হাঁ, টাকা দেওয়া দূরের কথা. আরও নানা প্রকার গালাগালি দিল।

কে। তুমি?

ন। তাদের পাড়া—আমি একা আর কি করিব?

অর্দ্ধচর্ব্বিত এক গাল মুড়ি ধাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া শ্যামবাবু বলিলেন,—"তাদের পাড়া বলে তোমায় গালি দিবে! এত বড় স্পর্দ্ধা—মেসের মেম্বরদের গালি দিয়া অব্যাহতি পায়, কলিকাতা সহরে এমন লোক দেখি না।"

মতিবাবু জলের ঢোক গলাধঃকরণ করিয়া, অমৃতাক্ষর ছন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"সাজ সাজ সাজ সৈন্যগণ
দেখিব কেমন বীর বেহুলা সুন্দরী।"

দীনেশবাবু মুড়ির বাটী সম্মুখ ভাগে কিঞ্চিৎ প্রচালিত করিয়া আভিনায়িক সুরে বলিলেন,—"ধর ইট মহা অস্ত্র অঞ্জনা-নন্দন;
সংহারিব আজি রণে সুমিত্রা বল্লভে।"

কেদারবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তোমারা বড় বেল্লিক।"

ম। কেন সখা বিভীষণ! হেন বাক্য
করিলে প্রয়োগ, দানিলে বেদনা—
দুর্ব্বাসারে, বল অকারণ?
দানব-নন্দিনী আমি রক্ষোকুল বধূ
আমি কি ডরাই সখি, দুর্য্যোধন বীরে?

কেদারবাবু বিরক্তিভাবে বলিলেন,—"ও বেচারা গালি খাইয়া আসিয়া তোমাদের দুঃখ জানাইল, আর তোমরা রঙ্গরস করিয়া সময় কাটাইতেছ?"

ম। তবে তুমি কি করিতে বল?

কে। কেন আমরা কি মেসের মেম্বর নই?

ম। অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন প্রবল প্রতাপশালী নরকুল-ধুরন্ধর মেসের মেম্বর আমরা; আমরা অবশ্যই মানবের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করিতে সমর্থ। এক্ষণে কি করিতে হইবে সখি?

কে। ঠাট্টা নয় ভাই! মেস করিয়া আমরা দশজনে একত্রে বাস করি কেন? পরস্পরকে সাহায্য করিব, পরস্পর পরস্পরের অনশন-রোগের প্রতিকার করিব। তা না হ'য়ে ওর কথা ব্যাঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিতেছ। আজ ওর ঐ রকম হয়েছে, কাল যে তোমার আমার হইতে পারিবে না, কে বলিতে পারে? তখন ত উহারা এইরূপ করিবে।

দী। এখন তবে কি করিতে বল?

কে। চল, আমরা সকলে মিলিয়া সেই বেটার কাছে যাই। সকলে তাড়া দিয়া ধরিলে নিশ্চয়ই টাকা দিতে বাধ্য হইতে হইবে।

দী। যদি না দেয়?

কে। দেবে না—সে নবাব কিনা।

দী। ধর, দিল না।

কে। চেষ্টা করিয়া যদিই নাই দেয় তখন আর কি করা যাইবে। বেটাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আশা যাইবে।

তখন সকলেরই সেইমত হইল। ননির অংশমত মুড়ি একটা বাটীতে ছিল। কেদারবাবু বলিলেন, "তুই ভাই ওগুলো খেয়ে নে।"

ননির উদর মধ্যে তখন প্রবল ক্ষুধা,—বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বাটীটা টানিয়া লইয়া মুড়িগুলি উদরস্থ করিল। তার পরে সমবেত বান্ধবমণ্ডলী গোপ মহাশয়ের দোকানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়াছে। গোপ মহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারীর উপরে দোকানের ভার অর্পণ করিয়া, তহবিল গুছাইয়া লইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। বান্ধবকুলপরিবেষ্টিত ননি সেই সময় গিয়া বলিলেন, "আমার পাওনা মিটাইয়া দাও।"

গোপ মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি বাবু একত্রে জুটিয়া আসিয়াছে। বুঝিলেন, না দিলে একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত করিবে। পুলিশ পর্য্যন্ত যখন বাবুদের খাতির করিয়া চলে, তখন এ পাপ মিটানই ভাল। সময়োচিত স্বরে গোপ মহাশয় বলিলেন, "তুমি বাপু বড় নির্ব্বোধ—"

কথা সমাপ্ত না হইতেই শ্যামবাবু বলিলেন,—"সাবধানে কথা বলিও।"

গোপ প্রভু বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু গুরুতর। বলিলেন, "আজ্ঞে, আমরা কি আর ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহি না। ওর পাওনা নিয়ে গেলেই হয়। তবে সময় অসময় আছে ত।"

দীন। পাওনা নেবে, তার আবার সময় অসময় কি হে? টাকা দেবে ত দাও।

গো। তোমার কত পাওনা মাষ্টার মশাই?

ননি হিসাব করিয়া বলিল। গোপপ্রভু কড়ায়-গণ্ডায় তখনই মিটাইয়া দিলেন।

রণবিজয়ী বীরবৃন্দের ন্যায় মেসের মেম্বরগণ হর্ষোৎফুল্ল আননে টাকা লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কেদারবাবু বলিলেন,—"দেখলে ভ্রাতৃগণ, টাকা আদায় হ'ল না? এ জগৎটা কি জান, সবাই শক্তের ভক্ত। মেসের মেম্বরের নামে না ডরায় এমন লোক নাই।"

দী। মহাশয়গণ যে মেসের প্রবল প্রতাপান্বিত অসীম ক্ষমতাশালী মেম্বর, তাহা কি গোয়ালা বেচারা জানিতে পারিয়াছিল?

শ্যা। অবশ্যই জানিয়াছে নতুবা কি এত ভাল মানুষের মত টাকা দিত?

দী। কি প্রকারে চিনিল?

শ্যা। মানুষ দেখলেই চেনা যায়।

দী। ধড়া-চূড়া অঙ্গে নাই তবু চেনা যায় শ্যামে,
মেসের মেম্বর চেনে দাঁড়াইবার স্মঠামে?

শ্যা। তা হবে।

দী। যাক, বেচারার যে টাকা কয়টী আদায় হ'ল এই যথেষ্ট

ম। তবে ও থেকে কিছু মেসের মেম্বরদের ভোগে লাগান উচিত।

কে। নিশ্চয়।

ন। নাও—আমার ত সবই গিয়াছিল। কত দেব?

ম। আট আনা দাও। দু'আনার সিদ্ধি আর ছ'আনার মিষ্টি

দী। বস—উত্তম ব্যবস্থা। চল একটু সিদ্ধি খেয়ে প্রাণটা ঠাণ্ডা করা যাকৃগে।

তখন সকলে সিদ্ধির দোকানের উদ্দেশে গমন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চার ব্যবস্থা

পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া ননিলাল দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ হইয়াছে। মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে, উদর স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন ভারি—যেন নিজের নয়। নূতন যে গৃহে শিক্ষকতার কার্য্য হইয়াছে, সেখানে যাইতে হইবে, কিন্তু শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সম্ভবপর নহে।

মতিবাবু উঠিয়া চৌবাচ্চার নিকটে বসিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। ননির মন্থর গমন ও দৈহিক ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বলিলেন,—কিহে, অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী কেন?"

ন। শরীরটা বড় অসুস্থ হয়েছে।

ম। কি প্রকার অসুস্থ?

ন। মাথা টলিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ভার ভার।

ম। সিদ্ধির ক্রিয়া। তুমি আর কখনও উহা খাও নাই?

ন। কালই ত বলিয়াছিলাম, আমি কখনও সিদ্ধি খাই নাই অতএব খাইব না।

ম। আমরাই কি আর অন্নপ্রাশনের সময় হইতে সিদ্ধি খাইতে শিখিয়াছি। এই মেস্রে থাকিতে থাকিতেই দশ বন্ধুর সঙ্গে খাচ্ছি।

ন। যা খেলে শরীর খারাপ হয়, তা না খাওয়াই কি ভাল নয়?

ম। তুমি নূতন খেয়েছ কি না, তাই অসুখ বোধ করছ—কিন্তু আমাদের ত আর অসুখ করে না। বরং কর্ম্ম-ক্লান্ত-দেহ সুস্থই হয়। বিদেশে পড়ে থাকতে হয়—সারাদিন-রাত্রি খেটে মরতে হয়, মধ্যে

মধ্যে একটু একটু নেসা ভাঙ না করলে কি চলে ভায়া? আজ দেখবে যা ভাত খেয়ে থাক, তার দেড়া টানবে। এখন অবসাদক অবস্থা বলে শরীর অমন হয়েছে। এক পেয়ালা চা খাও—শরীর ক্রমশই ঝরঝরে হয়ে যাবে এখন।

ন। আমি ত চা খাই না।

ম। খাও নাই এখন হতে ধর।

ন। না ভাই—গরম চার দোকানে তোমাদের মত রোজ দুটো করে পয়সা দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার আয় কত সামান্য জান ত?

ম। কিন্তু শরীর বজায় রেখে তার পর ত আর সব।

ন। আর ভাই, গরিবের আবার শরীর। বিশেষতঃ সিদ্ধি, চা, এ সকলে যে শরীরের কোন উপকার হয়, এমন বিশ্বাস আমি করি না।

ম। তুমি নেহাৎ চাল-কলা খেগো বামুন কিনা,—তাই অমন কর। যাক্ ক্রমে ক্রমে সব হবে। এখন আজ দু'টা পয়সা ব্যয় করে এক পেয়ালা চা খেয়ে কাজে যাও। খোঁয়ারিটা বেশ ধরেছে। চার মত খোঁয়ারি নষ্ট করিতে তুনিয়ায় আর কোন চিজ নাই।

ননির তখন প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নূতন কাজ বলিয়া তত অসুস্থ শরীর লইয়াও সে ছাত্রাবাসের উদ্দেশে গমন করিল।

পথে যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বস্থ গরম চার দোকানের দিকে লোলুপ দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। এক একবার মনে হইতেছিল, এক পেয়ালা চা খাইয়া শরীরটা সুস্থ করিয়া লই। পরক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, আমার আয় অতি সামান্য। এ সকল অভ্যাস করিলে পয়সা কোথায় পাইব? বাড়ীতে মার ও স্ত্রীর একান্ত অভাব, দৈনিক দুইটী করিয়া পয়সা যদি তাহারা পায়,

তাহাদের কষ্ট কতকটা নষ্ট হইতে পারে। আবার মনে হইতে হইতে লাগিল,—আজ বৈত নয়। শরীরটা বড় খারাপ হইয়াছে, দুইটী পয়সার পরিবর্ত্তে যদি শরীর ভাল হয়, মন্দ কি? কিন্তু পরক্ষণেই সে হৃদয় দৃঢ় করিল। সে গরীবের ছেলে,—সে চা খাইয়া পয়সা নষ্ট করিবে কেন?

তখন দ্রুতপদে ছাত্রাবাসে চলিয়া গেল, যদিও পূর্ব্বে কোন দিন সে সেখানে যায় নাই; কিন্তু সেই ভদ্রলোকটী যেরূপ ভাবে ঠিকানা বলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে খুঁজিয়া লইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

বাড়ীর সম্মুখে গিয়া সে দেখিল, বাড়ীটী অতি সুন্দর এবং বৃহৎ। সম্মুখ ভাগে বিলাতী লতা শ্রেণীবদ্ধ-রূপে দরজার গায়ে বিজড়িত। অবকোরিয়া বিগলোনিয়া সাইপ্রেস প্রভৃতি বিলাতী তৃণ ও গাছ, গুচ্ছে গুচ্ছে রোপিত। তাহার মধ্য দিয়া রাস্তা। বামভাগে গেটের স্তম্ভগাত্রে ক্ষুদ্র শ্বেত প্রস্তরের উপরে "**শান্তি নিকেতন**" বলিয়া লেখা। ননি সভয়ে সসম্ভ্রমে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দরোজার পরেই চত্বরে একখানি লৌহবেঞ্চি পতিত তন্নিকটস্থ হইয়া ননিলাল চারিদিকে চাহিল। দেখিল, বাড়ীটি চকমিলন দ্বিতলের চারিদিকেই বারেণ্ডা—সবুজ রঙের লৌহ রেলিং।

নিম্নের একটা গৃহ হইতে গাত্রে মেরজাই আঁটা এক ভৃত্য বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কাহাকে খুঁজিতেছেন, মোশাই?"

থতমত খাইয়া ননি বলিল,—"বাবুকে?"

ভৃ। বাবু এখনও ওঠেন নি। আটটার সময় আসিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে।

ন। আমি তাঁহার ছেলে পড়াইতে আসিয়াছি।

ভৃ। দাঁড়ান। আমি জেনে আসি।

ভৃত্য তখনই ত্বরিত পদে উপরে চলিয়া গেল—ননি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বাড়ীর শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল, এবং এরূপ বড় লোকের আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে ভবিষ্যতে যে খুব ভাল হইতে পারে,—মনে মনে তাহার আশা করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট মধ্যেই ভৃত্য দ্বিতলের বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া বলিল,—"মোশাই, আপনার নাম কি?"

ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ননি বলিল,—"ননিলাল চক্রবর্ত্তী।"

ভৃ। আপনি কি কাল বাগানে বাবুর নিকট কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ন। হাঁ।

"আসুন—তবে উপরে উঠে আসুন।" এই কথা বলিয়াই ভৃত্য সরিয়া গেল। এখন ননি যায় কোথায়? কোনদিকে বা সিঁড়ি, কোন দিক দিয়া বা সে উপরে যায়। তার পরে উপরে গিয়া কোন ঘরে সে প্রবেশ করিবে। অন্দর কোন দিকে, সদর কোন দিকে—সে কখনও ত দেখে নাই! ননি যাইতে পারিল না, সেখানেই দাঁড়াইয়া এক একবার নিম্নদিকে এবং এক একবার ভৃত্যের পুনরাগমন দর্শন কামনায় ঊর্দ্ধদিকে চাহিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইলে, ভৃত্য পুনরপি বাহিরে আসিল এবং কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা ভাবে বলিল, "কৈ, আপনি এলেন না।"

ননি বলিল,—"আমি কোন দিন উপরে যাই নাই। কোন দিকে সিঁড়ি তাও জানি না।"

ভৃ। এই যে আসুন না।

ন। এই যে আমি বুঝিতে পারিলাম না।

ভৃ। উত্তর দিকে আসুন—ডান হাতে সিঁড়ি পাবেন।

"তুমি ঐখানে দাঁড়াও" এই কথা বলিয়া ননি ভৃত্যের নির্দেশ মতে উত্তর দিকে চলিয়া গেল এবং দক্ষিণ ভাগে সিঁড়ি পাইয়া উপরে উঠিল।

উত্তর-দক্ষিণ লম্বা-লম্বি বারেণ্ডা—ভৃত্য বারেণ্ডার মধ্যভাগে, রেলিংএর নিকট দাঁড়াইয়াছিল। ননি দ্রুত গমনে তাহার নিকট যাইতেছিল।

দক্ষিণ পার্শ্বের গৃহদ্বারগুলি প্রায়ই প্রলম্বিত সুন্দর পরদায় আবৃত। একটা কক্ষদ্বারের পর্দ্দা দক্ষিণদিকে ঈষৎচাপিত—ঈষদুন্মুক্ত। দ্রুত গমনশীল ননিলালের দৃষ্টি সেই কক্ষাভ্যন্তরে পতিত হইল, সে শিহরিয়া উঠিল।

ননি দেখিল, দ্বাবিংশবর্ষীয়া এক সুন্দরী যুবতী চেয়ারে বসিয়া একখানি ছোট মার্ব্বেল-টেবিলের উপর উপুড় হইয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন। ক্ষণমাত্রের দৃষ্টি—ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। তথাপি ননি বুঝিতে পারিল, যুবতী পরমা সুন্দরী ও তাহার গায়ে জামা ও পায়ে মোজা, টেবিলের তলে চটী জুতা এবং মস্তকের কেশ বেণী বানান।

ননি আর সে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিল না। সে একেবারে ভৃত্যের সমীপবর্ত্তী হইয়া হাঁপ ছাড়িল।

ভৃত্য বলিল, "আসুন।"

সে অগ্রগামী হইল, ননি তাহার পশ্চাৎগমন করিল। যে গৃহে যুবতী অবস্থান করিতেছিল, তাহার পরে তিনটী কক্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ কক্ষে প্রবেশ করত ভৃত্য বলিল,—"বসুন, আমি দাদা-বাবুকে ডাকিয়া আনি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

গৃহের মধ্যস্থলে একখানি বড় গোল টেবিল ;—টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে ত্রপদ, চতুষ্পদ ও ষট্‌পদ অনেকগুলি চেয়ার। ননি তাহার এক খানিতে উপবেশন করিল।

গৃহখানি সুন্দররূপে সজ্জিত। দেওয়ালে বিদেশী ছবির সারি। মধ্যস্থলে একটী মূল্যবান ঘড়ী, উপরে ইলেকৃট্রিক পাখা নিস্তব্ধে অবস্থান করিতেছিল।

অবস্থা দর্শনে ননি বুঝিল নিশ্চয়ই ইহারা সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী গৃহস্থ। এ বাড়ীতে চাকুরী হওয়ায় সে তখন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

কিন্তু এক সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উদিত হইল যে, খুব সম্ভব ইহাঁরা ব্রাহ্ম হইবেন। ইহা মনে হইবার অপর কোন কারণ না থাকিলেও ঐ সুন্দরী যুবতীর অবস্থাই তাহাকে এ ধারণাতে আনায়ন করিতে পারিয়াছিল।

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু চা খাইতেছেন। এখনই আসিবেন। আপনি কি চা খাইবেন ?"

ননি বিনীত-নম্রস্বরে বলিল, "না, না, আমি "চা—"

সহসা ননির মনে হইল, সিদ্ধির ক্লান্তদেহ চা পানে স্বস্থ হয়। তখন—আমি চা—বলিয়া অপর কথার অবতারণা করিল। বলিল, "আমি আর এখন চা খাইব না। বাড়ী গিয়াই খাইব।"

ভৃ। তা কেন খাইতে যাইবেন। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় এইখানে চা খাইবেন। পাড়ার লোক এসে চা খাইয়া যায়—আর একটু পরে বাবু উঠে নীচেয় গেলে দেখিবেন, চা খাইবার জন্য কত লোক উপস্থিত হয়। আপনি মাষ্টার মোশাই—আপনি দু'বেলা দু'পেয়ালা চা খাবেন সে আর এমন কি ! আপনার আগে যে মাষ্টার মোশাই

ছিলেন, তিনি এখানেই চা খাইতেন। তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন।

ন। বাবুরা কিছু মনে না করেন।

ভৃ। বলেন কি। এঁরা বড় লোক,—মা বাবু জিজ্ঞেস করে পাঠালেন, আপনি চা খাবেন কি না?

ন। তবে আন।

ভৃত্য চলিয়া গেল। এই সময় ননির ছাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। ছাত্রকে ননি বাগানে দেখিয়াছিল, সুতরাং আসিবামাত্রই চিনিতে পারিল। বলিল, "এস, তোমার বই আন"

ছাত্র পার্শ্বের আলমায়রা হইতে বইগুলি টানিয়া টেবিলের উপরে ফেলিল। এই সময় চা লইয়াও ভৃত্যও উপস্থিত হইল।

এই সবে ননির চার পাত্র গ্রহণ। কি প্রকারে চামচ-পেয়ালার ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও সে ভালরূপ জানিত না। তবে "গরম চার" দোকানে কোন কোন দিন মেসের বন্ধুগণের সঙ্গে গিয়াছে, এবং তাহারা যখন পান করিয়াছে, তখন দেখিয়াছে। সে ক্রমে ক্রমে চাটুকু পান করিয়া ফেলিল।

বেলা সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইয়া ননি বিদায় লইল।

যখন সে চলিয়া যায়, তখন নীচের বৈঠকখানার কাছ দিয়া যাইতেছিল, দেখিল বাস্তবিক বাবুর ফরাসে দশ-বারজন ভদ্রলোক বসিয়া চা পান ও গল্প-গুজব করিতেছেন। বাবু মধ্যস্থলে বসিয়া তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

ননি বাবুর সহিত দেখা করিয়া যাওয়া প্রয়োজন জ্ঞান করেই, সে কক্ষে প্রবেশ করিল। বাবু ননির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আসিয়াছিলেন বেশ। খোকাকে পড়াইয়াছেন?"

বিনীতভাবে ননি বলিল আজ্ঞে "হাঁ, আমি সময় মতেই আসিয়াছিলাম।"

বা। যত্ন সহকারে আর্য্যকে পড়াইবেন, আমি আপনার বিষয় মনে রাখিয়া কার্য্য করিব।

পার্শ্বস্থিত চা-পান-নিরত একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি যদি ওঁর বিষয় মনে রাখেন, উনি প্রতিপালিত হইয়া যাইবেন। আপনার কৃপা কটাক্ষপাতে কত পথের কাঙ্গাল বড়লোক হইয়া গেল।"

চন্দ্রবাবু চার পেয়ালা ফরাসের উপরে নামাইয়া বলিলেন, "তা আর একবার করে বলছেন মুখুর্য্যে মোশাই! এই ত সেদিন আমাদের পাড়ার হারাধনকে মস্ত একটা চাকরী করে দিলেন।"

মতিবাবু ধূম পান করিতে করিতে বলিলেন,—"আপনি রাজা মানুষ, আপনার কথায় কত কাঙ্গাল বড়লোক হয়ে গেল।"

তখন নিত্য নিত্য যথাবিহিত চা-প্রাপ্তির অন্তরায় নিরাকরণ মানষে সমবেত ভদ্রলোকগণ বাবুর সুখ্যাতি স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। বাবুর শিক্ষা, দীক্ষা, বংশ, ধনসম্পত্তি ও পদ-গৌরব সে সুখ্যাতির তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ভাসিতে লাগিল, সেখানে বতাসও বুঝি ফুলিয়া উঠিল। ননি তাহাতে কোন কথাই না নাই।" কিয়ৎক্ষণ সে স্থানে দাঁড়াইয়া, কতক কতক শ্রবণ করণান্তর তবে নমস্কার করিয়া বাহির হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

ননিলাল যখন নব প্রভুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া রাস্তার বাহির হইল, তখন আর একজন ভদ্রলোক চা-পান সমাপ্ত করিয়া বাহির হইলেন। তিনি বয়সে প্রবীণ, গায়ে একটা ঢাকাই মেরজাই, পায়ে ঠনঠনিয়ার চটীজুতা—হাতে বাঁশের মোটা লাঠী।

ভদ্রলোকটীকে বাহির হইতে দেখিয়া ননি একটু পাশে হটিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি অগ্রসর হইলে, ননি তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

একটু অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিয়া, ভদ্রলোকটী বলিলেন,—"মাষ্টার মশাই! আপনি কি এই দিকেই যাইবেন?"

তাঁহারা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়াছেন।

ন। আজ্ঞে হাঁ।

ভ। আপনি কোথায় থাকেন?

ন। চাঁপাতলার ঐদিকে—একটা মেসে।

ভ। এ বাড়ীতে বোধ হয়, নূতন নিযুক্ত হইয়াছেন?

ন। আজ্ঞে হাঁ সবে আজ।

ভ। তা বেশ হয়েছে, উনি খুব ভদ্রলোক।

ন। আপনার বাড়ী কি ঐ বাড়ীর নিকটে?

ভ। হাঁ, আপাততঃ আমি মাধববাবুর বাজারে যাইব। আপনার বেতন কত ঠিক হয়েছে?

ন। উনি ভদ্রলোক, যাহা বলেন, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছি।

ভ। তা বেশ করেছ, লোকটী দয়ালু ও পরোপকারী।

ন। উনি কি কাজ করেন?

ভ। আগে সবজজ ছিলেন, এখন একটা সওদাগরি আফিসে মচ্ছুদ্দির কাজ করেন।

ন। ভবিষ্যতে ওঁর দ্বারায় তবে একটা ভাল চাকরী-বাকরী জুটতে পারে?

ভ। খুব—খুব। কত পথের লোককে উনি চাকরী করে দিয়েছেন।

ন। বাবুটী কি ব্রাহ্ম?

ভ। না, কায়স্থ।

ন। হিন্দু ত?

ভ। কি রকম! কায়স্থ হিন্দু না ত কি মুসলমান?

ন। না না, আমি তা বলি নাই।

ভ। তবে?

ন। আজকাল যারা ধনে মানে বা শিক্ষায় একটু উচ্চ হন, তাহারাই—

ভদ্রলোকটী হাসিয়া ননির কথার উপসংহার করিলেন। বলিলেন, "তাহারাই ব্রাহ্ম বা খৃষ্ট্রিয়ান হন। কেমন?

ননি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"না, আমি ঠিক তাও বলি নাই।"

ভ। কথাটা যে একেবারেই ভুল বলেছ তাও না। তবে শ্রীভগবানের কৃপায় বর্ত্তমানে স্রোত একটু ফিরেছে। কয়েকজন পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে এখন দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছেন, হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে উন্নত ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অবস্থা ও অধিকার ভেদে ইহার উপাসনা ও অনুষ্ঠান ভেদ যাক, তুমি প্রশ্ন করিতেছিলে—তোমার মনিব হিন্দু কি না?

ননি উত্তর করিল না। ভদ্রলোকটী যাইতে যাইতে এবার

পশ্চাৎ ফিরিয়া ননির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি যা মনে করেছ—তাহা নহে, উনি উন্নতিশীল হিন্দু।"

ননি সে কথার উত্তর করিল না, কিন্তু মনে মনে কি চিন্তা করিল।

এই সময় তাহারা মাধববাবুর বাজারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তবে যাও মধ্যে মধ্যে ঐ বাড়ীতে দেখা হবে।"

ননি নমস্কার করিয়া বিদায় হইল।

রাস্তায় গমন করিতে করিতে ননি ভাবিতে লাগিল, উন্নতিশীল হিন্দু কাহাকে বলে? ব্রাহ্মেরই দ্বিতীয় সংস্করণ কি উন্নতিশীল হিন্দু? ইহাদেরও কি সর্ব্বত্র ভ্রাতৃ-ভাব;—সর্ব্ব জীবে সমান দয়া! ইহাদেরও কি অন্দর বাহিরে প্রভেদ নাই। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন ও সুশ্রী-কুশ্রীতে পার্থক্য নাই;—

তার পরে মনে হইল সেই সুন্দরী যুবতীর কথা। তার পরে মনে হইল, বঙ্গবাসীর "মডেল-ভগ্নীর" কথা। তার পরে মনে হইল সেই কি একটা কথা! অবশেষে ননি স্থির করিল, যে যেমন হউক,—আমি গরিব মানুষ, অত উঁচু চিন্তা আমার কেন, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়া আসিব। আর বাবুটীর যেরূপ পরিচয় পাইলাম, তাহাতে ভবিষ্যতে একটা চাকরীর যোগাড় হইলেও হইতে পারে ভগবান দীনের প্রতি প্রসন্ন হউন, ইহাই প্রার্থনা।

এই প্রকার বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে মেসে গিয়া উপস্থিত হইল। মেসের মেম্বরগণ তখন কেহ প্রাইভেট পড়াইয়া, কেহ দোকানের জমা খরচ লিখিয়া, কেহ আড্ডা করিয়া, কেহ কেহ চা খাইয়া, কেহ কেহ বা প্রাতঃ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বাসায় সমবেত হইয়াছিল, এবং আফিসে যাইবার জন্য স্নানাহারের উদ্যোগ করিতে-

ছিল। সকলেই ননির নূতন কাজের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল, ননি "ভাল" বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাহার মনিব যে উন্নতিশীল হিন্দু, তাহা কাহারও নিকটে ব্যক্ত করিল না। বা সে বিষয়ে তাহার অজ্ঞানতা দূর করিয়া লইবারও চেষ্টা করিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন ব্যবস্থা

ননিলাল ছাত্রকে প্রায় একমাস শিক্ষা দিতেছে। ইহার মধ্যে একবেলাও কোন দিন অনুপস্থিত হয় নাই। যথোচিত মনোযোগ সহকারেই ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইত। ছাত্রের নাম আর্য্যকুমার। আর্য্যকুমার মেধাবী বালক, তবে শিক্ষকের উপদেশ যে সম্যক রূপে গ্রহণ করিত এবং পড়াশুনায় যে বেশ কৃতিত্ব দেখাইত, তাহা নহে।

আর্য্যকুমার রাত্রি আটটার সময় গ্রন্থাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিত। পৃথক একজন সঙ্গীত-অধ্যাপক আসিয়া তাহাকে হারমোনিয়ম ও তাহার সঙ্গে কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষা দিত। আটটার পূর্ব্বে ননিলাল চলিয়া যাইত। যিনি সঙ্গীত-শিক্ষক, তিনি আরও দুই তিন স্থানে গীত-বাদ্য শিক্ষা দিতেন। এখন এমন এক ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে সঙ্গীত-শিক্ষক রাত্রি আটটার সময়ে আর্য্যকুমারকে শিক্ষা দিতে উপস্থিত হইতে পারেন না। আটটার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হইলে তাঁহার সুবিধা হয়।

আর্য্যকুমারের পিতা ভোলানাথবাবু সে কথা শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তুমি সন্ধ্যার সময় আসিয়া এক ঘণ্টা সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়া গেলে, তার পরে মাষ্টার মহাশয় গ্রন্থাধ্যয়নাদি করাইবে

কাজেই ননিলালের সময় সন্ধ্যার এক ঘণ্টার পরে নির্দ্দিষ্ট হইল।

ননিলাল আফিস হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ছাত্রের বাড়ী ছুটিয়া আসিতেন। পূর্ব্বে মেসে আসিয়া যে মুড়ি ভোজন করিতেন, বর্ত্তমানে তাহার আর প্রয়োজন হইত না। তিনি ছাত্রাবাসে আসিয়া এক পেয়ালা চা ও কয়েকখানি বিস্কুট ভোজনে ক্ষুন্নিবারণ করিতেন। এখন সময় পরিবর্ত্তন হওয়ায় বড়ই অসুবিধা হইল। এক পয়সা মুড়ি খরচে যত অসুবিধা না হউক, এক পেয়ালা চা যে অন্ততঃ দুই পয়সা, দুই বেলা চা পান এখন তাঁহার মৌতাতের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। চা পান না করিলে শরীরটা মাটি মাটি করে—ভার ভার জ্ঞান হয়। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের ক্লান্তি যেন সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া বসিয়া থাকে।

দুই দিন দোকান হইতে কিনিয়া চা পান করিলেন, কিন্তু তেমন মধুর লাগিল না। সে যেমন প্রস্তুত—যে আস্বাদ বিশিষ্ট দোকানের চা তেমন লাগিল না, বিস্কুটগুলি তেমন গন্ধাস্বাদ বিশিষ্ট নহে, অথচ চা-বিস্কুটে বৈকালে চারি পয়সা ব্যয় হইতে লাগিল। ননি বড়ই অসুবিধা জ্ঞান করিল। তবে সকালের ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ননিলাল এক মতলব আঁটিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে হেদোর ধারে উপস্থিত হইল। সে জানিত, ভোলানাথ আর্য্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া প্রায় প্রত্যহ বৈকালে হেদোর ধারে বেড়াইতে আসিতেন। ননিলাল পদচারণ করিয়া বেড়াইতেছিল, তাঁহারাও বেড়াইতে ছিলেন—সাক্ষাৎ হইল। ননি ভোলানাথ বাবুকে নমস্কার করিল।

ভোলানাথবাবু প্রতি নমস্কারার্থ হস্তোত্তলন করিয়া মৃদু হাসিয়া

বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয় যে! আপনি কি প্রত্যহই ভ্রমণ করিতে আসেন?"

বিনীতভাবে ননি বলিল, "সমস্ত দিনের আফিস-খাটুনী। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটু ভ্রমণ করিলে যেন ক্লান্তি দূর হয়।"

ভোলানাথবাবু গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র আর্য্যকুমার ও মাষ্টার ননিলাল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

ননিলালের কথার উত্তরে ভোলানাথবাবু বলিতে লাগিলেন,—"হাঁ হাঁ অঙ্গ-চালনা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। আমিও আর্য্যকে লইয়া প্রত্যহ এখানে বেড়াইতে আসি। এখানকার বায়ু অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ।"

ন। আজ্ঞে, এখানে রোজ রোজ আসার পক্ষে কিছু অন্তরায় ঘটিয়া উঠিয়াছে।

অন্যমনস্কভাবে ভোলানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?"

ন। এখান হইতে আমাদের মেস অনেক দূর।

ভো। তাই কি? একটু অধিক হাঁটুনিত ভাল। বিশেষতঃ আমাদের বাড়ী যাইবার পথও তোমার এই।

ন। আজ্ঞে হাঁ। তবে এখানে আসিয়া বেড়াইয়া আবার আমাকে বাসায় যাইতে হয়, আবার আসিতে হয়। দোকর হাঁটুনি পড়ে।

ভো। কেন? আবার বাসায় যাও কেন?

ন। সন্ধ্যার এক ঘণ্টার পরে পড়াইতে হয়, কাজেই এতক্ষণ কোথায় থাকি?

ভো। বাহবা—আমাদের বাড়ী গিয়া বসিলেই পার। এখানে বেড়াইয়া আমাদের বাড়ী গিয়া চা-টা খাইয়া, তোমার ছাত্রের ঘরে গিয়া বা সঙ্গীত আলোচনা করিলে। সঙ্গীত মানব-জীবনের শান্তিদায়ক একটী পরম আশ্রয়, কি বল মাষ্টার?

ননি সে কথার উত্তর করিল না।

ভোলানাথবাবু পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"মাষ্টার ঘাড় নত করিয়া রহিয়াছ যে? তুমি কি উহার পক্ষপাতী নহ?"

ন। আজ্ঞে, সঙ্গীত আলোচনায় পক্ষপাতী নয়, এমন মানুষ বোধ হয় নাই।

ভো। তবে?

ন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি উহার কিছুই জানি না।

ভো। সে কি মাষ্টার, তুমি ইয়ংম্যান, হারমোনিয়ম বাজনা খুব সহজ, তাও কি তুমি জান না?

ন। আজ্ঞে, না।

ছাত্র আর্য্যকুমার একবার বিস্মিতনয়নে শিক্ষকের মুখের দিকে চাহিল।

ভো। তবে তোমার এক কাজ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ন। আজ্ঞা করুন।

ভো। তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তোমার ছাত্রের গৃহে গমন করিও, এবং উহার মাষ্টারের নিকটে হারমোনিয়ম বাজনা শিক্ষা করিও। সব বিষয়ে একটু আধটু অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষতঃ গান-বাজনা সম্বন্ধে। আমার বিশ্বাস, সঙ্গীত শ্রান্ত জীবনের একমাত্র শান্তিদায়ক।

ননি সাহ্লাদে তাহাতে স্বীকৃত হইল।

তার পরে আরও কিয়ৎক্ষণ পদচারণ করিয়া বেড়াইয়া ভোলানাথবাবু পুত্র ও পুত্রের গৃহ-শিক্ষক সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্গীত শিক্ষক

বাড়ী আসিয়া আর্য্যকুমার উপরে চলিয়া গেল, ভোলানাথবাবু নিম্নতলের বৈঠকখানায় গমন করিলেন, ননিলাল ভোলানাথবাবুর সহিত গমন করিল।

ভোলানাথবাবু গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র ভৃত্য পায়ের জুতা খুলিয়া লইল। বাবু ফরাসে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন,—"এস মাষ্টার, তোমার সহিত আজও ভাল করিয়া আলাপ করা হয় নাই। আজ একটু আলাপ করি। কাল হইতে তুমি উপরে যাইয়া হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়ো।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ননিলাল ফরাসে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে তখন আরও তিন-চারিজন ভদ্রলোক আসিয়া বসিয়াছিলেন।

ভৃত্য চা লইয়া আসিল। বাবু পান করিলেন, পার্শ্বের ভদ্রলোক কয়জনও পান করিলেন। চা'র পাত্র লইয়া ননিলাল উঠিয়া গিয়া পান করিয়া আসিল।

এই সময় একটী ভদ্রলোক আসিয়া নিম্নতল হইতে "পাঁচকড়ি" বলিয়া ডাক দিল।

পাঁচকড়ি প্রধান ভৃত্যের নাম।

পাঁচকড়ি উত্তর দিল। যিনি ডাকিয়াছিলেন, তিনি আর্য্যকুমারের সঙ্গীত-শিক্ষক—দেবদাসবাবু।

পাঁচকড়ি উত্তর দিয়া বলিল, "আসুন গোসাই উপরে আসুন।"

সঙ্গীত-শিক্ষক উপরে যাইতেছিলেন, ভোলানাথবাবু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, মাষ্টার নাকি?

দে। আজ্ঞে হাঁ, মহাশয়।

ভো। এদিকে আসুন।

দেবদাসবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

ননিলাল দেখিল, সুন্দর সাজে সজ্জিত একটী যুবক। তাহার গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে পম্পসু, পরিধানের কাপড়খানি সুন্দর ভাবে কোচান। বুক-পকেটে ঘড়ী, হাতে ছড়ি, চোখে চশমা। মাথার চুল সম্মুখেরদিকে লম্বা তাহাতে টেড়ীকাটা। পশ্চাৎদিকের চুল অতিশয় ছোট করিয়া কাটা। দাড়ীগুলি ফ্রেঞ্চকাটে কাটা, পকেটে রুমাল—গায়ে বিলাতী এসেন্সের সুগন্ধ—ভরভর করিতেছে।

দেবদাসবাবু গৃহ প্রবেশ করিলে ভোলানাথবাবু বলিলেন,—আপনার ছাত্র কেমন অভ্যাস করিতেছে?"

দেবদাসবাবু গোলাপীরঙের একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ভারি প্রতিভা। কালে একটা মানুষ হইবে। দেখুন ত উহাকে কি করিয়া তুলি।"

ননিলাল হাঁ করিয়া, সঙ্গীত-শিক্ষকের রূপ দেখিতেছিল। তার পরে তাঁহার দাঁড়াইবার ভঙ্গি, হাসির কায়দা আর কথার ভাব—দেখিয়া শুনিয়া ননি বুঝিল, লেখাপড়ার চেয়েও যেন গানের গর্ব্ব অধিক! ইনি গান শিখাইয়া আর্য্যকে উন্নত করিবেন– মানুষের মত মানুষ করিয়া দিবেন। ননিলালের ধারণা ছিল গান-বাজনা শিখিলে, উহাতে মত্ত হইলে, ছেলেদের লেখাপড়া ভাল হয় না। বিশেষতঃ ছেলেদের ওদিকে মাথা দিতে দিলে বিগড়াইয়া যায় এই সৎ হইবার আশা থাকে না। আর্য্যকুমারের যে সে দোষ ধীরে ধীরে—

অঙ্গে অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে না, তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। আর্য্যকুমার গান লইয়া সময় কাটাইতে যেমন ভালবাসে, লেখাপড়ায় তেমন নহে।

ননি যে কথা ভাবে, সে হয় ত, পল্লীতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া—সহরের বর্ত্তমান শিক্ষা পায় নাই বলিয়া। আমরা জানি, থিয়েটার আজকাল কলিকাতার বাবু মহাশয়দিগের স্ত্রী-পুত্রাদির শিক্ষার আদর্শ-আগার! অভিনেতা-অভিনেত্রীকুলের হাব-ভাবময়ী মূর্ত্তির প্রতিকৃতি পুস্তকে ও সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের বালক ও তাঁহাদের কন্যা ভগ্নী দর্শন করিতেছে। ননি বোধ হয় তাহা জানিত না, তবে সহরে থাকিতে হইলে ক্রমেই জানিয়া লইবে।

ননি এইরূপ কি ভাবিতেছিল, ভোলানাথবাবু বলিলেন,—"ইনি আর্য্যের গৃহশিক্ষক। আপনার সহিত আলাপ হয় নাই?"

ঈষৎ উদাস, ঈষৎ অবজ্ঞা, ঈষৎ গম্ভীরভাবে এবং ঈষৎ মধুর হাসির একটু রঙ ফলাইয়া, ঈষৎ বক্র চাহনিতে ননির মুখের দিকে চাহিয়া, দেবদাসবাবু বলিলেন,—"নমস্কার মশাই।"

প্রতিনমস্কার করিয়া, ননি বিনীতভাবে বলিল,—"আপনার সহিত আলাপে আপ্যায়িত হইলাম।"

দেবদাসবাবু মৃদু একটু হাসিলেন, সে কথায় কোন উত্তর করা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলেন না। তারপরে তিনি সগর্ব্বে উপরে যাইতেছিলেন, ভোলানাথবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এঁর নাম ননিবাবু। ননিবাবু মোটে গান বাজনা জানেন না।"

দেবদাসবাবু যেন চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। যেন তাঁহার মনে হইল, "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং"—মানুষে বিশেষতঃ ভদ্র নামধারী ব্যক্তি গান বাজনা জানে না! ইহা হইতেই পারে না। অন্ততঃ

মুখের ভঙ্গিতে সেইরূপ দেখাইয়া, মৃদু হাসিয়া দেবদাসবাবু বলিলেন—"দুঃখের কথা। শাস্ত্রে আছে, "সঙ্গীত-সাহিত্যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি পশু।" তা কেবল বুঝি হারমোনিয়মটা বাজাইতে জানেন ?"

ননি বলিল,—"না মহাশয় তাহাও না।"

আরও আশ্চর্য্য, আরও দুঃখিত, আরও ব্যথিত হইয়া দেবদাস বাবু বলিলেন,—"তবে ?"

ন। তবে আর কি! পল্লিগ্রামে শিক্ষা দীক্ষা, ওসব কিছুই জানা নাই।

দেব। পল্লিগ্রামে! কেন, সেদিন আমাদের থিয়েটারে ড্রামেটিক মাষ্টার যখন লেকচার দেন, তখন ভারতের সম্পদ ও ভবিষ্যৎ আশার কথা বলিতে বলিতে বলিতেছিলেন, এখন পল্লিতে বালকেরা ক্লাব করিয়াছে, থিয়েটার করিতেছে—গান বাজনা ও বক্তৃতা শিক্ষা করিতেছে। নৃত্য-কলাতেও চূড়ান্ত শিক্ষালাভ করিতেছে। কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে হইয়া উঠিল।

ন। সে হয় ত আমাদের গ্রামের চেয়েও উন্নত পল্লিতে।

দেব। পল্লিরও আবার উন্নত অবনত আছে নাকি ? চোরের মধ্যেই ও মশাই আছেন ?

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সে কথায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বয়ং ভোলানাথবাবুও হাসিলেন। সে হাসিতে দেবদাসবাবু উৎফুল্ল হইলেন। গর্ব্বিত পদক্ষেপে গৃহের বাহির হইয়া উপরে চলিয়া গেলেন, এবং ননিলাল অপ্রতিভের মন্দীভূত হাসি কলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমত

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ননিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের দেশ কোথায় বাপু?"

ন। * * * জেলায় চাঁদের হাট গ্রামে।

প্রৌ। সে কি খুব ক্ষুদ্র পল্লি?

ন। আজ্ঞা হাঁ।

প্রৌ। সেখানে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে? না গ্যাসের আলো জ্বলে?

ন। আজ্ঞে না—কোন আলোই জ্বলে না। ক্রাসিনের ডিবায় কৃষক পাড়ায় রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আলোক দেয়। ভদ্র-লোকের বাড়ী কোথায়ও ক্রাসিন জ্বলে, কোথায়ও মৃৎ প্রদীপে রেড়ির তেল পোড়ে, তাহার সময় রাত্রি নয়টা বা দশটা পর্য্যন্ত

প্রৌ। তারপর?

ন। তারপর সব একাকার। জ্যোৎস্না রাত্রে জ্যোৎস্নার কোলে এবং অন্ধকার রাত্রে অন্ধকারের তলে, ধনী দরিদ্রের প্রাসাদ কুটীর একাকারে সুপ্ত থাকে।

প্রৌ। কি ভয়ানক। এ যে অসম্ভব কথা! সেখানে লোকে বাঁচে কি করিয়া! তবে কি জলের কলও নাই?

ন। জলের কল নাই—

প্রৌ। মানুষের চলে কি করিয়া?

ন। পুকুরের জল, নদীর জল, পাতকুয়ার জল,—কিন্তু গ্রীষ্মকালে সর্ব্বত্র তাহাও থাকে না তখন স্থানে স্থানে জলের কষ্টও উপস্থিত হয়।

প্রৌ। আমাদের এই মাতৃ-ভূমে—এই বঙ্গে ?

পার্শ্বোপবিষ্ট আর একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মতিভায়া কি কখনও পল্লিতে যাও নাই ?"

প্রৌ। যাব না কেন, একবার বর্দ্ধমান গেছিলুম।

ভ। নিজ বর্দ্ধমানে ?

প্রৌ। হাঁ। ভাবিয়াছিলাম, পল্লির উহাই পরিসমাপ্তি। আমি যে নূতন নভেলখানা লিখিয়াছি।——

ভ। ও, তোমার পল্লি চিত্র।

প্রৌ। হাঁ হাঁ—সেই যে সম্পাদকগণ উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি পল্লির ত আমি কোন খোঁজই রাখি না।

ভ। খবরের কাগজের প্রশংসা—ও ছেড়ে দাও। তুমিও এক-খানা খবরের কাগজের সম্পাদক—চিঠি লিখিয়া বই পাঠাইয়াছ, কাজেই প্রশংসা না করিয়া থাকে কেমন করিয়া। তারা কি আর বই পড়িয়া সমালচনা করে। না বেদ-বেদন্তাদি যত বইয়ের সমালচনা করে তাতে তাদের কিছুমাত্র অধিকার আছে।

প্রৌ। যাক মাষ্টার মশাই, পল্লির মানুষ দেখিতে কি এক অদ্ভুত রকমের ?

ন। কি অদ্ভুত রকমের ! আমরা ত পল্লির লোক ?

প্রৌ। তোমরা শিক্ষিত।

আর একজন বলিলেন,—"তবু বোঝা যায় যে মাষ্টার মশাই পাড়াগেঁয়ে।"

সকলেই ননির মুখের দিকে চাহিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ওরফে মতিবাবু বলিলেন,—"তা ঠিক বলেছেন। মাষ্টার মশায়ের ধরণ পরিচ্ছদ ভাব ভঙ্গি যেন কিছু সাধারণ।"

ভ। সাধারণ কি প্রকার ?

ম। যেন কেমন কেমন। দেখিতে ভাল নয়—অগোছান। মাথার চুল লম্বা লম্বা ইত্যাদি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ননি অপ্রতিভ হইল।

হাসির বেগ প্রশমিত হইলে মতিবাবু বলিলেন,—"মাষ্টার মোশাই অপরাধ লইবেন না। কথার উপরে কথা পড়িয়া গিয়াছে। জানেন কি, আপনি ইয়ংম্যান,—শিক্ষিত। আপনার একটু ছিম্‌ছিমে থাকা উচিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধক। তবে পাড়াগেঁয়ে লোক আপনারা, সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য নাই যাক, মনে কিছু করিবেন না। আপনাদের পাড়াগাঁয়ে সাধারণের ধর্ম্মমত কি ?"

ননি গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"ধর্ম্মমত কি এক রকম আছে! যাঁহারা ব্রাহ্মণ তাঁহারা সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, শিবপূজা, নারায়ণপূজা করেন। কায়স্থাদি উচ্চজাতিগণও ঐরূপ করেন, ইতর শূদ্রগণ কেহ মালা জপে, কেহ পূজা-পার্ব্বণে যোগ দেয়। ছেলে মেয়ের অন্ন-প্রাশন বিবাহে লোকজন খাওয়ায়। সঙ্গতিশালী ব্যক্তি মাত্রেরই দোল-দুর্গোৎসব হয়। এই গেল, হিন্দুর বাড়ী। মুসলমানেরা নামাজ পড়ে—মহরম-ইদ প্রভৃতি করে, আর আপন আপন ছেলে মেয়ের বিবাহে কুটুম্ব-সাক্ষাৎ খাওয়ায়।"

মতিবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ইহাই ধর্ম্ম-জীবনের পরিসমাপ্তি ?"

ভোলানাথবাবু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর কি করিতে বল, মতিদা ?

ম। বাস্তবিক কি ইহাই ধর্ম্ম ?

ভো। তবে কি ?

ম। ইহা সকাম ধর্ম্ম।

তো। নিষ্কাম ধর্ম্ম কি?

ম। সে অনেক কথা। সম্প্রতি আমি নিষ্কাম ধর্ম্ম নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ লিখিব ঠিক করিয়াছি তাহাতে ধর্ম্মের রূপ অতি স্ফুটতর ভাবেই প্রকাশিত হইবে।

তো। সে যখন প্রকাশ হবে, তখন পড়িব—আপততঃ একটু বলই না।

ম। দেখুন, সকল কথা মৌখিক বলা পোষায় না, তবে আমি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি, জগতে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে তবে সে * * ধর্ম্ম—অপরগুলি সব উপধর্ম্ম।

তো। এ কথা কি ঠিক হইল?

ম। কেন হইল না?

তো। একজন ক্ষুদ্র মানবের বুদ্ধিতে কোন ধর্ম্ম ভাল, কোন ধর্ম্ম মন্দ তাহা স্থির করা যায় না বা করিতেও নাই। হিন্দু বলিয়াছেন, যে যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে—তাহার সেই ধর্ম্ম পালন করাই কর্ত্তব্য। এখানে গুণ ও ধর্ম্ম বোধ হয়, একার্থ বাচক হইয়াছে?

ম। উহা অতি অশ্রদ্ধের কথা।

তো। কথাটার মূল্য কত, হয়ত ভাবিয়া দেখ নাই বলিয়া ধাঁ করিয়া একটা উত্তর করিয়া ফেলিলে।

ম। অনেক ভাবিয়াছি—সকল হিন্দুই প্রায় ঐ কথা বলে। কিন্তু কেন বলে, জান কি?

তো। না।

ম। হিন্দু ধর্ম্মটা অত্যন্ত দোষপূর্ণ। তাই বলে, সদোষ স্বধর্ম্মও ভাল, সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম দোষাবহ। কেন না, তাহাদের এই কথায়

কোন হিন্দুই নিজের দোষযুক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না।

ভো। না ভায়া, হিন্দু সেভাবে ও কথা প্রয়োগ করেন নাই। সমগ্র ধর্ম্মীর জন্তে ঐ কথা বলিয়াছেন—কেবল হিন্দুর জন্তে বলেন নাই, এই স্থানেই হিন্দুর দূরদর্শিতা ও মাহাত্ম্য। গো বংশে জন্মিয়া গরু যদি মহিষের আচার-ব্যবহার করিতে যায়, কখনই তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এখানে ধর্ম্ম অর্থে আচার।

ম। তুমিও গোঁড়া হিন্দুর মত তর্ক কর ?

ভো। আমি [illegible] খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, ব্রাহ্ম বা কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করি না। [illegible]বা গোঁড়ামি ভালবাসি না। তবে হিন্দুবংশে জন্মিয়াছি। হিন্দুধর্ম্ম ভালবাসি। আমার বিশ্বাস—স্ত্রীলোককে পুরুষের মত শিক্ষা দিলে, মেথরকে ব্রাহ্মণের মত ধর্ম্মমতে চলিতে-দিলে, তাহারা তাহা পারে না। তবে ক্রমে শিক্ষায় উন্নত হইতে পারে, জন্মের পর জন্মান্তরে মেথর ব্রাহ্মণ হইতে পারে।

ম। ব্রাহ্মণ কি তবে চিরদিনই ব্রাহ্মণ থাকিয়া যাইবে ?

ভো। যাহার উন্নতি আছে, তাহার পতনও আছে। ব্রাহ্মণও মেথর হইতে পারে। উন্নতির চেয়ে সব বিষয়েরই পতন যেমন শীঘ্র হয়, ইহাতেও তাহাই হয়। তবে চেষ্টায় একজন্মেও সব হইতে পারে। হিন্দুও সে কথা জানেন।

ম। তুমি * * ধর্ম্মের তত্ত্ব দিনকতক আলোচনা কর।

ভো। না ভায়া, আমি হিন্দুকুলে জন্মিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মই আমার প্রতিপাল্য। তবে আমি কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করি না।

আরও অনেক কথা হইল, মনি মনে মনে অনেক কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, ভোলানাথবাবুর আচার ব্যবহার

দেখিয়া উহাঁকে কখনই হিন্দু বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু কথায় ত জ্ঞান হইতেছে, উনি গোঁড়া হিন্দু। আর যখন কাপড় চোপড় ও বেশ বিন্যাসাদির কথা হইল, তখন অমন "বাবু মেজাজী" হইলেন কেন? ছেলে মেয়েদের শিক্ষাও কি হিন্দুজনোচিত? ঐ যে উপরে হারমোনিয়মের সুরের সহিত বালক পুত্রের কণ্ঠস্বর উঠিয়া আকাশপানে চালিত হইতেছে, ইহাও কি হিন্দুমত! তবে—সহরে শিক্ষা হয়ত এইরূপেই দিতে হয়!

ক্রমে সময় হইল। পার্শ্বের ঘড়ীতে টং টং করিয়া আটটা বাজিল, উপরের হারমোনিয়মও নিস্তব্ধ হইল। পাঁচ মিনিট পরে সঙ্গীত শিক্ষক নামিয়া চলিয়া গেলেন, ননি তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠিয়া উপরে গেল। তখন আর্য্যকুমারের পাঠ হইবে।

তখনও ভোলানাথ বাবুদের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা চলিতেছিল, ছাত্রের শিক্ষার সময় হওয়ায় ননিকে উঠিয়া যাইতে হইল, সুতরাং আর শোনা হইল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পরিবর্ত্তন

নানা চিন্তায়, নানাভাবে, নানা উৎকণ্ঠায়, ননিলালের দিন কাটিতে লাগিল। সকল চিন্তা, সকল ভাব, এবং উৎকণ্ঠায় ধারণা প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নাই। যাহা প্রয়োজন, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

ননিলালের এক চিন্তা—সে পাড়াগেঁয়ে; পাড়াগেঁয়ে লোকের মত তাহার বেশ-ভূষা, তজ্জন্য সহরের বাবুরা তাহাকে অমর্য্যাদা

করে! তবে কি সে বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন করিবে? মাথার চুল কাটিয়া সম্মুখের দিকে লম্বা আর পশ্চাৎদিকে ছোট করিবে, চক্ষুতে কি অন্ততঃ এক জোড়া আট আনা দামের নীল চসমা লাগাইবে, হাতে কি এক গাছি তৃণসদৃশ ক্ষীণ যষ্টি যখন তখন লইয়া ফিরিবে। কাপড় চোপড় কি সদা কোঁচান—সদা ধৌত ব্যবহার করিবে? তাহাতে কি মানুষের মর্য্যাদা বাড়ে?

ননির এ চিন্তার শেষ হইত না—এ চিন্তার মীমাংসা হইত না! সে শুনিয়াছে মানুষের মর্য্যাদা বাড়ে গুণে। গুণ কি? সত্য, বিনয়, বিদ্যা, সদেশ-হিতৈষীণা প্রভৃতি। ঘড়ী ছড়ি টেড়ী চসমা প্রভৃতিতে মর্য্যাদা বাড়িবে কেন? তবে কি তাহার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই?

আছে বৈ কি! নতুবা যে সমাজে সে গতায়াত করিতেছে তাহারা যে পসন্দ করে না। কখনও কখনও মনে হইত—নাইবা করিল। তাহাদের সহিত সম্বন্ধ কয়টী রজত-মুদ্রার! ছেলে পড়ানর বিনিময়ে কয়টী রজত মুদ্রা প্রদান করিবে, বেতনের এক পয়সাও 'ত অমনি দিবে না। তবে তাহাদের জন্য অত কেন? আর সেরূপ করিতে পয়সাও চাই! পয়সা কোথায়? মা ও স্ত্রীর জন্যে মাসে যাহা পাঠান হয়, ওরূপে বাবুগিরি করিতে গেলে তাহা আর পাঠান হয় না। তাহারা খাবে কি? অতএব মীমাংসা করিত—বাবুগিরির জন্য ফ্যাসানের জন্য কখনই মাতা ও স্ত্রীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়া হইবে না। কিন্তু সে মীমাংসা বজায় থাকিত না।

ননিলাল যখন ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতে যাতায়াত করিত, তখন প্রায়ই পার্শ্বের গৃহে প্রলম্বিত পর্দ্দান্তরালে একটী সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইত, প্রায়ই সে সুন্দরীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নের

দৃষ্টি তাহার পাড়াগেঁয়ে এলোথেলো বেশ-ভূষার উপরে পতিত হইত!

তিনি কি ভাবেন! তিনি যদি মনে মনে ননিকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া ভাবেন, তবে ত ননির বাঁচিয়া কোন লাভ নাই। তবেই ত বেশভূষার একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু বেশভূষা ভাল করিতে গেলে বাড়ীতে আর কিছুই পাঠান হয় না। বাড়ীতে না পাঠাইলে তাহারা খাইবে কি!

অতঃপর ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইল এই যে, যাঁহাতে পয়সা ব্যয় নাই, অথচ একটু সভ্যভব্য হওয়া যায়, এমন করিলে দোষ কি!

প্রথমে চুলকাটা! সমান করিয়া চুল কাটিতেও যে দক্ষিণে ছোট বড় করিয়া কাটিতেও তাই। অতএব ননি ঘাড়ের দিকে ছোট আর সামনের দিকে বড় করিয়া চুল কাটিয়া লইল।

মেসের সঙ্গিগণ যখন তাহা দেখিয়া হাসিয়া বিদ্রূপ করিল, তখন সে কৈফিয়ৎ দিল—"পরামাণিক ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছে।" ক্রমে দাড়ি রাখিয়া ফ্রেঞ্চ কাটে ছাটা হইল।

তারপরে ধীরে ধীরে, মাসে মাসে, মা ও স্ত্রীর জন্ত যে টাকা পাঠান হইত, তাহা কমিতে লাগিল। কেননা তখনকার বুদ্ধিতে দাঁড়াইয়াছিল যে, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া না থাকিতে পারিলে তথায় রোজগার হইবে না! অতএব কাপড় খানা চোপড় খানা চাই।

ভাব-বিপর্য্যয় ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইতেছিল যে,—ননিলাল এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় শীঘ্র স্নান করিয়া উঠিতে পারে না। কল-তলায় স্নানার্থে বসিয়া অন্ততঃ দুইঘণ্টা গাত্র মার্জ্জনাদি না করিলে পোষায় না। তৎপরে মস্তকের কেশের পারিপাট্য শ্মশ্রুগুম্ফের

বিন্যাস প্রভৃতি কার্য্যে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। এতদিন পরে ননির জামার পকেটে রুমাল উঠিয়াছে—রুমালে সুগন্ধি দ্রব্যের ছিটা ফোঁটাও যে নাই, তাহাও নহে। ফল কথা ননিলাল অঙ্গ-প্রসাধনে দিবসের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত করিতে লাগিল্। মেসের বান্ধবেরা এ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে, জানাইয়া দিত সাহের এরূপ না দেখিলে বকেন। তিনি "ময়লা আদমী" দেখিতে পারেন না।

এখন উৎকণ্ঠা কিসের? এইবার এক বিষম সমস্যা—কি বলিয়া বুঝাইব কিসের উৎকণ্ঠা। যাহা বলিব,—তাহার হয়ত সেরূপ কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাইতে পারিব না—তখন পাঠক পাঠিকার "জেরায়" আমায় "নাস্তা-নাবুদ হইতে হইবে।

ননিলাল আর্য্যকুমারের সঙ্গীত-শিক্ষক দেবদাসবাবুর নিকটে হারমোনিয়ম বাজাইতে শিক্ষা করিতেছিল। সেদিন যখন দেবদাস-বাবু মুদিত নয়নে একটা গাহিতেছিলেন আর ননিলাল হারমোনিয়মে বেলো করিতেছিল,—তখন আর্য্যকুমার হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল।

ননিলাল ছাত্রের হাসি দেখিয়া বেলো করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—"হাসিস্ যে?"

আর্য্য। কে না হাসে?

ন। কেন হাস্‌ছিস্ বল্ না।

আর্য্য। দিদির কথায়।

ননিলালের বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ডটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। মনে হইল বুঝি——

"নাম পরতাপে যাবে ঐ মন করিল গো——
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"

অনেক কষ্টে বক্ষঃস্পন্দন প্রশমিত করিয়া, ননিলাল জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার দিদি কি বলিলেন ?"

আর্য্য। আপনার প্রশংসা করিলেন।

সঙ্গীত-শিক্ষক, দেবদাসবাবুর মাথায় যেন লৌহপিণ্ড পতিত হইল। গান বন্ধ করিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কাহাকে প্রশংসা করিলেন ?"

আর্য্য। স্তারকে।

দেব। মিছে কথা।

আ। না মাষ্টার মশায়—মিছে নয় সত্যি। দিদি স্তারের পক্ষপাতী, আর তাইতে ত আমি হাসি চাপিতে পারি নাই।

দেবদাস বাবুর মুখ গম্ভীর এবং ননির মুখ প্রফুল্ল হইল।

গম্ভীরমুখে বিকৃত-কণ্ঠে দেবদাসবাবু বলিলেন,—"তোমার দিদি লেখাপড়ায় এবং গান-বাজনায় উভয়তেই সুপণ্ডিতা। তিনি স্তারের কোন্ গুণে প্রশংসা করেন ?"

আর্য্যকুমার হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দিদি পাগল। বোলছিল স্তারের হাত বড় মিষ্টি, এখনও হারমোনিয়ম বাজাইতে শেখেন নাই,—তবু কেমন মিষ্টি লাগিতেছে।"

ননিলাল বলিল,—"ঠাট্টা করিয়াছেন।"

দেবদাসবাবু চেয়ারের উপরে একটু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তাই ঠিক! নতুবা হারমোনিয়ম বাজানর আবার হাত মিষ্টি কিগো!"

আর্য্যকুমার বলিল,—"না ঠাট্টা নয়! দিদি আপনার ভারি প্রশংসা করে, 'ললিতা' কাগজে আপনি কবিতা লেখেন ?"

ন। হাঁ, মধ্যে মধ্যে লিখি ?

আ। দিদি তাই পড়ে—আর আপনার প্রশংসা করে।

দেবদাসবাবু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে বলিলেন,—"কবিতা—,"

আর্য্যকুমার বলিল,—"হাঁ, আমার দিদিও বেশ কবিতা লেখে।"

দেবদাস পূর্ব্বভাবেই বলিলেন,—"বর্ত্তমান নর-নারীর মধ্যে ও একটা সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ দাঁড়াইয়াছে।"

ননিলাল ব্যগ্রোত্তেজিত ভাবে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার দিদি কবিতা লেখেন? কি কাগজে প্রকাশ হয়?"

আর্য্য। অনেক কাগজেই তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ হয় ললিতাতেও থাকে।

ন। তোমার দিদির নাম?

আ। উষাবালা।

ন। ওঃ—আ'জ কা'লিকার স্ত্রীলোকদের মধ্যে তিনি ত সর্ব্বজন পরিচিতা। তিনি আমার অকিঞ্চিৎকর কবিতার প্রশংসা করেন—ইহা আমার পরম সৌভাগ্য।

দেবদাসবাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তি, কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য, কিঞ্চিৎ হিংসার স্বরে বলিলেন—"সৌভাগ্য আপনার নিশ্চয়ই! নহিলে হায়-মোনিয়মের বেলো করিয়া তাহার কানে মাধুর্য্য-রসের অবতারণা করিতে পারেন।"

ইহা এক দিনের ঘটনা। মধ্যে মধ্যে এই প্রকার এক-আধটা ঘটনা ঘটিত, এবং সেই সকল ঘটনা পরম্পরায় ননিলালকে উৎকণ্ঠায় নিপতিত করিয়া রাখিত। সে উৎকণ্ঠা প্রথম অনুরাগের পরীক্ষি সন্দেহ ভালবাসে কি না!

ফল কথা, ননির দিন নানা ভাবে সুখে-দুঃখে উৎসাহ-অবসাদে কাটিয়া যাইতে লাগিল, তাহার ফলে বাড়ীতে যে টাকা পাঠাইত

ঠিক মাসে মাসে আর তাহা পাঠাইতে পারে না। প্রথম প্রথম এক মাস অন্তর, তারপরে দুই মাস অন্তর এবং বর্তমানে তিন চারি মাস অন্তর বাড়ীতে টাকা পাঠাইতে লাগিল। মাতা ও পত্নীর জন্য মাসে মাসে যাহা যাইত, তাহা ব্যসনে ব্যয়িত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কৌশল-জাল

ননিলাল যখন প্রাণপুরূপে কলিকাতার 'সোনাজলে' ডুবিয়া ডুবিয়া মরিতেছিল, তখন তাহার বাড়ীতে অনেক ঘটনা ঘটিতেছিল। সে যখন কবিতা-রচয়িত্রী প্রেমপূর্ণ-হৃদয়া নব-রস-রসিকার একটু তরল অনুগ্রহ-দৃষ্টির লালসায় নিত্য নূতন নূতন ব্যসনে বিনিযুক্ত ছিল, তখন তাহার জন্মভূমি ক্ষুদ্র পল্লীতলে পড়িয়া দুইটি রমণী বহুবিধ ঘটনাচক্রে ঘুরিতেছিল। আর একটী নর-পিশাচ তাহাদিগকে ছলনাজালে পাতিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল।

সে কথা এখন একটু বলিব।

ননিলাল কলিকাতায় যাইবার কয়েক দিবস পরেই হীরালাল ননির মাতার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল।

তখন বিকাল বেলা। সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না।

হীরালাল আসিয়া হন হন করিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পরে ননির মাতাকে ডাকিল।

তখন শাশুড়ী বৌয়ে গৃহমধ্যে কি একটা কাজে ব্যাপৃতা ছিলেন। হীরালালের আহ্বানে শাশুড়ী বাহিরে আসিলেন।

হীরালাল একবার তীব্র দৃষ্টিতে গৃহপানে চাহিয়া, তার পরে বলিল,—"আপনি যে সকল লোকের নিকট খাজনার টাকা পাওনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রায় তত টাকা বাকী অস্বীকার করে।"

ননির মাতা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"না বাবা! তাদের কথা শুনিও না। যার কাছে যা বাকী আছে, লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই ঠিক। যে প্রজায় যখন যা দেয়, তখনই আমি বৌমাকে তাই বলি, বৌমা লিখিয়া রাখেন।"

হী। তাঁর ত ভুল হইতে পারে।

ন-মা। না বাবা, বৌমা বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন—তাঁর ভুল হয় না।

হী। তা হোক,—প্রজা বেটারা অস্বীকার করে করুক, আমি আদায় না করিয়া ছাড়িব না। আমি কি আর যে সে লোক যে, আমার নিকটে চালাকি করিয়া কাটাইয়া যাইবে।

ন-মা। তা কি আর আমি জানি না! তবে কি জান বাবা! আমাদের বড় অভাব হইয়াছে—

কথার অসমাপ্তি অবস্থাতেই হীরালাল বলিল,—"কিসের অভাব খুড়ীমা ঠাকুরুণ;—আমি ত আছি। যখন যাহার অভাব হইবে, আমাকে বলিবেন—সে কথা ত আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দশ টাকার একখানা নোট আমার নিকটে আছে, আজ তাই রাখুন—এর দ্বারায় যে কয়দিন চলে চলুক, তার পরে আবার দিব।"

ন-মা। না বাবা! কর্জ্জ করাকে আমরা বড় ডরাই! উপোস দিয়ে থাকি, তবু ধারকর্জ্জের দিকে যাইনা।

হী। ও কি আর কর্জ্জ।

ন-মা। তবে দিলে কেন ?

হী। খাজনা আদায় ক'রে পাছে আমি কেটে নিব।

ন-মা। তবে ভাল বাবা, তবে ভাল। আমাদের শাশুড়ি বৌয়ের এতেই প্রায় একমাস কেটে যাবে। আর এর মধ্যে ননিও কিছু পাঠাবে।

হী। ননি আগে মাসে মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাত, এখন পাঠায় না কেন ?

ন-মা। তার বোধ হয় মাইনে পেতে, এখন গোণ হয়।

হী। গোণ হ'লেও ত মাসের একটা নির্ণীত সময়ে টাকা পায়, আর নির্ণীত সময়ে টাকা পাঠাইতে পারে।

ন-মা। তবে বোধ হয়, টাকা দিতে ঐ রকম অসময় করিয়া ফেলে।

হী। সময়েরই নয় গোলযোগ করে, মাহিনের ত একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে ?

ন-মা। তা আছে বৈ কি!

হী। তবে সকল মাসে সমান টাকা পাঠায় না কেন ?

ন-মা। বাছার আমার মাইনে কম —খেয়ে-দেয়ে যে মাসে যেমন থাকে সেই মাসে সেইরূপ পাঠায়।

হী। ওপাড়ার প্রবোধ কলিকাতায় গেছিল।

ন-মা। ননির সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছিল কি ?

হী। হাঁ। হ'য়েছিল।

ন-মা। ননি আমার ভাল আছে ত ?

হী। ভাল আছে তবে,—

ন-মা। তবে কি বাবা! সে যে আমার অন্ধের নড়ি। বল বাবা—তার কি হ'য়েছে ?

হী। না না, অন্য কিছু হয় নাই। বোধ হয় চরিত্র একটু বিগ্‌ড়েছে।

ন-মা। সে কি? তার চরিত্র যে দেবতুল্য—

হী। তাই ছিল—

ন-মা। এখন সে কি করে? কোন নেশা-টেশা করে? বেশ্যালয়ে যায়?

হী। না—এখনও তা' কেউ জান্‌তে পারিনি। তবে তার মেসের বন্ধুগণ সেইরূপ আশঙ্কা করে।

ন-মা। সে আশঙ্কা কিসে করে?

হী। হঠাৎ তার পোষাক-পরিচ্ছদ কিছু উঁচু হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল সর্ব্বদাই বাবুগিরি—বাবুগিরির উপরেই থাকে।

ন-মা। বালাই,—এর জন্যে চরিত্র খারাপ ব'লে ঠিক করা যায় কিসে? এখন বয়সকাল, এ সময় একটু ফিটফাট থাকা মানুষের স্বভাব, মানুষে এ ক'রে থাকে। ননি আমার অতি সৎ ছেলে।

হী। ননি বৌঠাকুরণকে কি তেমন ভালবাসে না খুড়িমা-ঠাকুরণ?

ন-মা। সে কি হীরু! ওসব কথা তুমি কেন ব'লছ? বৌমাকে সে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে।

হী। বলিব—আজ থাক, আর একদিন বলিব। আজ একটু ব্যস্ত আছি—এখন চলিলাম।

হীরালাল আর দাঁড়াইল না, সে তখনই চলিয়া গেল।

হীরালাল যখন চলিয়া গেল, তখন শাশুড়ী-বধূ একত্র হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চরিত্রানুমান

শ্বাশুড়ী-বৌয়ে গৃহমধ্যে বসিয়া হীরালাল যে সংবাদ প্রদান করিয়া গেল, তাহার মীমাংসা করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় 'নিযুক্ত হইলেন।

শাশুড়ী বলিলেন,—"কি জানি মা! হীরু যা ব'লে গেল, শুনে ভয়ও হয়।"

ম্লানমুখে বধূ বলিল,—"কিসের ভয় মা?"

শা। কলিকাতা যায়গা যে ভাল নয়।

ব। মন্দ কিসে মা,—সেখানে ত আজকাল সকল দেশের লোক চাকুরী করিতেছে—ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছে।

শা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!

ব। বালাই,—তোমার অদৃষ্ট মন্দ হবে কেন মা? তোমার ছেলে অসৎ নয়।

শা। তবে হীরু অমন কথা বলিল কেন?

ব। কৈ, না,—হীরু ত তাঁর চরিত্রে কোন দোষারোপ করে নাই। তবে বাবুগিরি করিতেছেন—ইহাতেই লোকে সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু বাবুগিরি করিলেই কি চরিত্র খারাপ সহর যায়গায় থাকা পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিয়া থাকি কাজেই একটু ভদ্রলোকের মত থাকা আবশ্যক। তাতে দোষ হইয়াছে?

শাশুড়ী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিলেন। নীরবে নিস্তব্ধে অনেকক্ষ চিন্তা করিলেন। তারপরে প্রসন্নমুখে বলিলেন,—"না বউমা নি

আমার কোন দোষে দোষী নয়,—মা'রপ্রাণ, সামান্য আশঙ্কা বিচলিত হয়।"

ব। তাই—

শা। আর এক কথা—

ব। কি মা!

শা। মতিদাস হাটে যাবে,—তার কাছে তোমার একজোড়া কাপড় আনিতে দিয়া আসি। তোমার একেবারে কাপড় নেই!

ব। তোমারও ত নাই মা!

শা। মোটে দশ টাকা পুঁজি—এর মধ্যে আবার আমার কাপড় আনিতে দিলে খাব কি?

ব। আমার একখানা আর তোমার একখানা আনিতে দাও।

শা। তোমার যে মোটে নাই মা। একখানাতে কি হবে?

ব। আপাততঃ দুই শাশুড়ী-বৌয়ের দুখানা আসুক—কলিকাতা হইতে টাকা আসিলে আবার আনাইলেই হইবে।

শা। তবে যাই মা সন্ধ্যা হয়ে এল—এর পর সে চলে যা কিছু চা'ল ডা'ল ও তরকারী আনাইবার ব্যবস্থাও করিয়া আসি।

ব। হুঁ।

শাশুড়ী চলিয়া গেলেন। তখন বধূ সেখানে পা ছড়াইয়া ব চিন্তা করিতে লাগিল। বর্ষাচ্ছন্ন শ্রাবণের দিবসের মত সে মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—"সত্যই কি তিনি চ হারাইতে বসিয়াছেন! আমি শাশুড়ীকে প্রবোধ দিলাম, কো নাই—চিন্তা নাই; তিনি কেন চরিত্র হারাইবেন? কিন্তু—

কিন্তু আবার ছি ছাই; তিনি দেবতা—আমার দেব

মার হৃদয়ের দেবতা—দেবতার দোষ, ভাবনা করা কি উচিৎ?
ছি! আমি বড় দুর্ব্বলহৃদয়া। কিন্তু—

আবার কিন্তু কি? সত্যই কি তিনি অসম্ভাবিত বাবুগিরি লইয়া থাকেন? তিনি যে আগে ও সকলের একেবারে বিপক্ষে ছিলেন। ২ এ পরিবর্ত্তন কেন হইল? কিসের জন্ম হইল?

আগে অভাগীর পত্রের উত্তর দিতে একদিনও বিলম্ব করিতেন —এখন দুই তিনখানা পত্র না গেলে আর একখানার উত্তর ন না। কেন এমন হইল—কিসের জন্ম এমন হইল?

আগে মাসের প্রথম সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইতে না হইতে টাকা ইতেন—এখন দু'তিন মাস না গেলে আর কিছু পাঠান না।

আগে কোন প্রকারে দুই চারিদিন ছুটী পাইলে বাড়ী আসিতেন তিনি আসেন না। কেন এমন হইল, কিসের জন্ম এমন ?

তবে কি সত্যই হতভাগীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে? সত্যই কি তা দানব হইয়াছেন?

দি তাঁহার চরিত্র মন্দ হয়, তবে কি করিব? যদি তিনি পায়ে য়া ফেলেন—পায়ে-ফুটা কাঁটার মত দূর করিয়া দেন, কি ?

নে হইল, সীতা কি করিয়াছিল, দময়ন্তী কি করিয়াছিল,- কি করিয়াছিল—শৈব্যা কি করিয়াছিল।

ই সময় তাহার শাশুড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

খন সন্ধ্যা হইয়াছে,—সন্ধ্যার আঁধারে দিগন্ত ভরিয়া পড়িয়াছে বৃক্ষ-বল্লরী-বহুল পল্লী-বক্ষে ধীর মলয় বহিতেছে ও আকাশে ত্র তারকা উঠিয়া চাঁদের আশে পাশে বসিয়া রহিয়াছে।

শাশুড়ী গৃহ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ

জ্বালা হয় নাই। বধূ যেখানে বসিয়াছিল, সেই স্থানেই আছে—এবং তিনি যে গৃহ প্রবেশ করিয়াছেন ইহা তাহার গো ভূতই হয় নাই।

শাশুড়ী বুঝিলেন, বৌমা মুখে যাই বলুক,—ননির এই সং সে বিচলিত হইয়াছে, ননির চিন্তায় সে বড় চিন্তান্বিত হ পড়িয়াছে।

শুড়ী

তিনি ডাকিলেন—"বৌমা!"

সং রে

বৌমার চমক হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখে মুখে স্বাভা তার অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—"কেন মা বলা

শা। সন্ধ্যা উৎরে গেছে—প্রদীপ দেওনা?

ব। হঠাৎ মাথা ঘুরে কেমন অজ্ঞান মত হইয়া পড়িয়াছি মা!

। তে

শা। তা,—অত ভাবনা কেন মা! এই যে আমা মা! যদি তেমন হয়, বেটা ছেলে সেরে যাবে।

রিলেন,

ব। তা হবে কেন,—ছি!

বধূ তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিল। গৃহ দেওয়ালে লম্বিত করিয়া দেবীর ছবির চরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিকরিল। ননির মাতা বৌমা!"

ব। কেন মা?

আর কৈ মা ঠাকুরুন,

শা। হীরু কেমন লোক?

ব। তা' আমি কি জানি মা!

নেপাল! সাধে কি

শা। আমি মতিদাসকে নোটখানা দিয়ে ? এবার 'খন্দকুট' আর দশসের চা'ল, দু'সের ডাল ও কিছু ল এনো।

ব। তার

কিছু ছোলা

মার। সে নোটখানা হাতে কোরে একটু হেসে বলিল,—
টখানা কি হীরুবাবু দিয়েছেন ?"

ব। ওমা ;—সে তা কি ক'রে বুঝলো ?

না। তাতেই ত ব'লছি—হীরুর মতলব ভাল নয়। সেই হীরুই
াসের কাছে গল্প ক'রে গেছে—ঠাকরুণদের খাওয়া—দাওয়া
ছ না—আমি একখানা দশটাকার নোট সাহায্য ক'রে
ছি।

। সাহায্য। কেন, তার সাহায্য আমরা নিতে গেলাম
?

া। আমিও ত গোড়াতেই—তার মুখের উপর ব'লেছি, আমরা
। সাহায্য লইব না—বরং উপস ক'রে শুকিয়ে মরিব, সেও ভাল,
 ব'লে গেল, খাজনা আদায় ক'রে তা থেকে কেটে
?

তবে মতিদাসকে সে কথা বলিলে ?

া। হ্যাঁ।

সে কি বলিল ?

য়া ফেলেন—পার্‌"ও লোক ভাল নয়। ওর সংশ্রবে বড়
?

নে হইল, সীতা মনে হয়। ওর তাকানি-টাকানি যেন
কি করিয়াছিল—

াই সময় তাহার শা য় দিয়া দ ীকের মালা পাড়িয়া লইয়া, বারে-
খন সন্ধ্যা হইয়াছে
বৃক্ষ-বল্লরী-বহুল
ত্র তারকা ৈ
াশুড়ী গৃহ

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নেপাল মণ্ডল

পর দিবস সকালে যখন সাংসারিক কার্য্য সমাপ্ত করিয়া শাশুড়ী বৌ স্নান করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন,—সেই সময়ে নেপাল মণ্ডল আসিয়া ডাকিল,—"মা ঠাকরুণ।"

নেপাল মণ্ডল এই গ্রামবাসী, জাতিতে মুসলমান, বয়স বেশ সত্তর বৎসরের কাছাকাছি,—মুখের দাড়ী গোঁপ প্রায় সবই পাকিয়াছে, কিন্তু দাঁতগুলি সমস্তই বজায় আছে। দেহ মাংসল, সুদৃঢ়। নেপাল ননিলালদের প্রজা—বৎসরে সতের টাকা তেরো আনা তিন পয়সার জমা রাখে।

নেপালের গলার স্বর শুনিয়াই ননির মাতা চিনিতে পারিলেন, এবং তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন।

নেপাল সেলাম করিল। মা ঠাকরুণ একখানা চট বাহির করিয়া বসিতে দিলেন। সে প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। ননির মাতা বলিলেন,—"নেপাল, ভাল আছ?"

নেপাল কিছু গম্ভীর ভাবে বলিল,—"ভাল আর কৈ মা ঠাকরুণ, নানা দিকে নানা জ্বালা।"

ন-মা। সংসারে জ্বালা বৈ আর কি আছে নেপাল! সাধে কি আর সাধু মহাত্মেরা বাস ছাড়িয়া বনবাসী হন? এবার 'খন্দকুট' (রবিশস্য) কেমন হ'ল?

নেপাল। নিতান্ত মন্দ নয়।

ন-মা। কৈ,—আমাদের যে বার্ষিক কিছু গম, কিছু ছোলা

দাও তা কৈ? আর তোমার জমিতে নাকি লঙ্কা হইয়াছে—আমাদের লঙ্কা নাই চাট্টি যদি পাঠিয়ে দাও।

নে। আর কেন মা, আমাদের কাছে জিনিষ পত্র চাও? তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচে গিয়াছে ত। বুড়ো কর্ত্তাদের আমল থেকে প্রজা ছিলাম—কখনও খাজনা বাকীও পড়েনি,—দেনা পাওনার কোন গোলযোগও হয় নি ;—আর যখন যা ব'লেছ—তাই শুনেছি। আপদে বিপদে জান কবুল করে ছুটে এসেছি। কিন্তু এখন—যখন পায়ে ঠেলেছ তখন আর কি ক'রব মা! তবে লঙ্কা হচ্চে—পাঠিয়ে দেব, কিন্তু গম বা ছোলা ত দিতে পারব না।

ন-মা। সে কি নেপাল—তুমি কি ব'লছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?

নে। তোমরা ত তোমাদের সম্পত্তি হীরুবাবুদের হাতে দিয়েছ?

ন-মা। কে বলিল?

নে। তিনি যে আপনাদের প্রজার নিকট খাজনা-পত্র আদায় ক'রতে আরম্ভ কো'রেছেন।

ন-মা। সে ভার আমরা দিয়েছি।

নে। কেন?

ন-মা। ননি আমার বাড়ী থাকে না।

নে। তাই কি? আপনি ত বাড়ী বসেই খাজনা পাচ্ছিলেন।

ন-মা। না বাবা, সকলে সহজে দেয় না। ডাকলে অনেকে আসেও না।

নে। তাই হীরুবাবু আদায় ক'রে দেবে?

ন-মা। হাঁ!

নে। তবে তিনি ও কথা বলেন কেন?

ন-মা। কি বলেন?

নে। তিনি যে বলেন, বিষয় এখন আমার,—এক পয়সাও কেউ আর ঠাকুরুণ বা তাঁহার ছেলের হাতে দিস্ না। দিলে ডুলো দিতে হবে।

ন-মা। ওমা, সেকি! এমন ত শুনি নি। তবে ননি এই বলে গিয়েছিল যে, মা যাহা আদায়-পত্র না ক'রতে পারবেন হীরু—ভাই, তুমি সেই সেই প্রজাকে ডাকিয়া যাতে আদায় হয়, তা ক'রে দিও।

নে। না না,—সে সেরূপ বলে না। আমাকে কাল সন্ধ্যাবেলা পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গেছিল—

ন-মা। তার পর?

নে। তার পর ব'ললে খাজনা দে।

ন-মা। তুমি কি ব'ললে?

নে। আমি ব'ল্লাম, খাজনা আমি মিটিয়ে দিয়েছি জিজ্ঞাসা করলে, কবে? আমি বল্লাম, আজ সাতদিন হ'ল। সে ব'ল্লেন, কার কাছে দিয়েছিস,—আমি ব'ল্লাম, মা ঠাকুরুণের হাতে। সেই কথা শুনে—সে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে ব'ল্লে, কেন দিলি? আমি ব'ল্লাম—সামান্য একটাকা কয় আনা বাকী ছিল, তাঁর হাতে চিরদিন দিয়ে আসছি—তাদের বিষয়, কাজেই দিয়েছি। সে আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ব'ললে—আমি যে তোকে বারণ করে দিয়েছি—খাজনা পত্র আমাকে দিবি—বিষয় এখন আমার।

ন মা। ওমা! আমি যাব কোথা? তা' আজই আমি তাকে বারণ করে দেব—আর তার খাজনা আদায় করে দিয়ে কাজ নেই কি সর্ব্বনেশে লোক গা?

নে। এখন আপনার কাছে যে টাকা দিয়াছি, সে তার রসিদ

দেখতে চায়। না দেখালে ঐ টাকা আমাকে আবার দিতে হবে। আর গম ছোলা প্রভৃতি যা দিয়ে থাকি তা তার বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে।

ন-মা। না নেপাল তুমি তা দিও না। আমি আজই তাকে ডেকে আমার বিষয়ের কাছে যাতে না যায়, তা ক'রে দেব এখন।

নে। দে'খ' মা,—কলিকাল! কাকেও বিশ্বাস ক'রতে নাই; ওদের এখন সময় ভাল—জমিদারের কাজটা হাতে আছে। বিষয় দখল নিতে শেষে একটা বিপদে ফেল্‌বে। আগুড়ী খবরদার হইও।

ন-মা। সে আর আমায় বল্‌তে হবে না।

নে। একখানা রসিদ দেবেন কি?

ন-মা। কেন গো,—কখনও খাজনা দিয়ে রসিদ কি দাখিলা নিয়েছ?

নে। না মা ঠাকরুণ,—তাত কখনও নিইনি, কিন্তু হীরুবাবুকে যে রসিদ দেখাতে না পার্‌লে ছাড়ছে না।

ন-মা। কিসের হীরুবাবু—আমার বিষয়, সে কে? তার কর্ত্তৃত্ব আজ—আমি দূর করে দেব এখন।

তখন নেপাল মণ্ডল উঠিয়া সেলাম করিল এবং সাবধান হইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেল।

ননির মাতা গৃহে গমন করিয়া বধূকে বলিলেন,—"শুনলি ন. হীরুর কথা শুনলি?"

বধূ মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া তাহার আগুল্ফলম্বিত কুঞ্চিত কেশদামে তৈল মর্দ্দন করিতেছিল। সে বলিল,—"শুনলেম;"

ন-মা। এখন উপায় কি?

ব। তাঁকে ডেকে বলে দাও, তাঁর আর বিষয়ের কাছে যেয়ে কাজ নাই।

ন-মা। তা' আর ব'লব না! আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এখনই গিয়ে তাকে বারণ করে দিয়ে আসি।

ব। তাড়াতাড়ির বিশেষ প্রয়োজন নেই। তাকে খবর দাও, আসুক। তারপরে একটু ভদ্রভাবে বারণ করে দিও।

শা। তুমি কি স্নানে যাচ্ছ?

ব। হাঁ। তুমিও চল।

শা। আমি একটু পরে যাব এখন—তুমি যাও, আমি শ্যামা গোয়ালিনীকে ছীরুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে আসি। সে বলে আসুক, বিকালে যেন অবশ্য অবশ্য আসে।

বধূ আর কোন কথা কহিল না। তেল মাখা সমাপ্ত হইলে যখন কলসী লইয়া স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল, তখন শাশুড়ী শ্যামার নিকট গমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামা!

সন্ধ্যা তখন হয় হয়,—হৈমকিরণ সংযত করিয়া শ্রান্তকলেবরে সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়াভিমুখে ধাবিত হইতেছিল। রাখালগণ গাভীপাল লইয়া গ্রামের মধ্যে আগমন করিতেছিল। কৃষককুল দিবসীয় কর্ম্মশ্রান্ত কলেবরে ধীর মন্থর গমনে ফিরিতেছিল এবং পল্লীর নীরব বনভূমিতে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল।

চাঁদের হাট গ্রামের দক্ষিণ ভাগে শ্যামসুন্দরের প্রকাণ্ড দীঘি। দীঘিকায় নীলজল পরিপূর্ণ; চারি পার্শ্বে চারিটী ঘাট সুন্দর ভাবে

বাঁধা—গ্রামের প্রায় সমস্ত লোক এই দীঘিতে স্নান করিতে আগমন করিয়া থাকে। বর্ষাকালে যদিও গ্রামের অপর দু'-একটী পুষ্করিণীতে জল পাওয়া যায়, কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই দীঘি ব্যতীত আর কোথাও জল থাকে না।

ননিদের বাড়ী যে পাড়ায় সে পাড়ায় একটা পুকুর আছে, যে বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অধিক বৃষ্টি হয়, সে বৎসর সে পুষ্করিণীতে একটু আধটু জল থাকে। এ বৎসর বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সে পুষ্করিণীতে যে জল ছিল, তাহাতে একরূপ কাজ চলিতেছিল; কিন্তু বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হওয়ায় তাহার সামান্য জল অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও অতি প্রত্যূষে রৌদ্রের তাপ খরতর না হইতে হইতে তাহাতে স্নান করিয়া লওয়া চলে, রন্ধনাদি করিবার জল আনা চলে, কিন্তু সে জল আর পান করা চলে না। তাহা ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই এখন সমস্ত গ্রামের লোকেরই পানীয় জল শ্যামসুন্দরের দীঘিতে। বৈকালে গ্রামের সমস্ত ললনাকুলই কলসী লইয়া দল বাঁধিয়া শ্যামসুন্দরের দীঘিতে জল আনিতে গমন করিয়া থাকে।

চপলা পাড়ার মেয়েদের সহিত জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিয়াছিল। পথে শ্যামা গোয়ালিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে বলিল,—"মা ঠাকরুণ আমাকে হীরুবাবুদের বাড়ী পাঠিয়েছিলেন, আমি এখন সেখান হতে আসছি—চল, তোমাদের বাড়ী যাব।"

চপলা তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল।

যখন চপলা বাড়ী আসিল, তখন তাঁহার শাশুড়ী ছিলেন না, পাড়ার মধ্যে কোথায় গমন করিয়াছিলেন।

চপলা গৃহমধ্যে গমন করিয়া যথাস্থানে জল-কলস রক্ষা করিয়া

বাহিরে আসিল। শ্যামাকে বসিতে বলিয়া সন্ধ্যার দীপ গোছাইতে গমন করিতেছিল, শ্যামা বলিল,—"আমি আর বস্‌ব না, বাড়ীতে কাজ আছে।"

চপলা বলিল,—"আমার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিবে না?"

শ্যা। দেখা ক'রতেই এসেছিলাম,—কিন্তু দেখা হ'ল কৈ!

চ। পাড়ার মধ্যে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন।

শ্যা। আমি বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যা জ্বালব।

চ। হীরুদের বাড়ী গিয়াছিলে?

শ্যা। হাঁ, মা ঠাকরুণের কথামত গিয়েছিলাম।

চ। তাহাকে কি বলিলে?

শ্যা। মা ঠাকরুণের কথামত তোমাদের বাড়ী একবার আসবার জন্য ব'ল্‌লাম।

চ। সে কি বলিল?

শ্যা। সে ব'ল্‌লে, সন্ধ্যার পরেই যাব।

চ। তবে তুমি এখন যাও।

শ্যা। একটা কথা ব'ল্‌ব?

চ। বল না কেন,—আপত্তি কি?

শ্যা। তুমি যদি রাগ না কর তবে বলি।

চ। সে কি,—এমন কি কথা বলিবে, যাহাতে আমি রাগ করিব?

শ্যামা তখন নানাবিধ ভাবভঙ্গি সহকারে নানাবিধ আকার—ইঙ্গিত করিয়া অবশেষে বলিল,—'হীরুবাবু তোমাকে ভালবাসে—তোমাকে চায়। তুমি যদি তাকে আসতে বল, সে তোমাদের গোলাম হয়ে থাকে।"

পথ-পার্শ্বে-পতিতা ফণিনীর পুচ্ছদেশে পদক্ষেপ করিলে সে যেমন

ফণা উত্তোলন করিয়া গৰ্জ্জিয়া উঠে, চপলা তেমনি ভাবে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া শ্যামা ভীত হইল।

তারপরে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া চপলা শ্যামাকে ও হীরুকে গালাগালি দিতে লাগিল, এই সময় চপলার শাশুড়ী বাটী আসিলেন। বধুর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া খেঙরা লইয়া শ্যামাকে প্রহার করিতে গেলেন,—শ্যামা উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তারপরে শাশুড়ী বধুতে অনেকক্ষণ আর্ত্তনাদ করিলেন,—এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে সমস্ত পল্লী ডুবিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরে সমস্ত পল্লী যখন অন্ধকারের চাদরমুড়ি দিয়া নিস্তব্ধে বসিয়াছিল, তখন হীরালাল দক্ষিণ হস্তে একগাছী যষ্টি ও বাম হস্তে লণ্ঠন লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল।

প্রথমেই গিয়া শ্যামার বাড়ী উপস্থিত হইল। গোয়ালা পাড়ার এক প্রান্তে শ্যামার বাড়ী, একখানি খড়ের গৃহ লইয়া তাহার সমস্ত বাড়ী। সেই গৃহেই রন্ধন—সেই গৃহেই দ্রব্যাদি রক্ষা ও শয়ন করিয়া থাকে। ত্রিজগতে শ্যামার আর কেহই নাই—বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে। পাড়া হইতে কয়েক সের দুগ্ধ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদিচ্ছা জল মিশাইয়া বিক্রয় করতঃ গ্রাসাচ্ছাদন চালাইত, আর প্রতিবাসিগণের কথাবার্ত্তা শুনিত, তজ্জন্য সকলে তাহাকে কিছু কিছু সাহায্যও করিত।

শ্যামা গৃহ মধ্যে বসিয়া পান্তা ভাত ভোজন করিতেছিল, এমন সময় হীরালাল তাহার উঠানে গিয়া ডাকিল,—"শ্যামা মাসী।"

হীরালালের গলার স্বর শুনিয়া শ্যামা তাড়াতাড়ি মুখের অৰ্দ্ধ চর্ব্বিত গ্রাস গিলিয়া ফেলিল, এবং হাতের গ্রাস পাত্রস্থ করিয়া উঠিয়া বাহিরে আসিল। বলিল,—"কেন বাবা!"

হী। কি হ'ল মাসী?

শ্যা। সে কথা আর ব'লনা বাবা,—অনেক মানুষ দেখেছি—এমন দুরন্ত বৌ কখনও দেখিনি!

হী। কি হ'ল?

শ্যা। হ'ল তোমার আর আমার চৌদ্দপুরুষ অন্ত—শাশুড়ী মাগী এসে আমাকে খেঙ্‌রা নিয়ে মারে আর কি,—পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

হীরালাল কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"বটে। আচ্ছা, এই আমি যাচ্ছি—বুড়োমাগীকে আসল কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। দেখব—শ্যামার পায়ে ধ'রে বৌকে হীরুর কাছে পাঠায় কি না। যদি একাজ সমাধা করিতে না পারি, আমি বাপের বেটা নই।

হীরালাল চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নৈশ-সম্ভাষণ

আকাশ হইতে ধরাতলে জ্যোৎস্নাধারা নামিয়া আসিয়াছিল, তাহার আলোক মাখিয়া প্রকৃতিরাণী-সৌন্দর্য্যপ্রতিমা সাজিয়া খল খল হাসিতেছিলেন। সে হাসিতে দিগন্ত উজ্জ্বলীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন কৃষ্ণাদ্বিতীয়া—এই মাত্র অন্ধকার অপগত হইয়াছে। শাশুড়ী ও বধূ তখন জ্যোৎস্না-পুলকিত বারেণ্ডায়, রন্ধনগৃহের কাজ সারিয়া আহার সমাপ্ত করিয়া, বধূ শাশুড়ীর জলপানের দুগ্ধ, ইক্ষু-গুড় ও দুটী মুগের অঙ্কুর ভিজা লইয়া গৃহে যাইতেছিল। শাশুড়ী

বলিলেন—"বেশ আলো আছে—এইখানেই দে মা, হাওয়া বড় ভাল লাগছে। ঘরে গরম।"

বধূ শাশুড়ীর জলখাবারের পাত্রখানি তাঁহার সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তারপরে আরও কিছু কাজ করিয়া আসিয়া শাশুড়ীর নিকটে বসিয়াছিল, এবং শাশুড়ী জলযোগ করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন, বধূ তাহা শুনিতেছিল ও প্রয়োজন হইলে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেছিল।

সহসা প্রাঙ্গণের জ্যোৎস্নার তরল আলোকের উপর লণ্ঠণের তীব্রোজ্জ্বল আলোকপাত হইল। শাশুড়ী-বধূ সেদিকে চাহিলেন,—শরহস্ত ব্যাধ সন্দর্শনে তরু-কোটরস্থ পক্ষিণীকুল যেমন কাঁপিয়া, চমকিয়া ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, শাশুড়ী-বধূ তেমনই হইয়া উঠিলেন। লণ্ঠণধারী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শাশুড়ী-বধূ চিনিয়াছিল সে হীরালাল।

বধূ তাড়াতাড়ি সে পাপ-চক্ষুর অন্তরালে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। শাশুড়ী উত্তেজিতকণ্ঠে পরুষ-স্বরে বলিলেন,—"কিগো রাত্রে আমাদের বাড়ী কেন?"

হীরালাল—দাম্ভিক হীরালাল—অসংযমী হীরালাল—পাপী হীরালাল—মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লইল, ইহারা সহজ লোক নহে। মুহূর্ত্তে মনে করিয়া লইল, সবিশেষ আয়াস স্বীকার না করিলে, শ্যামার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রতিপালন হইবে না। মুহূর্ত্তে তাহার পাপচিত্তে এই মীমাংসার উদয় হইল, যে রত্নের জন্য হৃদয় জলিয়া যাইতেছে—যাহার জন্য এত করিতেছি—যাহাকে লাভ না করিতে পারিলে, আমার শিক্ষা দীক্ষা সকলই বৃথা,—সে রত্ন—সে অমূল্য ধন শরীরপাত করিয়াও লাভ করিতে হইবে। সে একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিল,—"রাত্রে কি আসিতে নাই?"

অবিচলিতকণ্ঠে ননির মা বলিলেন,—"না।"

হী। কেন?

ন-মা। কি প্রয়োজন?

হী। প্রয়োজন না থাকিলে কেহ আসে না।

ন-মা। প্রয়োজন থাক্‌লেও আমাদের পুরুষমানুষ বাড়ী নাই—কাজেই আসতে নাই।

হী। তাতে কোন দোষ নাই।

ন-মা। তোমাকে সে শিক্ষা দিতে হবে না—তুমি এস না।

হীরালালের মুখের উপর এমন কথা বলিয়া নিজের কাঁধের উপর মাথা রাখিতে সমর্থ হয়, এমন কেহ সে গ্রামে আছে কি? সহসা হীরালালের মনে এই গভীর চিন্তার উদয় হইল।

যেমন এই চিন্তার উদয় হইল, তেমনই মীমাংসা হইয়া গেল। মীমাংসা এই হইয়া গেল যে, কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে বড় মৃদু পন্থা অবলম্বন করিয়াই এতটা গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সেই জন্যই সে মুখের উপর সামান্য একটা বিধবার নিকটে এত অপমানের বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া লইল।

তখন সে দৃঢ়কণ্ঠে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল,—"না না, আর আমি তোমাদের বাড়ী আসিব না। এমন কত রাত্রে বৌকে সঙ্গে লইয়া তোমায় আমার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে যাইতে হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, হীরালাল পদার্থ টা কি?"

দপ্ করিয়া দাবানল জ্বলিল। হুহু করিয়া আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ ছুটিল। ননির মাতা উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাঁহার মুখে চোখে সর্ব্বাঙ্গে ক্রোধের রক্তরাগ ফুটিয়া পড়িল। চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কিরে ছোটলোকের বেটা, ছোট মুখে বড় কথা। তোর সাতপুরুষের খবর আমি জানি—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তুই

যে কথা বল্‌লি, ভগবান তার শাস্তি দেবেন—তোর মুখে কুড়ি হবে—পোকা প'ড়বে—খসে পড়বে।"

হীরালাল ব্যঙ্গ-গর্ব্বের কঠোর হাসি হাসিয়া বলিল,—"বামুনাই রেখে দাও বুড়ি—হয় বৌ দেবে, নয় বিষয়ের মায়া—গ্রামের মায়া ছাড়তে হবে।"

ন-মা। কেন, তুমি আর তোমার বাবা কি গ্রামের লাঠসাহেব? দেশে কি মানুষ নাই—জগতে কি ধর্ম্ম নাই—উপরে কি দেবতা নাই? ইংরেজ রাজত্ব কি উঠে' গেছে?

হী। সব আছে,—দেখে নিও, হীরুর ক্ষমতা কত।

ন-মা। তুইও দেখে নিস্—এই বুড়োবামুনের মেয়ে তোর শ্রাদ্ধ কেমন করে করে।

হী। কে কাহার শ্রাদ্ধ করে, তা দেখিস বুড়ি।

ন-ম। তোর সাতপুরুষের শ্রাদ্ধ আমরাই করেছি, তোর শ্রাদ্ধ আমরাই ক'র্‌ব। তুই আমার বাড়ী থেকে এখনই বের—নইলে ঝাঁটা দিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেব।

হী। যাইতেছি—কিন্তু মনে রাখিও বুড়ি—দিনরাত্রি কাঁদিয়াও এ কার্য্যের—এ কথার—এ গালাগালির প্রতিকার হবে না।

তখন ননির মাতা নিজ মস্তকের চুল ছিঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া, নানাবিধ কথায় হীরালালকে অভিশপ্ত করিতে লাগিলেন। হীরালালও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় কিয়ৎক্ষণ গালাগালি দিয়া, তারপরে বাড়ী চলিয়া গেল।

তখন বধূ আসিয়া শাশুড়ীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

ননির মাতা বধূর যত্নে শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন বটে,—কিন্তু

কি প্রকারে যে এইরূ-সমাজিকতা ছিল না। থাকতো আজ তোমার
করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া পলিয়ে দিত। থাক,—আমি একবার
শাশুড়ী নিদ্রিতা হইতেছেন না।"
অপমানিত ও মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন্না। অবমানিত ব্যাঘ্রীর ন্যায়
হইয়া,—শাশুড়ীকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দান। বধূ বিষন্ন মনে সদর
"তোমার ছেলেকে পত্র লেখ, তিনি বাড়ী এসোসাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা
শাশুড়ী বলিলেন,—"তাকে পত্র লিখে কি
থাক, —সেখান থেকে এ কথা শুনে কেবল বাঁথ বৃক্ষ-শীর্ষ স্বর্ণ-বর্ণ ধারণ
সকাল হ'ক, আমি ওর বাপের কাছে যাব—পা বলদ ও লাঙ্গল
কাছে যাব—ওর শ্রাদ্ধ ক'রব, তবে ছাড়ব।" গ্রাম্যপথে গাভী
বধূ বলিল,—"তবে তাই করিও, এখন ঘুমাও-বধূকুল কুঞ্জ-কক্ষে
হয়েছে—রাত্রি জাগিলে অসুখ কোরবে। রাত্রি বোছিল এবং ভর
বারটা।" ভিখারিণীকুল
শা। হাঁ, আমার একটু ঘুম আসছে—আমি ঘুমাই, তু আরম্ভ
ঘুমাও।

বধূ সন্তুষ্ট হইয়া নিজ শয্যায় পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল, এবং অল্পক্ষাইয়া
মধ্যেই নিদ্রিতা হইয়া পড়িল।

শাশুড়ী বধূকে প্রতারণা করিয়াছিলেন, কেন না তাঁহার আদৌ নিদ্রা আসিতেছিল না। কেবল কিসে হীরালালের পতন হইবে, কিসে হীরালালকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, সেই চিন্তাতেই তাঁহার দেহ আগুণ হইয়া পড়িয়াছিল। তবে তাঁহার নিদ্রা আসিতেছে, এ কথা না বলিলে বধূ ঘুমায় না—তাই বলিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন, নিজে কিন্তু হীরালালের দুর্ব্ব্যবহারের চিন্তায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিলেন।

যে কথা বল্‌লি, ভগবান তার শাস্তি দেবেন-
হবে—পোকা প'ড়বে—খসে পড়বে।" চেচ্ছন্দ

হীরালাল ব্যঙ্গ-গর্ব্বের কঠো
রেখে দাও বুড়ি—হয় বৌ দে লালের মাতা
ছাড়তে হবে।" অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন।

ন-মা। কেন, তুমি প্রাতঃকালেই সমাপ্ত করিতেন, সে দিন
দেশে কি মানুষ নাই—মা। তাঁহার প্রাণের মধ্যে তখন অপমানের
ইংরেজ রাজত্ব কি উষ্ণধারা উদ্গীরণ করিতেছিল,—সে তাপ কথঞ্চিৎ

হী। সব আছইলে, ইষ্ট-চিন্তনে কখনই আনন্দ লাভ হইতে

ন-মা। তুতএব তিনি স্থির করিয়া বসিলেন, আগে হীরালালের
কেমন করে করেশোধ লইয়া আসি, তৎপরে জপ তপ যাহা কিছু

হী। ক্কেরিব। কিন্তু তখন বধূ উঠে নাই বলিয়া বাটী হইতে

ন-ম বারিতেছিলেন না। একটু পরেই বধূ উঠিল।

আমরা শুড়ী বলিলেন,—"মা, তুমি সদর দরজা বন্ধ রাখিয়া ঘরের
ঝাঁট্ঠি কর, আমি একবার পোড়ার-মুখোর বাবার কাছ থেকে
আসি।"

বধূ শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া স্পষ্টতই বুঝিতে
পারিল,—তাহার শাশুড়ীর সারারাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এবং নব
পিশাচের বাক্যবাণে সে হৃদয় দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাতরে
বলিল,—"মা, অত উতলা কেন হইতেছ? কুকুরের কামড় হাঁটুর
তলায়।"

শাশুড়ী কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে কহিলেন,—"অসহ্য হ'য়েছে মা,
বড় অসহ্য হ'য়েছে। ছোট মুখে বড় কথা! আমি বিদ্যানন্দ
চক্রবর্ত্তীর বেটার বৌ—আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভাগ্যি বসের পৌত্তুর
কিনা ঐ সকল কথা বলে গেল। যে বেটাদের এক সময় গাঁয়ের

লোকের সঙ্গে সমাজ-সমাজিকতা ছিল না। থাকতো আজ তোমার শ্বশুর তবে ওর বাবার নাম ভুলিয়ে দিত। থাক,—আমি একবার দেখে নেব, বেটার বাবার কটা মাথা।"

আর তিনি অপেক্ষা করিলেন না। অবমানিত ব্যাঘ্রীর ন্যায় লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। বধূ বিষণ্ণ মনে সদর দরোজা বন্ধ করিয়া আসিয়া বাড়ীর মধ্যে সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্তা হইল।

তখন কেবল বালারুণ কিরণে পল্লীর শ্যামল বৃক্ষ-শীর্ষ স্বর্ণ-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল,—কেবল কৃষকপল্লী হইতে কৃষকেরা বলদ ও লাঙ্গল লইয়া মাঠে গমন করিতেছিল,—কেবল রাখালেরা গ্রাম্যপথে গাভী বৎস লইয়া গোষ্ঠ-যাত্রা করিতেছিল,—কেবল কৃষক-বধূকুল কুম্ভ-কক্ষে জল আনিতে শ্যামসুন্দরের দীঘিতে গমন করিতেছিল এবং ভদ্র মহিলারা স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, আর ভিখারিণীকুল "জয় রাধে" বলিয়া টুকনী হস্তে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

হীরালালের মাতা কেবল স্নান করিয়া আসিয়া, রকে দাঁড়াইয়া আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছিল, এবং হীরালালের যুবতী স্ত্রী পার্শ্বের গৃহে নব প্রসূত শিশুর মুখে স্তন্য দান করিতেছিল।

ম্লানমুখে উত্তেজিত ভাবে অত সকালে পুরোহিত ঠাকুরাণীকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, হীরালালের মাতার কেমন একটা সন্দেহ হইল, বলিল,—"আসুন, মাঠাকরুণ আসুন, অনেক দিন পায়ের ধূলা প'ড়েনি। আমার খোঁকার কপাল প্রসন্ন,—সে সবে আজ আটদিন এর মধ্যে কুলপুরোহিত ঠাকুরাণীকে দোরে টানিয়া আনিয়া ফেলিয়াছে।"

ননির মাতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কে জানে কেন,

হীরালালের মাতার জ্ঞান হইল, সে নিশ্বাস যেন প্রলয়ের পূর্ব্বের ঝঞ্ঝা বায়। কে জানে কেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা ভয়ের বিপুল উত্তেজনা জাগিয়া বসিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখখানা অত ভারি কেন মা? সব ভাল ত?"

ননির মাতা কর্কশকণ্ঠে—উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"যে দৈত্য তুমি জঠরে ধ'রেছ মা, তাহার জ্বালায় ভাল থাকব কি?"

তাড়াতাড়ি আর্দ্রবস্ত্রখানি রকের উপর ফেলিয়া দিয়া, একখানি কম্বলের ছোট আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া, হীরালালের মাতা বলিল,—"বসুন মা! সব শুনচি, আপনি কার কথা বলছেন,—হীরুর কি?"

ন-মা! বসব না—হয় তোমারা এর প্রতিকার ক'রবে, আর নয় আমি তোমার বাড়ী আত্মহত্যা কোরে তবে ছাড়বো। ওমা, আমি বিদ্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর বেটার বো—আমাকে কি না—

হীরালালের মাতা ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণীর চরণ দুইটী চাপিয়া ধরিল। হীরালালের মাতা সদ্যঃস্নাতা—কেবল আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে—তখনও আর্দ্র কেশরাশি পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল—সেগুলি ঘুরিয়া আসিয়া ননির মাতার চরণ স্পর্শ করিল। বলিল,—"মা, মা,—হীরু অবোধ—আপনি তাহাকে শাপ দিবেন না। একটু ধানের অঙ্কুর বেরিয়েছে। আটদিনের শিশু—ব্রাহ্মণের বিশেষতঃ কুলপুরোহিত ঠাকরাণীর শাপে সে গলিয়া যাবে। আপনি রক্ষা করুন।"

ন-মা। এমন লক্ষ্মী-বউর পেটেও কি অমন দৈত্য জন্মে। সে যা' বলেছে—যা' করেছে—আর যা ক'রবে ব'লেছে—তার প্রতিকার না ক'রলে আমি গোবরের শিব পূজা করবো—মা কালীর কাছে ধন্না দেব—মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করবো।

ঝী-মা। একটু অপেক্ষা করুন—আমি কর্ত্তাকে ডাকাই, তিনি এলে আপনি সব বলুন—নিশ্চয় প্রতিকার করিবেন। আপনারা কুলপুরোহিত—আপনাদের সঙ্গে কি কোন রকম অন্যায় আচরণ শোভা পায়।

দাসীকে বলিল, "শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে আন।" দাসী তখনই চলিয়া গেল।

ঠাকুর মা ননির মাতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসনে উপবেশন করাইলেন। ঝটিকা উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন গম্ভীর ভাব ধারণ করে,—ননির মাতা তেমনই গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিলেন। হীরের মাতা কি একটা কাজ সমাপ্ত করিয়া আসিবার জন্য গৃহান্তরে গমন করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পিতার গুণগ্রাহীতা

হীরালালের পিতা সীতানাথ বসু গ্রাম্য তহশীলদার, তাঁহারই বাড়ীর অদূরে—গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে "হাটখোলা" মধ্যে জমিদারের কাছারী বাড়ী। কাছারীতে তিনখানি ছোট বড় খড়ের ঘর—এক খানিতে তহশীলদার, মুহুরী ও পাইক-পেয়াদা লইয়া প্রজাগণের নিকটে খাজনা আদায় করেন,—সুতরাং সেই গৃহটীই খাস কাছারী। দ্বিতীয়খানি অপেক্ষাকৃত একটু উত্তমরূপে নির্ম্মিত—দরোজা জানাল দ্বারা সুরক্ষিত। তাহাকে মাল ঘর' বল হয়। ঘরের মধ্যে একটা লৌহ সিন্দুক ও দুইটা কাঠের আলমারী আছে। এই গৃহে আদায়ী টাকা ও কাগজ পত্র থাকে এবং জমিদার মহাশয়েরা বা তাঁহাদের

সদর কর্ম্মচারীগণ যখন কাছারী পরিদর্শনে আসেন, তখন সেই গৃহে অবস্থান করেন। তৃতীয় গৃহখানি ক্ষুদ্র এবং বাঁশের বেড়া ও দরমার দুয়ারে সজ্জিত, তাহা রন্ধন-গৃহ, বিদেশী তহশীলদার থাকিলে বা জমিদার কিংবা সদর কর্ম্মচারী আসিলে তথায় রন্ধনাদি কার্য্য সুনিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সীতানাথ প্রত্যুষে উঠিয়া কাছারীতে গমন করিতেন। হীরালাল বেলা আটটার সময় শয্যা ত্যাগ করিতেন, তারপরে প্রাতঃকৃত্য সমাধা, চা' পান ও প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া কাছারীতে গমনপূর্ব্বক পিতার কার্য্যে সহযোগিতা করিতেন।

ননির মাতা বাহিরের কম্বলাসনে গম্ভীর ম্লান অথচ ক্রোধ কালিমা মাখা মুখে বসিয়াছিলেন, পার্শ্বের গৃহ হইতে হীরালালের মাতা তাহা দেখিতেছিল, এবং এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, ঠাকুরাণীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, হীরু তাঁহাদের কি অনিষ্ট করিয়াছে! কেন এই প্রভাতকালে অভিশাপের আগুণে তাহার অনিষ্ট করিতে আগমন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণের মেয়ে—বিশেষতঃ কুলপুরোহিতের স্ত্রী—তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে পড়িলে কি হীরুর বা তাহার ঐ নবজাত শিশুটীর মঙ্গল হইতে পারে! কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না—বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। বিবর মধ্যে সাপিনীর গর্জ্জন শুনিয়া রিক্তহস্তা কুলম'হলা যেমন দূর হইতে চাহিয়া দেখে—নিকটে আসিতে সাহস করে না, হীরালালের মাতাও তেমনি দূরে থাকিয়া দর্শন করিতেছিল, অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিতেছিল না। ভয়—হীরু কি করিয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হীরুর অপরাধ বর্ণনা করিতে গিয়া পাছে অভিশাপ দিয়া ফেলেন। দোহন করা দুগ্ধ গাভীস্তনে ফিরিয়া গেলেও যাইতে পারে, বৃন্ত-বিচ্যুত কুসম বৃন্তে পুনর্যোজিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিশাপের

আগুণ একবার জলিয়া উঠিলে আর নিবিবে না। দশরথ কুলদগ্ধ হ'তে পারে ব্রহ্মাগ্নির তেজে, এই ভয়ে বিশ্বামিত্রের করে রাম লক্ষ্মণকে দান করিয়াছিলেন। কাজেই স্বামী না আসা পর্য্যন্ত সে কার্য্য-ব্যপদেশে আসিতে পারিতেছে না, এই ভাবে গৃহের বাহির হইতেছিল না।

তবে সে অবস্থায় অধিকক্ষণ তাহাকে থাকিতে হইল না, দাসীর নিকটে সংবাদ পাইয়া সীতানাথ বাটী আসিলেন।

রকের উপর পুরোহিত ঠাকুরাণী উপবিষ্টা দেখিয়া নিম্ন হইতেই প্রণাম করিলেন। পুরোহিত ঠাকুরাণী সবিশেষ কোনরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন না—গলা ঝাড়িলেন মাত্র। সীতানাথ উঠিয়া উপরে আসিলেন। স্বামী-সন্দর্শনে অনেকটা আশ্বস্তা হইয়া হীরালালের মাতা দ্রুতপদে তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন আরও দুই একটী স্ত্রীলোক সেখানে আসিল। পার্শ্বের বাড়ীর দীনু দত্তের বিধবা বর্ষীয়সী ভগিনী সারদা, একটী শিশুভ্রাতুষ্পুত্র ক্রোড়ে করিয়া কি কার্য্যব্যপদেশে সে বাড়ীতে আসিয়াছিল, সেও অদূরে দাঁড়াইল।

সীতানাথ একটু হাসিয়া নম্রস্বরে বলিলেন,—"সকালে বৌঠাকরুণের চরণধূলিতে অধমের বাড়ী পবিত্র হইয়াছে—আজ সুপ্রভাত।"

উত্তেজিত অথচ অভিমানের সুরে ননির মাতা বলিলেন,—"সেদিন কি আর আছে সীতানাথ! এখন তোমরা বড়লোক। তুমি গাঁয়ের তহশীলদার—তোমার ছেলে যা' বলে এসেছে—তা' তুমি শুনেছ কি না—জানি না। জানাতে এসেছি—হয় প্রতিকার ক'রবে, নয় আমি দেবতার কাছে ধন্না দেব—সমাজের সকলের কাছে ব'লে দেখবো—তোমার পুরুত বন্ধ ক'রব।"

গৃহিণী ভীত চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। তা'র কিঞ্চিৎ নম্রস্বরে সীতানাথ বলিলেন,—হীরুর কথা ব'লছেন ?"

ন-মা। হাঁ, সেই পিশাচের কথাই ব'ল্‌ছি। তার [illegible] তোমার বংশ ছারখার হবে।

গৃহিণী চমকিবা উঠিলেন। পার্শ্বদণ্ডায়মানা বামা পিসি বলিলেন, —"ওমা, সে কিগো! হীরুর মত ছেলে দশখানা গ্রামে [illegible] ভার।"

বামা পিসি সংপ্রতি কয়েক খণ্ড পুঁতিকাদণ্ডের' প্রত্যাশায় সে বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছিল।

সী। হীরু আপনার কি অনিষ্ট করিয়াছে ?

ব তথন অনলবর্ষীস্বরে খাজনা আদায়ের ভার গ্রহণ হইতে [illegible] কন্যাকার শ্যামা-সংবাদ ও শেষ-সম্ভাষণ পর্য্যন্ত সকল কথা [illegible] ভাবে এবং সঠিকরূপে ননির মাতা বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া বামা পিসি দ্বিগুণ পুঁতিকা দণ্ড প্রাপ্তির আশায় আশ্বস্ত হইয়া সে কথার ঘোর প্রতিবাদ করিলেন। সারদা কোলের নগ্ন-শিশুটি মাটীতে নামাইয়া দিয়া বলিল,—"এও কি সম্ভব!"

সীতানাথও বলিলেন,—"অসম্ভব! হীরু আমার সে প্রকৃতির লোকই নয়। তাহার অনেক গুণ বৌঠাকরুণ,—দয়া, ধর্ম্ম, পরো-পকারী,—আমাদের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কোথায় কোন দেশে দুর্ভিক্ষ, সেখানে চাঁদা পাঠায়, কোথায় জলে ডুবে মানুষ মরিতেছে, সেখানে চাঁদা পাঠায়, সভা সমিতিতে টাকা পাঠায়; কত ভাল ভাল কেতাব পড়ে। হীরু আমার—"

ক্ষুব্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া ননির মাতা বলিলেন,—"তবে কি আমার কুৎসার কথা তোমার নিকটে মিথ্যা করিয়া বলিতে আসিলাম

সারদা ব্রীড়াবনত বদনে বলিল,—"তাও কি সম্ভব! একটা কিছু ঘটনা ওর মধ্যে আছেই।"

সী। ভাল, আমি হীরুকে ডাকাইতেছি।

পার্শ্বে সীতানাথের নব্যম কন্যা তরঙ্গিণী দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল,—"দাদাকে ডাকব?"

সীতানাথ বলিলেন,—"ডাক ত।"

তরঙ্গিণী দৌড়াইয়া গেল। পার্শ্বের ঘরে, বসিয়া হীরালালের স্ত্রী সমস্ত শ্রবণ করিল; পাছে স্বামীর এই মহাপাতকের অভিসম্পাত আসিয়া তাহার নবপ্রসূত খোকার মস্তকে পতিত হয়, এই জন্য সে খোকাকে টানিয়া কোলে তুলিল এবং মাতৃ অঞ্চলের অক্ষয় কবচের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অভিসম্পাত

তরঙ্গিণী যখন তাহার দাদার ঘরে উপস্থিত হইল, তখন হীরালাল চা' পান সমাপ্ত করিয়া, বহির্গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক বাহির হইতেছিল।

তরঙ্গিণী বলিল,—"বাবা ডাকছেন।"

হীরালাল করধৃত যষ্টিগাছটীর মস্তকে ফুৎকার দিতে দিতে যেন কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল,—"কোথায়?"

ত। বাহিরের রকে।

হী। কেন?

ত। কি জানি

হী। বাবা কাছারী যান নাই ?

ত। গেছিলেন,—মা আবার ডাকিয়ে এনেছেন।

উত্তোলিত যষ্টির আঘাতে মেঝের শব্দ তুলিয়া হীরালাল বলিল, —"কেন ?"

সে শব্দে ঈষচ্চমকিত হইয়া তরঙ্গিণী বলিল,—"জানিনা।"

হী। সেখানে আর কে আছে ?

ত। মা আছেন, ওবাড়ীর সারদা পিসি আছেন,—সে পাড়ার চক্রবর্ত্তী ঠাকরুণ আছেন ;—আরও কে কে আছে।'

হীরালালের শরীরের রক্ত যেন একটু বিরুদ্ধ গতিতে প্রবাহিত হইল। বক্রস্বরে বলিলেন,—"হতচ্ছাড়া মাগী কেন এসেছে। বল্‌গে যা, আমি এখন যাব না।"

ত। বাবা ডাকছেন।

হী। সে মাগীর কথাতেই ডাকিতেছেন। মাগী বজ্জাতের ধাড়ী —হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি। বেটী চোর—

ত। ওমা, অমন কথা বলিওনা দাদা,—তিনি বামুনের মেয়ে—বুড়ো—

হী। রেখে দে বামুনের মেয়ে—অমন বামুনের মেয়ে ঢের দেখেছি।

ত। বাবা বসে আছেন—ডাকছেন—চলনা, ঐ রাস্তা দিয়ে বেরুবে।

"চল" এই কথা বলিয়া, হীরালাল গৃহের বাহির হইলেন। তরঙ্গিণী তাহার পশ্চাদনুগমন করিল।

কয়েক মহূর্ত্ত পরে ভ্রাতা ও ভগিনী রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানকার সকলেরই দৃষ্টি হীরালালের উপর পতিত হইল স্বধার কেবল ননির মাতা তাহার মুখাবলোকন করিলেন না।

হীরালাল পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি আমাকে ডাক্‌ছেন কেন? আমি একটু বিশেষ কাজে বাহির হইতেছিলাম।

সী। তা' বা,—একটা 'কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া ডাকাইয়াছি।

হী। কি কথা বাবা—বল, আমার মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

সী। ইনি ননিঠাকুরের মা—এঁকে তুমি চেন?

মহিষের মত তীব্র বক্র দৃষ্টিতে ননির মাতার দিকে নেত্রপাত করিয়া হীরালাল গর্ব্বিতকণ্ঠে কহিলেন,—"চিনি, কেন বাবা?"

সী। তুমি ইহাঁদিগকে কি বলিয়া আসিয়াছ?

হী। 'ও সব কথার মধ্যে তুমি থাকিওনা বাবা! ও মাগীরা বড় ধড়িবাজ,—ওদের চরিত্র-কথা শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

নিশীথ-নিশ্চিন্ত মানুষের শিরে সর্পাঘাত হইলে সে যেমন চমকিত, ভীত, ব্যথিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে, ননির মাতাও তেমনি হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায় ও অভিমানে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিস্ফারিত ও আরক্ত নয়নে হীরালালের পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তোমার পিশাচ সন্তানের কথা নিজ কানে শুন্‌লে? আমি চক্রবর্ত্তী-বংশের বধূ—আমার মুখের উপর এই কথা! এখনও ঐ দস্যুকে দমন করিতেছ না।"

সী। স্থির হও বৌঠাকরুণ,—সকলে পাগল হ'লে ত আর চলে না।

হীরালাল মৃদু হাসিয়া অবজ্ঞার স্বরে বলিল,—"বল কি বাবা,

সকলে পাগল কি? ঐ ঠাকরুণই ক্ষেপেছেন, মর্ম্মকথা তোমা:: গোপনে বলিব।"

অধিকতর উত্তেজিতকণ্ঠে ননির মাতা বলিলেন,—"সীতানাথ ছেলের মায়ায় আত্ম-কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছ,—দেবতা-ব্রাহ্মণের মর্যা: রাখিতে বিস্মৃত হইয়াছ,—অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ শুনিতে বধি: হইয়াছ,—কিন্তু এমন দিন চলিবে না। যদি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মি: থাকি,—যদি বিনাকারণে তোমার ছেলে আমাদিগকে অপমা: করিয়া থাকে,—তবে ভগবান ইহার বিচার করিবেন। ঐ ছেলে: জন্যে তোমাদের হাহাকার করিতে হইবে।"

ননির মাতা আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিলেন না। সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা

সীতানাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সীতানাথের স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। অপর সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হীরালাল রণবিজয়ী বীরের মত গর্ব্বোন্নত-আননে মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"বাবা কি ভয় খেলে নাকি?"

সীতানাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন,—"বামুনের মেয়ে।"

হী। তাই কি?

সী। শাপ দিয়ে গেলেন।

হী। বাবা! শাস্ত্র জান না—তাই ওরকম কথা বলিয়া ফেলিলে। যদি শাস্ত্র জানিতে, তবে বুঝিতে পারিতে আমরা কি?

হীরালালের মাতা ক্ষুন্ন ও ব্যথিতস্বরে বলিলেন,—"শাস্তর উনি জানেন না, আর তুই-ই বা কোন ভশ্চায্যির টোলে পড়েছিস বাবা! বামুনের মেয়ে—বিশেষ তোদের কুলোপুরোহিতের বংশ—ওদের সঙ্গে অমন করিসনে বাবা! বামুনের শাপ—বড় ভয়ঙ্কর।"

হীরালাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।. সে হাসির ভীম-তরঙ্গাভিঘাতে সেখানকার সকলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কিন্তু কেহ কোন কথা কহিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে হাসির বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া হীরালাল বলিলেন,—"মা, আমি কোন ভশ্চায্যির টোলে পড়ি নাই বলিয়াই কি আমার শাস্ত্রজ্ঞান হয় নাই? শাস্ত্রজ্ঞান বর্ত্তমানযুগে পতিত ভূমিতে কণ্টকবৃক্ষের ন্যায় আপনি গজাইয়া উঠে। বিশেষতঃ আমরা ক্ষত্রিয় জাতি,—বামুন বেটারা চিরকাল আমাদেরই নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছে। যাক, তোমরা সে সকল গুরুতর কথা বুঝিতে সমর্থ হইবে না। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে, আমি চলিলাম।

সীতানাথবাবু মনে মনে পুত্রের বিদ্যাবত্তার শত ধন্যবাদ দিলেন। ভাবিলেন, এমন ছেলে যে বংশে জন্মে সে বংশ পবিত্র ধন্য।

হীরালালের মাতাও সেইরূপ মনে করিলেন, কিন্তু তিনি ননির মাতার অভিসম্পাতটা হজম করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই স্থির করিয়া না উঠিতে পারিয়া, কিঞ্চিৎ বিষন্ন হইলেন।

বামা পিসি প্রভৃতি সকলেই হীরালালের পক্ষ সমর্থন করিলেন।

তখন হীরালালের পিতা বলিলেন,—"যাক বাবা! অত হাঙ্গামে কাজ নাই। ওরা গরীব মানুষ—

হী। না বাবা! তুমি ও সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে পারিবে না। ঐ বুড়া বজ্জাত মাগী আমার অনেক টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে।

সী। উনি যে বলিলেন—দশ টাকা।

হী। তা নইলে আর কি বলছি বাবা, মাগী ধড়িবাজের ধাড়ী।

সারদা বলিলেন,—"হ্যা হ্যা গো; তখনই জানি, ভিতরে একটা কিছু না থাকিলে কি আর অমন হয়েছে! গায়ে ত কত লোক আছে।"

ননির মাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন,—"ওগো, ঠাকরুণ চালাকি খেল্‌তে গিয়ে বাধনে পড়ে গেছেন। হীরুত আর সে রকম প্রকৃতির লোক নয় যে, ফাঁকি দিয়ে টাকা খাবে।"

হী। আসল কথা বলি শোন,—ওদের বিষয় পত্তনী বিলি দেবে বলিয়া কয়েক তারিখে প্রায় একশত টাকার উপরে লইয়াছে। এখন আর সে দিক দিয়া যাইতে চাহে না,—এখন বৌটাকে দিয়ে টাকাগুলি নির্ব্বিবাদে হজম করিতে চায়।

হীরালালের মাতা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমস্ত মুখখানায় যেন চিন্তা ও আশঙ্কার ঘন কালিমা ছাইয়া পড়িল। হীরালালের স্ত্রী চমকিয়া উঠিল। শাশুড়ী-বধূর মনের মধ্যে যেন বৈশাখী ঝটিকার পূর্ব্ব সূচনা বলিয়া জ্ঞান হইল। সীতানাথ ওকথাটা ভাল বলিয়া জ্ঞান করিলেন না। বলিলেন,—"হীরু, যাই হোক, তুমি আর ওদের সম্পর্কে যাইও না। লোকে নিন্দা কোরবে।"

হী। বস,—বাবার পাগলামী দেখ,—আমার টাকাগুলো পথে পথে যাবে।

হী-মা। তা যাক বাবা,—ওতে লোকে নিন্দা ক'রবে—ধর্ম্মে পতিত হ'তে হবে।

হী। ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি তোমাদের নিকট লুক্কাইত আছে মা! গীতা শাস্ত্র যদি পাঠ করিতে, তবে বুঝিতে পারিতে,—কাজ করাই কর্ত্তব্য। মানাপমান ফলাফল কিছু দেখিবার প্রয়োজন করে না। এখন আমি চলিলাম। ত

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হীরালাল বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন তে

হীরালালের পিতা হীরালালের মাতার মুখের দিকে চাহি— বলিলেন,—"কি বল?" —সব

অপ্রসন্নমুখে হীরালালের মাতা বলিলেন,—"তুমি বিবাদিসম্মতি- ন., কাজটা কিন্তু ভাল হইল না।" দিবস হইতেই

হী। ভাল মন্দ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। থা রাখিয়া,

গৃহিণী আর কোন কথা কহিলেন না। কোন হার খ্যাতি ভবিষ্যৎ-জ্ঞানে অভিজ্ঞ লোক সে স্থানে উপস্থিত থাকি করিয়া এবং মাধবকে বুঝাইয়া দিতে পারিত,—স্নেহের মোহান্ধকারে ডুবিয়া দাঁড়াইয়া যে উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছাড়িয়া দিতেছ, কালে ইহার ফল এ হইবে। মোহে ডুবিলে সদসৎ বিচারশক্তি বিলুপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মফল ব্যর্থ হইবার নহে। ক্রিয়াশক্তি একবিন্দুও নষ্ট হয় না।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরোহিতের পরিচয়

ননির মাতা অভিমানে, অপমানে ও মর্ম্মান্তিক দুঃখে বড়
হইয়া পড়িলেন। হীরালালদিগের বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া
ায় যাইবেন, প্রথমে তাহা স্থির করিয়াই উঠিতে পারিলেন
কিছু

আছে।" গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলেন,—তারপরে
ননির মায়েদের জ্ঞাতি উমেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী যাইয়া উপস্থিত
খেলতে গিমেশ সম্পর্কে তাঁহার দেবর—তাঁহার স্বামীর পিতৃব্য
লোক নয় (

হী। চক্রবর্ত্তী লেখাপড়া আদৌ জানেন না। ননির পিতা
বলিয়া কতে, তিনি যজমান বাড়ীতে ফলাহার করিয়া দক্ষিণা
এঃব্যতীত আর কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হইতেন না। কারণ, দশকর্ম্ম
করাইতে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

তারপরে, ননির পিতার মৃত্যুর পরে যখন তাঁহাদের যজমান-
গণের পুরোহিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন তাঁহাকে তাঁহারা
ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কুলপুরোহিত, আপনি
থাকিতে আমরা কোথায় নূতন পুরোহিত আনিতে যাইব।" তদুত্তরে
চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সেত বটেই। কুলপুরোহিত
পরিত্যাগে সপ্তম পুরুষ নরকে পতিত হয়। ইহা ত শাস্ত্রেই আছে।
আপনারা পুণ্যবান,—জ্ঞানবান—আপনারা কি আর আমাকে
পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে কি জানেন ছোটকাল হইতে
ও কাজ করা অভ্যাস নাই,—দাদাই করিতেন—(দাদা অর্থে ননির

কথা) এখন কিছুদিন একটু মুস্কিল হবে। তবে আপনারা অনুগ্রহ করিলে, একরূপ চালাইয়া লইতে পারিব।"

যজমানগণ একদিন একত্র সমবেত হইয়া স্থির করিলেন,—যখন নিকটে ভাল পুরোহিত নাই,—একটু দূরে আছেন বটে, কিন্তু পয়সা ব্যয় কিছু বেশী হয়, আর তাঁর গুমর অধিক। "পুরুত ঠাকুর—পুরুত ঠাকুর" করিয়া পাছে পাছে ফিরিতে হয়। তাঁর মতামত লইয়া অনেক কাজ করিতে হয়—একটু যেন শাসনাধীনও থাকিতে হয়—তাতে আর কাজ নাই। এই ভাল—মুখ্য-সুখ্য মানুষ—পয়সা দাও না দাও—দুটো তাড়া দাও—যা কর না কর—সব শোভা পায়—পুরুত এমন না হইলে পোষায় না। সর্ব্ববাদিসম্মতি-ক্রমে তাহাই সাব্যস্ত হইয়া গেল, এবং তাহার পর দিবস হইতেই উমেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোঁপ কামাইয়া মস্তকে শিখা রাখিয়া, সমাজের পুরোহিত হইয়া বসিলেন। তবে ইদানিন্তন তাঁহার খ্যাতি নিতান্ত কম হয় নাই—এক রাত্রে সাতখানি কালীপূজা করিয়া এবং দেড়শত বাড়ী লক্ষ্মীপূজা সারিয়া ঋত্বিকের জয় পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন।

ননির মাতা যখন বড় দুঃখে, বড় অভিমানে, বড় হৃদয়-বেদনা লইয়া তাঁহার বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাঙ্গণের মৃত্তিকার প্রলেপে কপালে প্রাতরাহ্নিকের চিহ্নাঙ্কিত করিয়া, দক্ষিণ দুয়ারী মাটীর ঘরের দাবায় বসিয়া, খোলো হুঁকায় গুড়ুক ধূমপান করিতেছিলেন এবং তদীয় গৃহিণী অদূরে বসিয়া তরকারী কর্ত্তন ও কোন যজমানের পিতৃশ্রাদ্ধ কবে, স্বামীর নিকটে তাহার মোটামুটি একটা তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন।

সহসা ননির মাতাকে বাড়ীতে উপস্থিত দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটু বিরক্ত হইলেন। স্বামীর যজমান অতএব তাঁহার কিছু

পাওনা কর্ত্তব্য বলিয়া, ননির মাতা মধ্যে মধ্যে উমেশচন্দ্রের নিকট ব্যর্থ দাবী করিতেন। যদিও উমেশ সে দাবী কখনও গ্রাহ্য করেন নাই, তথাপি জঞ্জাল বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সকালে হঠাৎ ননির মাতাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, কোন ধনবান যজমানের বাড়ীতে বুঝি কোন একটা বড় কাজ উপস্থিত—মাগী তা হইতে কিছু পাইতে বাসনা করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

এইরূপ মনে করিয়া; তিনি অতিশয় গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এবং ঈষৎ বক্র হইয়া বসিয়া, দক্ষিণ হস্তে একখানা খড়মের দ্বারা আর একখানা খড়ম বিনা কারণে মৃদু মৃদু ঠুকিতে ঠুকিতে ধূমপানে অস্বাভাবিক মনঃসংযোগ করিলেন। গৃহিণী পশ্চাত ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া "এস দিদি!"—উদাস-অবজ্ঞা স্বরে এই কথা বলিয়া করস্থ বার্ত্তাকু-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া স্বকার্য্যে মনঃসংযোগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। স্বাগতা দিদির প্রতি অভ্যর্থনা বাক্য বিতরণ ব্যতীত আর দৃষ্টিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না যে হেতু দিদির সম্বন্ধে তিনিও কর্ত্তার মতই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাখ্যান

সংসার-জ্ঞান-পরিপুষ্টা সুচতুরা ননির মাতা দেবর ও দেবর ভার্য্যার ভাববিপর্য্যয় ও মনের অবস্থা সহজেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেন, এবং এইরূপ ভাব যে আজ প্রথমে জানিতে পারিলেন, তাহা নহে,—ইদানিন্তন তিনি যে দিবস এ বাড়ীতে আগমন করেন, সেই দিবসই তাঁহাদের ঐরূপ ভাব দর্শন করিয়া থাকেন। তবে

হতাশ হইলেন না, কেন না যজমানের আয়ের অংশ বা তাহা হইতে কিছু প্রাপ্তির কথা বলিতে আসেন নাই।

যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বসিয়াছিলেন দাওয়ায় উঠিয়া, তাঁহারই অদূরে বসিয়া, ননির মাতা বলিলেন,—"ঠাকুর পো, কর্ত্তা স্বর্গ গমন করিয়াছেন—বংশের মধ্যে তুমিই এখন মুরুব্বি—"

মধ্যস্থলে বাধা দিয়া হাতের খড়ম মাটীতে ফেলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—"না বৌ, সে কথা মিছে।"

ন-মা। কেন? তোমার চেয়ে বয়সে বড় আর কে আছে?

চ। কিন্তু আমায় মানে কে? এখনকার যে সব ছেলেপুলে, কেউ কি কাকে মানে বৌ? স্ব স্ব প্রধান। এই সেদিন ননি বাড়ী এসেছিল, একটী মুখের কথা শুধিয়েছে কি?

ন-মা। আমার ননির কথা ছেড়ে দাও। সে মুখচোরা—

চ। ঐ রকম সবাই বৌ,—কেও মুখচোরা, কেও অহঙ্কেরে—কেও বিদ্বান—কেও চাকুরে। আমরা কোন রকমে দিন কাটাই। প্রধানের দাবী রাখিনা বৌ। কেন হঠাৎ কি হইয়াছে? কি জন্য এসেছ বল দেখি?

ন-মা। তুমি ঠাকুর পো! আগেই যেরূপ উদাসভাবে কথা কহিতেছ—তাতে কি আমার কথা শুনবে?

চ। শুনিবার মত হইলে শুনিতে পারি—তবে কি জান বৌ! যেরূপ দিনকাল প'ড়েছে, তাতে হাঙ্গাম হুজ্জুত করা চলে না।

ন-মা। না, ঠাকুর পো! আমি কি কারো সঙ্গে লাঠালাঠী করিতে বলিতে আসিয়াছি। সামাজিক ব্যাপার—তোমার সমাজিক।

চ। যাক্, কি বলিতে আসিয়াছ, বল দেখি?

ন-মা। হীরু—

চ। কোন্ হীরু ?

ন-মা। বল্‌তেছি—সীতে বোসের ছেলে হীরু। তার আস্পর্দ্ধার —তার ব্যবহারে—তার কথায় আমি একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছি—যদি এর উপায় তুমি কর ভাল,—নতুবা তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিব।

চ। কি হ'য়েছে আগে বল শুনি।

তখন ননির মাতা সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সাক্ষাতে বর্ণনা করিলেন।

অতিশয় মনঃসংযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাতের হুঁকা গৃহ-দেওয়াল-গাত্রে ঠেসান দিয়া রাখিয়া বলিলেন, "কালের ধর্ম্ম বৌ,—কালের ধর্ম্ম! তবে ওদের সংশ্রবে তোমাদের না যাওয়াই উচিত ছিল।"

ন-মা। আমরা আর কি সংশ্রবে গিয়াছিলাম ঠাকুর পো! গোড়ার কথা যা, তাত' বলিলাম।

চ। সে ত শুনিয়াছি- -

ন-মা। প্রতিকার করিবে না ?

চ। আমি ? আমি কি প্রতিকার করিতে পারিব বৌ ?

চক্রবর্ত্তী ভার্য্যা এতক্ষণ গম্ভীর মূর্ত্তিতে তরকারি কর্ত্তন করিতেছিলেন, আর স্থিরকর্ণে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন,—এতক্ষণে তিনি আসরে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন জ্ঞান করিলেন, এবং ঝটিতে করধৃত কর্ত্তিত তরকারীর খণ্ডগুলি যথাযোগ্য পাত্রে অবস্থাপিত করিয়া, পদচাপিত বঁটী হইতে পা সরাইয়া তাহাকে শায়িত করিয়া বিশ্রাম দিলেন, নিজে স্বামী ও ননির মাতার দিকে মুখ করিয়া গলা ঝাড়িয়া বলিলেন,—"বুঝি না বুঝি একটা কথা বলি।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ননির মাতা সে "একটা কথা" শুনিবার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন।

তখন সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে চক্রবর্ত্তী ভার্য্যা বলিলেন,—"আমরা তাদের পুরোহিত। গুরু-পুরোহিতের ও সকল বাজে কথার মধ্যে থাকা উচিতই নয়।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গম্ভীর স্বরে সে "একটা কথা"র সমর্থন করিলেন। বলিলেন,—"সে ত ঠিক কথা।"

ননির মাতা কিন্তু সে "একটা কথা" নিতান্ত মূল্যহীন এবং অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তিনি হতাশ বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—"হ্যাঁলা, তোরা ত তিনদিনের কুলপুরোহিত আর আমরা কতদিন ঐ কাজ করিয়াছি। আজ আমাদের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিল, কাল যে তোদের সঙ্গে করিবে না, কে বলিল?"

ননির মাতার কথা চক্রবর্ত্তী ভার্য্যা সমিচীন ও সাধু বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। ননির মাতাদের কোনকালে কেহ যজমান ছিল, এ কথা বলাই তাহার সমূহ ধৃষ্টতা, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য মিষ্ট মিষ্ট করিয়া তিনি অনেকগুলি অবাঙ্মনীয় কথা শুনাইয়া দিতে বিস্মৃত হইলেন না।

ননির মা তাহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু সে সকল কথার উত্তর দিতে গেলে এখনই একটা প্রবল ঝগড়া বাধিয়া যায়, এবং ঝগড়া বাধিয়া গেলে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অকৃপা হইবে আশঙ্কায় সে সকল সহ্য করিলেন। বলিলেন,—"তবে কি ঠাকুর পো, এর প্রতিকার তুমি করিবে না?"

চ। আমি কি করিতে পারিব তাই ভাবিতেছি।

ন-মা। ওর কাজ বন্ধ কর—

চক্রবর্ত্তী ভার্য্যা যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ওমা! তাও কি হয়? ওরা আজকাল শ্রীমন্ত—বছরে দশটাকা মিলে—ওদের মানেই আমাদের মান।"

ন-মা। নিজের বংশের যে অপমান করে, সে আর কি মান রাখিবে? ঠাকুর পো! চক্রবর্ত্তী বংশ এদেশে চিরসম্ভ্রান্ত। ননি যেমনই হোক—আপনা বংশের কথা স্মরণ করিয়া কাজ কর—

চ। আচ্ছা আচ্ছা,—তুমি এখন যাও; আমি সীতানাথকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া পরে যাতে যা হয় করিব।

ন-মা। দোহাই ঠাকুর পো! বড় অপমান করিয়াছে, তুমি এর প্রতিকার না করিলে উপায় নাই।

তদুত্তরে চক্রবর্ত্তী ভার্য্যা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "গিন্নি, স্থির হও দেখা যাক্, একটা কিছু করিতে হইবে।"

ননির মাতা আরও অনেক প্রকার অনুরোধ করিয়া তখন বিদায় হইলেন।

ননির মাতা চলিয়া গেলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি সীতে বোসের সঙ্গে বিবাদ ক'রবে নাকি?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মৃদুস্বরে বলিলেন,—"উঃ! আমার ভারি গরজ! যে যত সুহৃদ জানা আছে? পান্তাভাতে বাতাস দিয়ে খাই বিড়ালের প্রত্যাশা রাখি না।" "তাই ত বলি"—এই কথা বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহিণী তখন কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কল্কা ঢালিয়া আর একসিলিম তামাক সাজিবার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

অবমানিতা

ননির মাতা দেবর সন্নিকট হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহার দ্বারা কনুমাত্র কাজ হইবার প্রত্যাশা নাই।

বাহির হইয়া রাস্তার ধারে একটা রাধাচূড়া ফুলের গাছের অনতি দূরে দাঁড়াইয়া, ননির মাতা বড় ব্যথিত হৃদয়ে চিন্তা করিলেন— এখন কি করা যায়। যাঁহাকে নিতান্ত আপনার লোক বলিয়া জানিতাম, যিনি আমাদেরই যজমানগুলি লইয়া নিজ উদর পূর্ণ করিতেছেন—যিনি একমুঠা চাউল আর চারি আনা পয়সার জন্য ননির পিতার সঙ্গে পাঁচক্রোশ রাস্তা চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অভাবে ননির পিতা ডাকিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তিনিই যদি এরূপ ভাবে জবাব দিলেন, তবে অপরে সাহায্য করিবে কেন? অপরের কাছে গিয়া আর কি করিব। কিন্তু এ অপমান—এত পদ-দলন— সহ্য করিয়া এ গ্রামে থাকিব কেমন করিয়া। হীরু যদি আরও অপমান করে—তাহা হইলেও রক্ষা করিবার ত কেহই নাই। তখন কি করিব। গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব কি? না গেলে ত' উপায় নাই। শেষে কি সর্ব্বনাশ হইবে। কিন্তু হঠাৎ যাইবার সাধ্যইবা আমার কোথায়? আমার যে চারিদিকে জিনিষ-পত্র পয়সাটা কড়িটা ছড়ান। এ সকল জাল কুড়ান কি দু দশদিনের কাজ। তবে না হয় ননিকে খবর দিই—সে আসিয়া পঁহুছিলে আর কার সাধ্য অত্যাচার করে।

কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, সে আসিয়া যদি এই সকল কথা শুনে তবে একটা লাঠালাঠী—মারামারি উপস্থিত হইতে পারে।

ননিকেইবা তখন কে রক্ষা করিবে? আমরা স্ত্রীলোক; বরং অপমানিত হইয়া অত্যাচারের আগুণে পুড়িয়া দশ দিন ঘরে দুয়ার দিয়া কাটাইতে পারি। সে পুরুষ মানুষ—সে তেমন পারিবে না। অবশেষে কি পিশাচের হাতে প্রাণ হারাইবে। কিন্তু যাই কোথায়? এ বিপদে কাহার শরণ লই? দেশে কি মানুষ নাই—মাথার উপরে কি ভগবান নাই।

কিন্তু মানুষ কৈ! কাহার শরণাপন্ন হই—কে স্ত্রী জাতির লজ্জা নিবারক—কে দুর্ব্বলের সহায়—অরক্ষিতের রক্ষক? হঠাৎ মনে পড়িল, শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্নের কথা। তিনি বড় পণ্ডিত—অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পুরোহিত, ব্রাহ্মণের গুরু। দেশের ব্যবস্থাদাতা। মানে—সম্ভ্রমে তিনিই এদেশের শীর্ষস্থানীয়। এ বিপদে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত কিন্তু তাঁহার নাদকুণ্ড—আধক্রোশ তফাতে। তবে গ্রামের ভজহরি ভট্টাচার্য্য, মদন মুখুজ্যে, চারু বাঁড়ুয্যে, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, দামোদর দত্ত, বামাচরণ বোস, শশী সেন এ সকলকে এক একবার বলিয়া দেখা যাউক,—সকলেইত আর উমেশ চক্রবর্ত্তী নহে! ননির মাতা তখন স্খলিত-পদে, ব্যথিত-অন্তরে, কম্পিতহৃদয়ে গ্রামের সকলের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিলেন। কিন্তু কোথাও প্রাণভরা সমবেদনায় সান্ত্বনার একটু স্নিগ্ধ বাক্যও শুনিতে পাইলেন না। সর্ব্বত্রই দেখা যাবে। আচ্ছা ভাল, কতদূর কি হয় দেখ—কোথাও বা—"সীতানাথকে একবার বলিয়া দেখি। সে আমায় বিশেষ খাতির করে। কোথাওবা—তাইত এ বড় অত্যাচারের কথা কিন্তু উপায় কি! ওদের এখন অবস্থা ভাল।" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া আসিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর। দ্বিপ্রহরের খরকর দিবা-করে পৃথিবী ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। ব্যর্থচেষ্টার পূর্ণ মনোবেদনা বুকে লইয়া সেই রৌদ্রোত্তপ্ত ধরণী বক্ষে

যখন একটী রমণী অত্যাচারের আশঙ্কায় ম্রিয়মাণ হইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তখন গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকেই স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া গৃহমধ্যে ছায়াতলে চতুঃরস সমন্বিত আহার্য্য ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন।

সেই সকাল বেলা শাশুড়ী বাহিরে গিয়াছেন, এখনও ফিরিলেন না। এজন্য বধু নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। শাশুড়ী যখন সীতানাথকে তাহার পুত্রের কথা বলিতে গিয়াছিলেন, ননির স্ত্রী চপলা তখনই স্নান করিয়া আসিয়া রন্ধনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল, তারপরে শাশুড়ী "এই আসেন আসেন" করিয়া এতক্ষণ কাটাইল এখন মধ্যাহ্নকাল অতীত হইতে যায়, তথাপি শাশুড়ী ফিরিলেন না। ইহাতে সে অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত হইল, কিন্তু করে কি,—সে বউ মানুষ, কোথায় যায়। বাড়ীতে আর একটী লোকও নাই, যে, তাহাকে শাশুড়ীর অনুসন্ধানে পাঠায়। অন্যদিন হইলে প্রতিবাসী কাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইতে পারিত। আজ সে বাটীর বাহির হইতে ভয় পাইতেছে। হীরু পশুর ন্যায় তাহাদিগকে যেরূপ ভয় দেখাইয়া গিয়াছে তাহাতে বাটীর বাহির হওয়া সে নিরাপদ মনে করে নাই।

যখন সে চিন্তার দারুণ উদ্বেগ বুকে করিয়া প্রতিপত্র-কম্পনে বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিল, সেই সময় শুষ্কমুখে তাহার শাশুড়ী আসিয়া দরোজা খুলিয়া দিতে ডাকিলেন। শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চপলা ছুটিয়া গিয়া দরোজা খুলিয়া দিল এবং শাশুড়ী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে পুনরায় দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া শাশুড়ী বৌয়ে রন্ধন গৃহের দাওয়ায় উঠিলেন।

শাশুড়ীর মুখ চিন্তা-বিশুষ্ক দেখিয়া বধূ বলিল,—"মা মুখ যে শুকাইয়া গিয়াছে? ঘরে ফিরিতে এত বেলা করিলে কেন মা?"

শুষ্ক অথচ বিস্ফারিত, উজ্জ্বল অথচ করুণার্ত্তনয়নে বধূর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া, শাশুড়ী বলিল,—"এই সীতে বোস আর তার ছেলের পিণ্ডি দিবার জন্যে অনেক চেষ্টা ক'রে ফিরিতেছিলাম, আমরা তাদের কুলপুরোহিত কিনা ?"

চ। কি হ'ল ? পশুর কথা শুনে তার বাপ কি বল্লে ?

শা। সেকি তেমনি বাপ! গরীবের টাকা হ'য়েছে—ধরা সরার মত দেখছে,—অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ছে না। মানীর মান দেবতা-ব্রাহ্মণের খাতির তাদের কাছে কি আর আছে মা ?

চ। শুনে কি বল্লে ?

শা। "ছেলে আমার তেমন নয়, তাই ত বিশ্বাস হয় না"—এমনি ভাবে কতকগুলা বাজে কথা।

ব। উৎসন্ন যাবেন। তবে এত বেলা হ'ল কেন মা ?

শা। গ্রামের মধ্যে—দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছি।

ব। কেন ?

শা। কেউ যদি আমাদের সহায় হয়, কিন্তু সারাগ্রাম ঘুরিয়া দেখিলাম কেহ নাই। আমাদের সহায় নাই। রুক্ষমাথার তেল দেবার মানুষ মিলে না—তেলামাথায় তেল ঢালিতে সবাই চায়; আজকাল সীতেবোসের অবস্থা ভাল, বিশেষ সে জমীদারের কাজ করে, ভয়ে তাহার বিরুদ্ধে কেউ কথা কহিতে চায় না, আমাদের কথা কেহ কানে তোলেনা।

বধূ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"তা ভয় কিগো, এটা ইংরেজ রাজত্ব, ইংরেজ রাজত্বে পশুর বল খাটে না।" তারপরে বাটী পুরিয়া তেল আনিয়া শাশুড়ীকে মথাইয়া দিল।

শাশুড়ী পুকুরে যাইবার জন্য উঠিতেছিলেন, বধূ বলিল,—"বড় বেলা হইয়াছে মা! রৌদ্রে মাটী তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে

তখন শাশুড়ী বৌ উভয়েই মূর্চ্ছিত। দস্যুগণ গৃহমধ্যস্থ দ্রব্য লুণ্ঠন করিল। তারপরে বধূকে ধরিয়া পাথর-কোল করিয়া দুইজনে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া বাহির হইল।

সুপ্ত পল্লী পথে—জনহীন পল্লী-পথে দস্যুগণ বধূকে লইয়া দূর প্রান্তর বহিয়া যাইয়া, এক অশ্বত্থ বৃক্ষের অদূরে দাঁড়াইল, এবং বোধ হইল কাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, কেহ সেখানে আসিল না।

তখন একজন বলিল,—"কৈরে জগা! মালিক কই? এ মাল নিয়ে এখন কোথায় যাব? এ সামাল দেওয়া মোদের কাজ নয়।"

জগা বলিল,—"তাই ত রে, ব্যাটার কথা শুনে কাজে হাত দিয়ে শেষে কি জেল খেটে মরতে হবে নাকি?"

সেই দলের সোণা বলিল,—"মুই কিন্তু তখনি বলেছিলাম সীতে বোসের ছেলে, ও ব্যাটা "মারে মাছ, না ছোঁয় পানি" না দিলে পয়সা। মোদের কাজ বুঝতি বনেদি ঘরের লোক চাই।"

জ। এখন যদি শালা না আসে ত কি কর্ব্ব?

প্রথমে যে বলিয়াছিল তাহার নাম মাধা, সে বলিল,—"মাই যদি আসে, বৌটাকে এই মাঠের মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা যা ঘটিটা বাটীটা পেয়েছি, নিয়ে চলে যাব।"

সো। তবেই ত, এত খাটুনির কি এই মজুরী বাবা? বেচে কিনে দুদিনের গাঁজার পয়সাও হবে না।

জ। আচ্ছা, শালা গেল কোথায়? সে যে পাল্কী নিয়ে ঐ পুকুরের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকবে,—এলনা কেন? কোন বিপদ হয়নি ত?

জ। মোরও কিন্তু তাই বোধ হ'চ্চে,—গাটা যেন কেমন ভারি ভারি বোধ হ'চ্চে।

সো। তবে চল্, বৌটাকে ফেলে দিয়ে মোরা পালাই।

জ। বৌটা যদি বলে দেয়?

সো। ও ত অজ্ঞান—মোদের কি আর চিন্তে পেরেছে? জ্ঞান থাকলেও চিন্তে পারবে কোথা থেকে?

জ। আর যদি মরে গিয়ে থাকে?

সো। বালাই গিয়েছে।

জ। আর যদি মোরা ধরা পড়ি?

সো। যত কু-ভাবনা তুই যুটিয়ে আনতে পারিস।

জ। ভেবেচিন্তে কাজ করাই ভাল ঐ ঝিলের মধ্যে পুঁতে রেখে যাই চল, লাস না পেলে আর কি ক'রবে?

মা। সেই পরামর্শই ভাল রে সেই পরামর্শই ভাল। তাহারা তখন এদিকে—ওদিকে চারিদিকে চাহিয়া অদূরস্থিত বিলের দিকে ফিরিতেছিল। সেই সময় একজন বলিল,—"ঐ বুঝি আসছে রে।"

সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া মাধা বলিল,—"ঐ,—হ্যাঁরে, ক'জন লোক হন্ হন্ ক'রে এইদিকেই আসছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে জনপনর লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলের হাতে বড় বড় লাঠী। একজন হাঁকিয়া বলিল,—"পাকড়ো শালাদের।"

দস্যুদল বিপদ গণিল। অচৈতন্য রমণীর দেহ মাটীতে নামাইয়া সকলে লাঠি ধরিল,—কিন্তু চালাইতে সক্ষম হইল না। বিপক্ষ পক্ষ হইতে পিস্তল গর্জ্জিল,—একজন দস্যুর বামহস্তে পিস্তলের গুলি

প্রবেশ করিল। আর একজন দস্যুর মস্তকে পড়িল এবং মাথা ফাটাইয়া রক্ত বাহির করিল।

দস্যুগণ বুঝিল তাহারা পুলিশ কর্তৃক ঘেরাও হইয়াছে। অতএব বৃথা প্রাণহানি না করিয়া হাতের লাঠি ফেলিয়া ধরা দিল। কেন না বন্দুকের গুলির কাছে লাঠি কি করিবে? তাহারা গুণ্ডা, প্রকৃত ডাকাত নহে। পুলিশের লোক তাহাদিগকে বাঁধিয়া—অচৈতন্য রমণীকে তুলিয়া লইয়া থানার অভিমুখে চলিয়া গেল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নেপাল ও দরাপ

বধূকে লইয়া দস্যুগণ চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই শাশুড়ীর চৈতন্য হইল। তিনি দেখিলেন, দীপালোক বিহীন গৃহ। হুহু করিয়া বাহিরের বাতাস ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

শাশুড়ী কাঁপিয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আপনার অবস্থা, বধূমাতার অবস্থা ও ডাকাত দলের কথা মনে করিলেন। পাগলিনীর মত চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। চারিদিকে হাত বুলাইয়া বৌকে খুজিলেন, কোথাও সন্ধান নাই। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন কোথাও সন্ধান নাই! বুঝিলেন—দস্যুগণ বধূকে লইয়া গিয়াছে, আরও তাঁহার মনে হইল, এই দস্যুগণ হীরালালের প্রেরিত—হীরালাল—নরপশু পিশাচ হীরালাল ব্রাহ্মণের কুলবধূ, তাঁহার মান সম্ভ্রম ও জাতির কাঁটা এবং নয়নের মণি, স্নেহের ধন বধূকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বাহির

হইলেন। কিন্তু যাইবেন কোথায়? তখন গভীর নিশীথ কাল—বাহিরে জনমানব শূন্য। পাড়ায় পোষা কুকুর গুলা তখনও ঘেউ ঘেউ করিয়া দস্যুসমাগম ও বহির্গমন সংবাদ প্রচার করিয়া সুপ্ত পল্লীবাসীর তমোনিদ্রা ভাঙ্গিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

শাশুড়ী কোথায় যাইবেন, কি করিবেন,—কোথায় গেলে স্নেহের বধূমাতাকে খুজিয়া পাইবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল ক্রন্দনে নীরব পল্লী জাগাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একটী প্রাণীও তাঁহার বাড়ী আগমন করিল না। সুপ্ত প্রতিবাসীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল না। আসল কথা,—জাগিয়াছিল অনেকে, সংবাদ পাইয়াছিল অনেকে,—কিন্তু অসহায়া রমণীদ্বয়ের সাহায্য করিতে গিয়া কি পরের ঝগড়া ঘরে টানিয়া আনিবে? হীরালাল এরূপ একটা অত্যাচার করিবে, তাহা সে দিন সে পল্লীর প্রায় সমস্ত লোকই জানিতে পারিয়াছিল। একদিকে যেমন ননির মাতা অত্যাচার অপমানের মর্ম্মান্তিক কাহিনী বুকে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছিলেন—অপর দিকে তেমনি ননির মাতা ও ননির স্ত্রীর নামে নানাবিধ মিথ্যা কথা এবং তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার দানবীয় তাণ্ডব হুহুঙ্কার লইয়া হীরালাল সমস্ত গ্রামে শাসাইয়া ফিরিয়াছে, সকলের সাক্ষাতে স্পষ্টই বলিয়াছে,—গোণ্ডা লইয়া আজ নিশীথকালে পুরুষ-শূন্য রমণীদ্বয়ের বাড়ী প্রবেশ করিব—অত্যাচার করিব,—কাহার সাধ্য যে তাহার গতি রোধ করে।

প্রায় গ্রাম শুদ্ধ উভয় পক্ষের কথা শুনিয়াছে,—কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করা সঙ্গত বিবেচনা করে নাই। যখন চীৎকারে ক্রন্দনে তাহারা সুপ্তপল্লী মুখরিত করিয়াছে—তখনও কেহ অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই।

তবে দুইটী লোক কেবল সন্ধ্যার সময় এ অত্যাচার অসহ্য মনে করিয়া পতঙ্গ হইয়া জলন্ত বহ্নিতে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এক নেপাল মণ্ডল আর দরাপ খাঁ।

নেপাল মণ্ডল ননিদের অনেক দিনের প্রজা। সে যখন ঐ সকল ষড়যন্ত্রের কথা পরস্পর শুনিতে পাইল, তখন কি করিবে, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। গ্রামের অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক সকল যাহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল না—গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রজাগণ জমীদারের কর্ম্মচারীগণের বিরুদ্ধে কথা কহিতে যখন সাহস করিল না, তখন সে ক্ষুদ্র অসহায় কি করিতে পারে। কিন্তু জড়ের মত এ অত্যাচার দেখিয়া নীরব থাকাও নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। নীরব সন্ধ্যার ধূসর ছায়াতলে "এদ্‌গার" বাড়ীর বেদীর উপরে বসিয়া যখন নেপাল মণ্ডলের অশিক্ষান্ধকার-মগ্ন-চিত্ত এই বিষয় লইয়া তপোমগ্ন ঋষির চিত্তের ন্যায় আন্দোলন করিতেছিল, সেই সময় সেখানে দরাপ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হয়। দরাপ খাঁ বিংশবর্ষীয় যুবক এবং কিনু খাঁ নামক সামান্য এক কৃষি-ব্যবসায়ী দরিদ্র মুসলমানের পুত্র।

দরাপ গরুর ঘাস কাটিয়া লইয়া মাঠ হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল। এদ্‌গার বাধা বেদীতে চিন্তামগ্নচিত্তে নেপাল মণ্ডলকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মাথা হইতে ঘাসের বোঝা মাটীতে ফেলিয়া কাঁধের গামছায় মুখ মুছিয়া বসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"নানা, কি ভাবছো?"

নে। ভাবছি কি জানিস,—এদেশে আর থাকা হয় না।

দ। কেন নানা; কি হয়েছে?

নে। ননিঠাকুরকে জানিস?

দ। জানি বৈকি।

নে। সে বিদেশে থাকে ঘরে তার হুরীর মত বৌ আছে।

দ। আছে ত আছে,—তাই কি?

নে। বলি শোন, হীরে বোস জমিদারের পেয়ারের লোক হয়েছে—টাকা হয়েছে। বৌটিকে চায়,—কোন মাগীকে নাকি তাদের সম্মতি নিতে পাঠায়;—তারা ঝাটা পিটে করিবার ভয় দেখায়।

দ। বেশ ত—ভদ্রলোকের বৌঝির মতই কাজ করেছে।

নে। করেছে কিন্তু এখন যে বাঁচে না।

দ। কেন; কি হয়েছে?

নে। হীরালাল গোণ্ডা দিয়ে বৌটাকে আজ রাত্রে তুলে নিয়ে যাবে।

দ। হুস—এ মগের মুল্লুক কিনা, গাঁয়ে ত লোক নাই।

নে। বাস্তবিক লোক নেইরে, সারাগাঁয়ে একজনও পুরুষ মানুষ নাই। পুরুষ মানুষ থাকলে, মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার সহ্য করিতে পারে না।

দ। মেয়ে দুইটীকে সংবাদ দাও;—তারা প্রতিবাসীদিগকে জানাক।

নে। জানাইয়াছে, গ্রামের সবাই শুনেছে কিন্তু কেহই কোন কথা কহে না।

দ। সত্যি নাকি?

নে। হাঁ।

দ। তবে আমাদের পাড়ার যোয়ান গোছাও—আমাদের ওদের রক্ষা করব।

নে। তার চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু কেউ স্বীকার হয় না, সবাই জমিদারের ভয় করে।

দ। বল কি নানা? মুসলমানের রক্ত কি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নে। তারা বলে হিন্দুতে হিন্দুতে হচ্চে, আমরা মাঝে পড়ে বিপদগ্রস্ত হতে যাব কেন?

দ। সে ভুল,—কিন্তু আর ত তাদের ভুল ভেবে কাজ করবার সময় নাই। এখন তুমি আমি কি করতে পারি; তাই ঠাওরাও।

নে। তুই আমার সাহায্য করবি?

দ। তোমার সাহায্য কি নানা;—বল, মানুষ হ'য়ে মানুষের যা কাজ, তাই করবি? বল্‌না কি করতে হবে?

নে। থানায় যেতে পারিস?

দ। কেন পারবনা।

নে। এখনি যেতে হয়।

দ। বাড়ীতে ঘাসের বোঝাটা ফেলেই যাই। গিয়ে কি করতে হবে বলে দাও?

নে। দারোগা বাবুকে সব কথা বল্‌বি—মুঁইতলার গোণ্ডাগণ বৌটাকে নিয়ে যাবে—হীরুও সেখানে উপস্থিত থাকবে—সেইখানে সব গ্রেপ্তার করা যাবে।

দ। এ গোপন খবর তুমি জানলে কি রকমে নানা?

নে। ঝড়ো বাগ্‌দীকে ঐ দলে দিয়েছি—সে, সব খবর এনে দিয়েছে।

দ। সেলাম নানা; এখন তবে যাই?

নে। হাঁ; বিলম্ব করলে কিন্তু ঠিক সময়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছিতে পারিবে না।

দ। না-না বিলম্ব করিব কেন?

দরাপ চলিয়া গেল। নেপাল আরও কিয়ৎক্ষণ সেখানে বসিয়া

বসিয়া চিন্তা করিয়া, তারপরে উঠিয়া গেল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং উজ্জল সান্ধ্য-তারা গগণ প্রান্তে বসিয়া কিরণ দানে জগতের অন্ধকার ঘুচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল।

তারপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আমরা তাহা জানিতে পারিয়াছি।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাপ।

সমস্ত রাত্রি আকুল ক্রন্দনে অতিবাহিত করিয়া পর দিবস প্রভাতে ননির মাতা বাটীর বাহির হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভীষণ ঝটিকায় প্রকৃতি যেমন ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রভাতে উদাস ছিন্ন দৃশ্যে পরিণত হয়, ননির মাতার অবস্থাও তদ্রূপ।

তিনি একবার বধূশূন্য বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন সব শূন্য। বিজয়া দশমীর প্রভাতে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য—উদাস—হাহাকার করে; বধূশূন্য বাড়ী আজ তাঁহার তেমনই হাহাকার করিতেছে।

রোদন-লোহিত চক্ষুতে আবার জল আসিল, আঁচলে সে জল মুছিতে মুছিতে তিনি প্রতিবাসীগণের দ্বারস্থ হইলেন।

ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশায়ক—সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন, মুসলমান-দিগের বাড়ী বাড়ী ফিরিলেন,—জনে জনের নিকটে মর্ম্মবাণী জানাই-ইলেন, তাহারাও সকলে সমবেদনা জানাইতে ক্রটী করিল না। তবে বধূর সন্ধানে সাহায্য বা কোন প্রকারে সহায়তা করা যুক্তিযুক্ত

মনে করিল না। ননির মাতা কেবল মুখের সহায়তা পাইয়া সন্তোষ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। রাস্তার ধারে—প্রস্ফুটিত কুসুমভারাবনত কদম্ব বৃক্ষতলে দুঃখ—চিন্তা—শোক-ভারাবনত হৃদয় লইয়া ননির মাতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই—কি করিয়া বধূমাতার সাক্ষাৎ পাই! এ গ্রামের একটী মানুষেও কি দুঃখীর সহায় নাই। হা' ভগবান! না জানি আমার মা—আমার সরলা সতী বৌমার উপর পাষণ্ড কি অত্যাচারই না করিয়াছে। 'মাকি আমার জীবন, আর নারী জন্মের সার সতীত্ব লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিতে পারিবে? মধুসূদন! তুমি দীনের সহায়—সতীর রক্ষক, তোমা বই আর কাহারও সাধ্য নাই যে এ বিপদে রক্ষা করে!

মানুষ বিপদে পড়িয়া ভগবানের নাম—নির্ভর করিতে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে পারে না। পারে না বলিয়াই বোধ হয়, প্রত্যক্ষ সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে। ননির মাতাও নির্ভর করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিধানের শ্লথ বসন টানিয়া পরিয়া—মস্তকের আলু-থালু কেশ পাশ টানিয়া বাঁধিয়া, নাদকুণ্ডু গ্রামের পথ ধরিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলেন। মাঠে তখন কৃষকেরা লাঙ্গল লইয়া ভূমি কর্ষণ করিতেছিল। কোথাও দলবদ্ধ হইয়া ধানের জমিতে নিড়ান দিতেছিল। কোথাও কোদালি করিয়া ভবিষ্যৎ শস্যের জন্য জমি প্রস্তুত করিতেছিল। রাখালেরা গরু লইয়া কেবল মাঠে আসিয়া প্রথম গোষ্ঠ গাহিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

সমস্ত মাঠে তখন রৌদ্র পড়িয়াছিল। ননির মা তাহাদিগের দিকে চাহিতে চাহিতে পথ বহিয়া চলিয়াছিলেন,—তাঁহার-দুঃখভার-ক্লিষ্ট-

চিত্তে এই উদয় হইতেছিল—জগতের সকলেরই জন্য শান্তি আছে, সকলেই সুখ ও শান্তিতে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে উঠিয়াছে—সকলেরই যে যে ছিল, সে সে আছে। সকলেই ভরা-বুকে হাসিমুখে আপন আপন কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। কেবল আমি এই সুখের জগতে খালিবুকে হাহাকার লইয়া ফিরিতেছি। আর আমার বৌমা—কোন সর্ব্বনেশেদের হাতে পড়িয়া দুঃখের মর্ম্মান্তিক শক্তিশেলে ছট্‌ফট্ করিতেছে। হায়, আমাদের কোন অশান্তি ছিল না,—শাশুড়ী-বৌ'য়ে দুঃখের ভাত সুখ করিয়া খাইয়া অতি শান্তিতে দিন কাটাইতেছিলাম। যে দস্যু আমাদের এই সুখের ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিল—ভগবান! তাহার বিচার করিও। ক্রমে তিনি নাদকুণ্ড গ্রামে উপস্থিত হইলেন।

শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্নের বাড়ী কোন দিকে, তাহা ননির মা অবগত ছিলেন না। এক কৃষকবধূ মৃৎ-কলসী কক্ষে লইয়া মিত্র বাবুদের পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, ননির মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা বাছা; শ্যামাচরণ স্মৃতিরত্নের বাড়ী কোন দিকে?"

কৃষকবধূ অচঞ্চল দৃষ্টিতে ননির মার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন না; তিনি আপনার কে হন?"

ন-মা। কেউ হন না, মা। আমি বড় বিপদে পড়িয়া তাঁহার কাছে যাইতেছি।

কৃ-ব। তাঁহারও বড় বিপদ। ঐযে খেজুর গাছটা দেখেচেন তার বাঁ পাশ দিয়ে চলে যান—একটু গেলেই সামনে বেলগাছওয়ালা বাড়ী।

ন-মা। তুমি বল্‌ছিলে তার বড় বিপদ,—কি বিপদ মা?

কৃ-ব। পরশু রাত্রে তাঁর বড় ছেলেটি মারা পড়েছে। আহা, ছেলেটি যেন সোণার কার্ত্তিক।

ননির মাতা চমকিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, যে আশায় তিনি এত পথ অতিক্রম করিয়া আসিলেন, এই দুর্দ্দিনে—এই ঘোর বিপদ-তরঙ্গে আশ্রয় লইবেন বলিয়া বুক বাঁধিয়া আসিতেছিলেন সে আশা শূন্যে পরিণত হইল। সে আশ্রয় বুঝি কোন দানব অপহৃত হইয়া গেল। ব, সমাজের

তিনি আর কোন কথা কহিলেন না, কৃষক-বধূর প্রদর্শিত পথ ধরিয়া তাহাতে চলিয়া গেলেন। কৃষকবধূ পশ্চাৎ ফিরিয়া দুই দেখিল, ঠিক পথে গেল কি না। যখন দেখিল, ঠিক তখন সে জল আনিতে চলিয়া গেল।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কিন্ত

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আলোচনা

প্রশান্ত মূর্ত্তি স্মৃতিরত্ন ঠাকুর বহির্ব্বাটীস্থ ক্ষুদ্র দাবায় বসিয়া একজন লোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। উভয়ে আসনে উপবিষ্ট।

ননির মা স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের নাম শুনিয়াছিলেন, কখনও চক্ষুতে দেখেন নাই। কিন্তু মস্তকে শিখা, দীর্ঘদেহ ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলেন, ইনিই স্মৃতিরত্ন ঠাকুর হইবেন। তিনি উঠিয়া সেই কুটীরের দাবায় বসিলেন।

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন,

কোন কথা কহিলেন না। এইরূপ অনেক লোক সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে আগমন করিয়া থাকে,—কেহ বিবাহ-অন্নপ্রাশনের দিন দেখাইতে আসে। কেহ কন্যা বা বধূর শ্বশুর বাড়ী বা বাপের বাড়ী যাইবার দিন দেখাইতে আসে। কেহ কেহ একাদশী কবে শুনিতে আসে। কেহ কেহ বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা-পত্র লইতে আর ৺সুতরাং যাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তাহার কথা মর্ম্মান্তিক য়া নবাগত স্ত্রীলোকটির সহিত কথা কহিবেন, স্থির অশান্তি ছিল ননির মাতারও অনেক কথা বলিবার আছে বলিয়া অতি শান্তিভেঙ্গ শেষের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং মনো- সুখের ঘরে আভুয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি নাদকুগু। কথা হইতেছিল ;—স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন—

শ্যামাচরণ স্মৃতির টোকার করি কি করিয়া! হইতে পারে কায়স্থ ছিলেন না। এক র দিতেও তাঁহারা ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু পুকুরে জল আনিতে এতদিন যে না ছিল তা নয় ; তবে এতদিন করিলেন, "ত্যাগাহার করিয়া আসিলেন কেন? কায়স্থ ক্ষত্রিয় দিকে?" স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া নহে ;—আমার বিশ্বাস জাতি

কৃষকবধূ —আচার ব্যবহার ও বৃত্তি যত উচ্চ হইবে, সমাজের করিল,- । হইবে—"

াধা দিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"তবে স্মৃতিরত্ন দা, আর আপত্তি করিয়া কাজ নাই,—স্বীকার করা যাক,— মিত্তিরদের বাড়ী শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যাক। তোমার ত নিমন্ত্রণ হবে—তারা ব'লেছে, ডবল বিদেয়, আর ডবল সিদে দেবে।"

স্থ। তা'ত দেবে ভায়া,—কিন্তু অশৌচ নেবে যে বারদিন,

তেরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে ও দান দিবে—ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে—তা হইলে অশৌচান্ন ভোজন করা হইবে যে। এ ব্যবস্থা আমি কি করিয়া দিব ?

বাঁ। ভাল, আমার সঙ্গে তোমার তর্ক হ'উক। অবশ্য আমি শাস্ত্র জানি না—যুক্তিও ত শাস্ত্র।

স্ব। হাঁ, বল।

বাঁ। এই তুমি বলিলে, জাতি যত উন্নত হইবে, সমাজের তত উন্নতি হইবে, তবে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতেছে; তোমার তাহাতে আপত্তি কি ?

স্ব। প্রথমে ধর কায়স্থ প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না,—

বাঁ। তোমার মত কি ?

স্ব। শাস্ত্রের কথা লইয়া কাজ নাই। ধর কায়স্থ ক্ষত্রিয়। কিন্তু মাসাশৌচ ব্যবহার হইতেছে কেন ?

বাঁ। হইতেছে ভুলক্রমে।

স্ব। কাহার ভুল ?

বাঁ। কায়স্থদিগের পিতৃ-পিতামহের।

স্ব। ভাল,—পিতৃ-পিতামহের ভুল শোধরাইবার জন্ত ব্যস্ত হইবার এত শীঘ্র প্রয়োজন কি ছিল ?

বাঁ। অনর্থক একমাস কষ্ট করিবার আবশ্যকই বা কি ?

স্ব। এখনকার চেয়ে তখনকার জাতি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আচারবান ছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, যদিও অতীত কোনও কালে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমানে আচার ব্যবহার ও বৃত্তি সমুদয়ই শূদ্রবৎ হইয়াছে,—অতএব অশৌচও শূদ্রের ন্যায় কর্ত্তব্য। বোধ হয় তাই করিয়াছিলেন।

বা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি যুদ্ধ—কিন্তু বর্ত্তমানে দেশ পরাধীন—সুতরাং সে বৃত্তি এখন পরিচালনার উপায় নাই, তাই তাঁহারা যুদ্ধ ছাড়িয়াছেন—অথবা তাঁহারা মসিজীবী ক্ষত্রিয়।

স্ব। না গো, যুদ্ধই কেবল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, দেশের জন্য—দশের জন্য—পরের উপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, বা আশ্রিত জীবের জীবন রক্ষাই ক্ষত্রিয়জীবনের সার ব্রত বা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। একসময় কৃত্তিকান্তে শনিগ্রহ রোহিণী ভেদ করিয়া গমন করিবেন, এবং সেইজন্য দেশে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতি হইবে। দৈবজ্ঞ-মুখে এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয় দশরথ বশিষ্ঠাদি মুনিগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, শনির প্রকোপ হইতে যাহাতে প্রজাগণ রক্ষা পায়, তাহার উপায় করুন। তাঁহারা বলিলেন,—না, তাহা হইবার নহে। ইহার ফল অনিবার্য্য। তখন দশরথ অনন্যোপায় হইয়া নিজের বিপদ লক্ষ্য না করিয়া, অস্ত্র মাত্র গ্রহণ করিয়া শনির সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। যুদ্ধে জয়ীও হইলেন। শনি তাঁহার যুদ্ধ বিদ্যার অপূর্ব্ব শক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া বলিলেন—"বর গ্রহণ কর।"

দশরথ বলিলেন,—"অন্য বর চাহি না প্রভু; তোমার কুদৃষ্টি হইতে যাহাতে জগত্রয় রক্ষা পায়, তাহাই কর। জগতের হিতই আমার হিত।"

এইরূপ প্রাণেই ক্ষত্রিয়ের প্রাণ। হইতে পারে অনেক কায়স্থের প্রাণ এইরূপ,—তাঁহারা দেশের সেবায়—দশের সেবায় নিযুক্ত, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে আসেন, দ্বাদশ দিনে তাঁহাদের অশৌচ যাইতে পারে—কেননা তাঁহারা নিত্য পবিত্র। কিন্তু এই যে ক্রূরমতি অনার্য্য-স্বভাব শূদ্র-বৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহাদের অশৌচ

দ্বাদশদিনে যায় কি করিয়া? আমি বলি কি আগে কায়স্থ হ'য়ে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়রূপে প্রস্তুত করিয়া, তারপরে ক্ষত্রিয়াচার ধরিলে ভাল হয়। জাতির উন্নতি ও অবনতি আছে। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বাঁ। কথা কিন্তু গায়ে পড়ে।

স্ব। সে কি প্রকার ভায়া?

বাঁ। যদি কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়াও শূদ্রাচারবশতঃ এক মাস অশৌচ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। তবে অকার্য্য-কুশল এখনকার ব্রাহ্মণ একমাস অশৌচ ভোগী না হইবেন কেন?

স্ব। শুধু অশৌচ ভোগী কি ভায়া! আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে অনেক ব্রাহ্মণ-নামধারী কদাচারী ব্রাহ্মণকে পৈতা-হীন করিয়া ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত করাইয়া দিতাম। আমার বিশ্বাস, সমাজের জাতিগত এইরূপ উন্নতি ও অবনতি না থাকাতেই হিন্দু সমাজের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণের জীবের আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিবারণই কার্য্য ছিল, তাঁহারাই এখন আধ্যাত্মিক অগণিত কষ্টগ্রস্ত ভায়া; হিন্দু-সমাজের নিয়ম ছিল কি জান;—ব্রাহ্মণ সারা বিশ্বের জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবে, আপনার তপোবলে জীবের হৃদয়ে অমৃত-ধারা বহাইবে। আর ক্ষত্রিয় বিপন্নের রক্ষা করিবে—আশ্রিতের প্রতি-পালন করিবে—আর্ত্তের সেবা করিবে। বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য করিয়া আপন আপন দেশের খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করিবে। শূদ্র ঐ সকল কার্য্যের ঐ তিন জাতির সহকারী হইবে—চাকুরী করিবে। এখন সকলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্বের দাবী করিতেছে, করুক উন্নত হউক, কিন্তু আচারে উন্নতি করিবে না—প্রাণে উন্নতি করিবে না—বুদ্ধির প্রসারণ করিবে না। কেবল যাহা ক্রূরতা—আর

আত্মকলহ; তাহাই জড়াইয়া আনিয়া সমাজে গোলযোগ বাধাইবে।

বাঁ। তবে কি নিম্নজাতি উচ্চ জাতিতে পরিণত হইতে পারে?

স্ম। হাঁ তা পারে। বিষ্ণু পুরাণে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ আছে—অন্যত্রও আছে।

বাঁ। যাক—অত আলোচনা করিয়া এখন আর কি হইবে। এখন মিত্তিরদের বাড়ী নিমন্ত্রণের কি?

স্ম। জানিত ভায়া, দ্বাদশদিন অশৌচ গ্রহণকারী কায়স্থের নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মত। কিছুতেই পারিব না।

বাঁ। দয়াল মিত্তির কাল বলিতেছিল,—স্মৃতিরত্ন ঠাকুর যদি আমাদের প্রতি এমন অসদয় ব্যবহার না করিতেন তবে কি আর ওঁর ছেলেটি মারা পড়িত।

স্ম। ছেলে মারা পড়ার সহিত ইহার কি সম্বন্ধ?

বাঁ। দয়াল মিত্রের জামাই বড় ডাক্তার—আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে পারিতেন।

স্ম। দয়াল মিত্রের জামাই যাহাকে চিকিৎসা করে, সে কি মরেই না? আর আমার বিবেক ও ধর্ম্মবিসর্জ্জন না দিলে যদি ছেলে না বাঁচে—না বাঁচুক। ব্রাহ্মণ হইয়া বিবেক ও ধর্ম্মবিসর্জ্জন দিতে কেহই পারে না।

বাঁ। তবে কি করা যাইবে?

স্ম। কি করিবে? আমি কখনই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না।

বাঁ। তা হইলে কেহই যাইবে না। সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছে।

স্ম। ভালই—যাওয়াও উচিৎ নহে।

তখন বাঁড়ুয্যে মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সময় বাড়ীর মধ্যে সমবেত ক্রন্দনের রোল উঠিল।

ননির মাতা করুণ-বিষন্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার পুত্র মারা পড়িয়াছেন শুনিয়া এখন বুঝি বাড়ীতে কোন আত্মীয় আসিয়াছেন?"

স্মৃতিরত্ন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকোচ্ছ্বসিত কাতরস্বরে বলিলেন,—"হাঁ। আমার এক শ্যালিকার আসিবার কথা ছিল তিনি বুঝি আসিলেন।"

ন-মা। আমার অদৃষ্ট বশতঃ আপনার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—আমি বড় বিপদে পড়িয়াই আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম।

"বস; আমি আস্‌ছি"—কত কাতর ও উদাসভাবে এই কথা বলিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ননির মাতা তারপরে অনেকক্ষণ সেখানে একা বসিয়া বসিয়া বৌমার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া দুঃখে, মোহে ও ক্ষোভে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। আর বসিয়া কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহার মনে হইল,—স্মৃতিরত্ন ঠাকুর যে প্রকার বিপন্ন ও পুত্রশোকাতুর, ইঁহার পরিবারবর্গ যে প্রকার শোকাচ্ছন্ন,—তাহাতে যে ইঁহার দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহার আশা নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ করিয়া কাজ নাই;—তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। আবার মনে করিলেন, যখন আসিয়াছি তখন কথাটা স্মৃতিরত্ন ঠাকুরকে একবার জানাইয়া যাওয়া ভাল। কিন্তু তাঁহার বহিরাগমনের শীঘ্র সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ননির মা বাটীর মধ্যে গমন করিলেন, তখন ক্রন্দন-রোল থামিয়া গিয়াছিল, এবং সকলে দাবায় বসিয়া ছেলে যে প্রকারে মারা গিয়াছে, সে যে প্রকার সুশীল শান্ত ও গুণবান ছিল এবং ভবিষ্যতে প্রকার হইতে পারিত—

তাহারই বর্ণনা-রূপ শোক কাহিনীর আলোচনা হইতেছিল; স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও সেই স্থানে ছিলেন কাজেই ননির মাতা ম্লান-বিষণ্ণমুখে সেখানে দণ্ডায়মান হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সহানুভূতি।

রোদন-লোহিত উদাস-বিস্ফারিত নয়নের করুণ দৃষ্টিতে ননির মাতার মুখের দিকে চাহিয়া শোক-বাষ্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠে, বড় মৃদুস্বরে একটি রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে গা, আমিত চিনিতে পারিলাম না?"

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের স্ত্রী, বয়সে প্রৌঢ়া,—দেহ দীর্ঘ সম্পূর্ণ, বর্ণ গৌর, মুখ-সৌন্দর্য্যে আর্য্য নারীর প্রতিভা বিদ্যমান। কিন্তু পুত্র শোকাগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ এবং তাহাতেই অতিশয় ম্লান।

ননির মাতা বলিলেন,—"আমার বাড়ী চাঁদের হাট। আমি চক্রবর্ত্তীদের বৌ।"

স্মৃতিরত্নের স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন,—"মা! আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে; বার বছরের ছেলে যমের মুখে দিয়েছি।"

ননির মাতাও কাঁদিলেন। ছেলের মা ছেলের শোক সহজেই বুঝিতে পারে।

তারপরে স্মৃতিরত্নের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমিত মা কখনও আমাদের বাড়ী এসনি, আজ কি মনে ক'রে?"

ন-মা। আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছিলাম মা; কিন্তু

আমি এমনই হতভাগিনী যে, আমার বড় আশায় বড় নিরাশা জন্মিয়া গেল—তোমরাও বড় কাতর।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় এই সময় বলিলেন,—"ও; তুমিই বাহিরে বসিয়াছিলে না?"

ন-মা। হাঁ বাবা! আমিই বসিয়াছিলাম।

স্মৃ। কি জন্ম আসিয়াছ?

ন-মা। তা' আর বলিয়া লাভ নাই,—বলিতেও সাহস নাই—তোমরাও বড় বিপন্ন।

স্মৃ। যখন আসিয়াছ, তখন বল।

ননির মাতা হীরা বস্তুর সমস্ত কথা ও গত কল্য বধূ হরণ প্রভৃতি বিষদভাবে বর্ণনা করিলেন। সকলেই স্থির কর্ণে তাহা শ্রবণ করিলেন।

কথা সমাপ্ত হইলে, গম্ভীরভাবে স্মৃতিরত্ন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—" তা' আমার কাছে কেন আসিয়াছ?"

ন-মা। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী—হিন্দু-মুসলমান—ধনী নির্ধন—সকলেরই দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াছি,—কিন্তু দুঃখিনীর দুঃখে কেহই সহায় নাই। কোথায় যাব—কি করিব, ভাবিয়া পাই নাই। আপনার দ্বারা সাহায্য পাইব কি না, আপনি কিছু করিতে পারিবেন কি না পারিবেন তাহাও ভাবিয়া পাই নাই—মনের জ্বালায় ছুটিয়া আসিয়াছি। দশ যায়গায় যেমন ফিরিয়াছি, হয়ত আপনার দুয়ার হইতেও তেমনই ফিরিব—হয়ত অভাগিনী বৌমার সন্ধান হইবে না—হয়ত পিশাচের পৈশাচিক অত্যাচারে সে চূর্ণ হইয়া যাইবে।

স্মৃতিরত্ন অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আমি চারিদিক হইতে বড় বিপন্ন।" বর্ষিয়সী সুধার মা সেখানে

দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি গম্ভীরমুখে বলিলেন,—"হ্যাঁ, তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, তা' আবার পরের সাহায্য করিতে যাইবে।"

স্মৃতিরত্নের স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন'—"আমাদের এই দুঃখের অন্ত করিবার কোন উপায় নাই,—সহস্রদিন ধরিয়া কাঁদিলে বা শত শত লোকের কৃপা-করুণা পাইলে আমাদের ধন আর ফিরিবে না,—কিন্তু এখনও চেষ্টা করিলে, যদি ব্যথিতা রমণীর ব্যথা বিনষ্ট করা যায়, চেষ্টা দেখিতে হইবে বৈ কি। আহা বড় দুঃখে—বড় কষ্টে—বড় নিরুপায় হইয়াই উনি আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন।"

স্মৃতিরত্ন একবার বিস্ফারিত নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন—কোন কথা কহিলেন না।

কিঞ্চিৎ আশা পাইয়া ননির মাতা মৃদু-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, —"আমার সাহায্য করিতে হইলে এখনই যাইতে হয়।"

সুধার মা বলিল,—"তোমার দেখচি মা, আক্কেল নাই; এখন কি যেতে পারেন?"

স্মৃতিরত্নের স্ত্রী করুণস্বরে কহিলেন,—"নিঃসহায় রমণীর এ বিপদকালে আক্কেল বজায় রাখা দুর্ঘট।"

স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—"আমি কোথায় গেলে, তোমার পুত্রবধূর সন্ধান পাইতে পারিব?"

ন-মা। তাকি আমি জানি বাবা! জানিলে তোমার এই স্থানে না আসিয়া সেই স্থানে যাইতাম।

স্মৃ। কোন প্রকার সন্ধান পাও নাই?

ন-মা। না, বাবা।

স্মৃ। (গৃহিণীর প্রতি) আমার চাদরখানা আর ছাতাটি দাও।

স্মৃতিরত্নের স্ত্রী তাড়াতাড়ি চাদর ও ছাতা আনিয়া দিলেন,

এবং বলিলেন,—"এখনও প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই। সেটা সারিয়া গেলে হইত না?"

"বিপন্নের সাহায্য করাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ উপাসনা"—এই কথা বলিয়া স্মৃতিরত্ন চাদরখানা স্কন্ধোপরি রক্ষা করিয়া ছত্রটি হস্তে লইয়া বিপদবারিণী শ্রীদুর্গানাম উচ্চারণ করিতে করিতে বাটী হইতে বাহির হইলেন।

ননির মাতাও গমনোদ্যতা হইলেন, স্মৃতিরত্নের স্ত্রী বলিলেন,—"তুমি এখানে এ বেলা থাকিয়া যাও মা; বাড়ীতে কেহ নাই—এ বিপদে একমুঠা অন্ন পেটে পড়িবে না।"

ননির মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"যার বেটার বৌ দস্যু-করে—কোন গোপন যায়গায় অপহৃতা সে কোন সুখে ভাত জল খাবে মা?"

সে কথার প্রত্যুত্তর না হইতে হইতেই ননির মাতা চলিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ডিক্রীজারী।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় স্মৃতিরত্নের বাড়ী হইতে একেবারে দয়ালচন্দ্র মিত্রের ভবনে গিয়া দর্শন দান করিলেন। দয়াল মিত্র গ্রামের মধ্যে ধনীলোক এবং বিষয়কর্ম্মে ও মামলা-মোকদ্দমায় ভারী নাম জাদা। তাঁহার শাসনে বাঘে-বকরীতে একঘাটে জল খায়। তাঁহার নামে স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের লোক হাড়ে কাঁপে। দয়াল মিত্র ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতে নূতন উপবীত গ্রহণ

করিয়াছেন, সংপ্রতি তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় দ্বাদশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিবেন, শ্রাদ্ধের আর তিনদিন মাত্র বিলম্ব।

ব্রাহ্মণ ও স্থিতিশীল কায়স্থগণ তথা নবশায়কগণ তাঁহার বাড়ী খাইতে স্বীকৃত হইতেছে না। তাহারা বলিতেছে—যদি স্মৃতিরত্ন ব্যবস্থা দেন, আর নিমন্ত্রণে আসেন, আমরাও যাইব—নতুবা না।

যতদিন হইতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, ততদিন হইতেই স্মৃতিরত্নকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু স্মৃতিরত্ন স্বীকৃত হইতেছেন না, তার জন্য তিনি গোপনে গোপনে স্মৃতিরত্নকে বশে আনিবার জন্য আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে সে চক্রজাল বিচ্ছিন্ন করিবেন বলিয়া থাকেন।

দয়াল মিত্র যখন আত্মীয়-স্বজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রাদ্ধবিষয়ক দ্রব্যাদির আয়োজন-তালিকার আলোচনা করিতেছিলেন সেই সময় বাঁড়ুয্যে মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে দেখিয়া মুরুব্বিয়ানা গম্ভীরস্বরে হাসির ঈষৎ বিকাশ করতঃ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"কি ভায়া! খবর কি?"

মিত্র মহাশয়ের ভগিনীপতি চারুচন্দ্র ঘোষ এই কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন, এবং শ্যালকের পার্শ্বে বসিয়া দ্রব্যাদির তালিকার আলোচনা করিতেছিলেন, তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আগমন করিলেন অথচ কুলীন কায়স্থ হইয়া তাঁহার শ্যালক শিরোনমন করিলেন না। তিনি তখনও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন গ্রহণ করেন নাই। জাতি কায়স্থ স্থলে ক্ষত্রিয় বলেন নাই। কিন্তু তখন কোন কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

মিত্র মহাশয়ের কথার উত্তরে বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন,—"খবর বড় সুবিধা নয়।"

মিত্র। কিসের খবর সুবিধা নয়?

বাঁ। স্মৃতিরত্নের।

মিত্র। কি বলে?

মিত্র মহাশয়ের ভগিনীপতি চমকিয়া উঠিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ আচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে কায়স্থ হইয়া "কি বলে"—কে বলিতে পারে।

বাঁ। কিছুতেই না, তিনি বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় হউন ক্ষতি নাই। কিন্তু যতদিন ক্ষত্রিয় আচারবান না হইতেছেন,—ক্ষত্রিয়ে-চিত প্রাণ না হইতেছে, ততদিন দ্বাদশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিলে অশৌচ যাইবে না। অতএব এতকাল যে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন এখন হঠাৎ দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত ও ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিলে আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিব না,—তা হইলে অশৌচান্ন গ্রহণ করা হইবে!

ক্রোধে মিত্র মহাশয়ের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মুখে অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন,—"জানে দাও, ও ব্যাটা বিট্‌লে বামুন না এলে আমার মায়ের শ্রাদ্ধ বন্ধ হইবে না।"

বাঁ। স্মৃতিরত্ন না আসিলে কোন ব্রাহ্মণ আসিবে না।

মিত্র। না আসে না আসুক; রাঁধুনি বামুনের জাত না আসিলে ক্ষত্রিয়ের কাজ পণ্ড হয় না। বামুন জাত চিরকালই ক্ষত্রিয়ের দাসত্ব করিয়া ফিরিয়াছে।

মিত্র মহাশয়ের ভগিনীপতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"হরে! আমার গাড়ী ডাক আমি এখনই বাড়ী যাব।"

দয়াল মিত্রের পিতৃব্য রামবাবু বলিলেন,—"সেকি, বাবা?"

চারু। না মহাশয় যেখানে ব্রাহ্মণের নিন্দা হয়, সেখানে

কায়স্থ দাঁড়ায় না। যেখানে ব্রাহ্মণ অনাদৃত, সেখানে ঘোষ বংশ জল গ্রহণ করে না।

অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইল; চারু ঘোষ কিছুতেই বুঝিলেন না। অধিকন্তু প্রকাশ করিলেন, যদি ব্রাহ্মণগণ অশৌচান্ন বলিয়া শ্রাদ্ধদিনে না আসেন, তবে তিনিও আসিবেন না।

মিত্র মহাশয়েরা বিপদ গণিলেন; চারু ঘোষ সমাজপতি লোক,—তিতি যদি না আসেন সমাজের তিনভাগ লোক আসিবে না।

দয়াল মিত্র অনেক দিন পর্য্যন্ত স্মৃতিরত্নকে বশে আনিবার জন্য অনেক কৌশল করিয়া আসিতেছেন কিন্তু স্মৃতিরত্ন কিছুতেই অশাস্ত্রিয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, জানাইতেছেন; তখন তাঁহার শেষ অস্ত্র স্মৃতিরত্নের নামে এক মিথ্যা মোকর্দ্দমা রুজ্জ করিয়াছিলেন; এবং সমনাদি গোপন করিয়া পাঁচশত টাকার ডিক্রি করিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ তিনি সেই ব্রাহ্মাস্ত্র ক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এবং ডিক্রিজারী করাইবার জন্য তথনই একজন লোক কোর্টে পাঠাইয়া দিলেন,—তাহাকে বলিয়া দিলেন, যত খরচই হউক কাল প্রত্যুষে স্মৃতিরত্নের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি আমার বাড়ী আনা চাই। দরিদ্র বামুন তা হইলে না আসিয়া কখনই থাকিতে পারিবে না।”

আদেশ পালন জন্য তখনই লোক চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহা অতি গোপন ভাবেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

থানায়

স্মৃতিরত্নঠাকুর বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু যাইবেন কোথায়? ননির মাতার বৌমা কোথায় অপহৃতা হইয়াছেন, কোথায় গেলে তাঁহার সন্ধান মিলিবে সে সকল বিষয়ের সবিশেষ তত্ত্ব না লইয়াই বাড়ীর বাহির হইয়াছেন,—তারপরে যে কার্য্যে তিনি বাহির হইয়াছেন, তাহাতে সফলকাম হইবেন কিনা,—তাহাতে সুফল কি কুফল ফলিবে, তাহার আলোচনা না করিয়াই বাটীর বাহির হইয়াছেন। এখন কোথায় যাইবেন? কি প্রকারে তাহার সন্ধান করিবেন—আর সন্ধান ও সাহায্য করিলে, হীরালাল ও সঙ্গীগণ তাহার উপরে কি ব্যবহার করিবে, একবার সে কথা মনে হইল,—কিন্তু তখনই তাহা মন হইতে অপসারিত করিয়া দিলেন। বিপন্নের উদ্ধার করিতে হইবে—শরণাগতের রক্ষা করিতে হইবে, তাহার জন্য আবার অগ্র পশ্চাৎ ভাবনা ভাবিতে যায় কে? কিন্তু তিনি কোথায় গেলে সন্ধান পাইবেন।

গ্রামান্তরের মাঠে দাঁড়াইয়া স্মৃতিরত্ন চিন্তা করিলেন। তারপরে স্থির করিলেন,—থানায় গিয়া একবার সন্ধান করা যাউক,—"যদি এই ঘটনা কোন প্রকারে থানার কর্ম্মচারীগণের কর্ণে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা হয় ত অনুসন্ধানে লিপ্ত হইতে পারেন সেখানে কোন প্রকার তথ্যও অবগত হওয়া যাইতে পারে। আর যদি থানার কর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ে কিছু না জানিয়া থাকেন, তবে সেখানে ইহা জানাইয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করাও প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া থানা অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিয়াছে। অনল কিরণবর্ষী মার্ত্তণ্ডদেব মধ্য গগনের প্রায় কাছাকাছি হইয়াছেন। থানা বাটীর সম্মুখবর্ত্তী দেবদারু-শ্রেণীর শ্যাম সবুজ পত্রকুঞ্জে বসিয়া পাখীরা উচ্চস্বরের বিস্তার করিতেছিল এবং পুষ্করিণীর নীলজলে মৎস্যকুল ভাসিয়া আনন্দবারতা ঘোষণা করিবার চিন্তা করিতেছিল। থানার দারোগাবাবু তখন ভোজনাদি ব্যাপারের জন্য বাসা বাড়ীতে গমন করিতেছিলেন। একজন স্থুলাকায় প্রৌঢ় একখান ভগ্ন চৌকিতে বসিয়া গোলাপী বিড়ির ধূমপান করিতেছিলেন এবং পার্শ্বের চালাঘরে তিনজন পশ্চিমদেশীয় সিপাহী ডাল রুটী পাকাইতেছিল।

স্মৃতিরত্ন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে থানা ঘরে উঠিয়া নিজের চাদরে মুখ মুছিয়া ধূমপান-নিরত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনিই কি দারোগাবাবু?"

প্রৌঢ় বাবু স্মৃতিরত্নকে চিনিতেন। তিনি একটু হাত তুলিয়া বলিলেন,—"প্রণাম মহাশয়! আপনি কি আমায় চেনেন না? আমি রামচন্দ্র বিশ্বাস, আমি জমাদার। দারোগাবাবু বাসায় আছেন। দারোগাবাবুর নিকট কোন কাজ আছে?"

স্মৃ। একটা সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।

জ। কি সংবাদ?

স্মৃ। চাঁদের হাটের একটী স্ত্রীলোক, দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে,—আপনারা সে খবর অবগত হইতে পারিয়াছেন কি?

জ। আমরা সে সংবাদ বিলক্ষণ রূপেই জানি,—অধিকন্তু আমরা সেজন্য একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

স্মৃ। কি প্রকার?

জ। বসুন! দাঁড়িয়ে রহিলেন কেন?

পার্শ্বে একখানা চেয়ার ছিল, স্মৃতিরত্ন তাহাতে উপবেশন করিয়া

ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,— "ব্যাপার কি বলুন দেখি ?"

জ। ঐ স্ত্রীলোকটি আপনার কেহ হন নাকি ?

স্ব। না।

জ। তবে সে সংবাদে আপনার প্রয়োজন কি ?

স্ব। তাহার শাশুড়ী আমাকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছে।

জ। হয়েছে কি জানেন ! সেই স্ত্রীলোকটিকে ধরিয়া আনিবে, এ সংবাদ আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাই ;—সদলবলে আমরা তাহার নিকট উপস্থিত হই এবং দস্যুগণের কবল হইতে স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনি।

স্ব। তারপর—তারপর ?

জ। তারপরে সেই স্ত্রীলোকটিকে আনিয়া দারোগাবাবুর বাটীর মধ্যে রাখা হয়,—স্ত্রীলোকটী অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

স্ব। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিল ?

জ। আমরা পাল্কীর মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পাই—আনাও হয় অজ্ঞান অবস্থায়—থানা বাটীর মধ্যে প্রায় তিনঘণ্টা ছিল, ততক্ষণও অজ্ঞান ছিল।

স্ব। সেটা অজ্ঞান অবস্থা কি মৃত্যু হইয়াছিল তাহা দেখিয়াছিলেন ?

জ। ডাক্তার আনান হইয়াছিল,—তিনি দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া একেবারে স্থগিদ রহিয়াছে—যদি ইহার ক্রিয়া ভাল হয়, তবে বাচিবে, নতুবা না। অবস্থা আশাপ্রদ নহে।

স্ব। তবে কি স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হইয়াছে ?

জ। মৃত্যু হইয়াছে কি না হইয়াছে আমরা বলিতে পারি না।

স্ব। সে এখন কোথায় ?

জ। তাত বলিতে পারি না।

স্ম। সেকি?

জ। ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলে, ঔষধ সেবন করাইয়া বাসা বাড়ীর একটা ঘরে তাহাকে শয়ন করাইয়া রাখা হয়, একজন বিধবা স্ত্রীলোককে উহার পরিচর্য্যার ভার দেওয়া হয়। সে খাইতে বাড়ী গিয়াছিল—আসিয়া দেখে যে ঘরে রমণী ছিল, সে ঘরে কেহ নাই। দারোগা বাবুকে জিজ্ঞাসা করে,—দারোগা বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ক্রমে আমরা সকলেই ঐ কথা শুনিলাম, সকলে বাসার চতুর্দ্দিকে ক্রমে সমস্ত গ্রামে—বনে—জঙ্গলে,—তারপরে গ্রামের বাহিরে অনুসন্ধান করা গেল। কোথাও আর তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। ইহাতে আমাদের বিপদ আছে—কাজেই আজ পুলিস সাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে, এবং তাহার বাড়ী অনুসন্ধান করিতে যাওয়া হইয়াছিল—এবং যেখানে যেরূপভাবে সন্ধান করিলে মিলিতে পারে, মনে করা গিয়াছে, সেখানে সেইরূপ ভাবেই সন্ধান করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথাও মিলাইতে পারা যায় নাই। বোধ হয় পুলিস সাহেবও আজকাল আসিবেন। তাই বলিয়াছিলাম—সেই রমণীর জন্যে আমরা কিছু সঙ্কটাপন্ন হইয়াছি।

স্মৃতিরত্ন কি চিন্তা করিলেন—তারপরে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে এইসকল সংবাদ ননির মাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। ননীর মাতা দারোগা বাবুর নিকট ইতিপূর্ব্বে এসকল সংবাদ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন—এবং বধূমাতার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে ননির নিকট এই সমুদয় বার্ত্তা লিখিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন না জানাইয়া আর উপায় ছিল না!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আলোচনা

ননিলাল আফিস হইতে যখন মেসে ফিরিল তখন বেলা চারিটা। তখন তাহার শরীরস্থ শিরাগুলি একান্ত অবসন্ন—দেহ ঘর্ম্মাক্ত—মুখমণ্ডল অতিরিক্ত পরিশ্রমে অবসাদ-ক্লিষ্ট এবং উদর ক্ষুৎপিপাসার তাড়নে নিতান্ত নিস্তেজ।

মেসের মেম্বরগণ তখনও সকলে ফিরিয়া আসে নাই;—পাঁচ সাতজন আসিয়াছে মাত্র।

কেদার বাবু চিঠির বাক্স খুলিয়া একরাশ চিঠি ও তিনখানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। তাহার মধ্যে দুইখানি চিঠি ও একখানি খবরের কাগজ ননির। ননির যেগুলি সেগুলি ঝি ননির গৃহে আনিয়া দিল! অপরগুলি যাহার যাহার, তাহার তাহার ঘরে ঝি রাখিয়া আসিল।

ননি তখন অফিসের কাপড় পরিত্যাগ করিতেছিল। বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে সেগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল,—বস্ত্র পরিত্যাগ অসমাপ্ত রহিয়া গেল,—তাড়াতাড়ি সে সেগুলি গ্রহণ করিয়া প্রথমেই কাগজ খানির আবরণ উন্মুক্ত করিল। সে ললিতা মাসিকপত্র। তাড়াতাড়ি তাহার বিষয়-সূচীর প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিল সেবারে উষাবালার একটি কবিতা বাহির হইয়াছে—কম্পিত বক্ষে—হরষিতচিত্তে উৎসুক্যের দৃষ্টিতে সে কবিতার নাম পাঠ করিল,—"ভুলিব কেমনে!"

তাড়াতাড়ি পত্রাঙ্ক দেখিয়া কবিতাটি বাহির করিল। তাহার ফুট নোটে লেখা আছে। ফাল্গুন মাসের "ভুলে যাও" প্রবন্ধ পাঠে লিখিত।

ননির বোধ হইল জগৎটা যেন শুধু অমৃতে গড়া আর পারিজাতের রেণু লইয়া ললিতার সৃষ্টি হইয়াছে। সে সহসা কবিতাটি পাঠ করিতে পারিল না। অত্যধিক আনন্দে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। চক্ষুর সম্মুখে যেন আনন্দ-তরঙ্গ ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা ধাঁধার সৃষ্টি করিয়া দিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে সে কবিতাটি পাঠ করিল। তাহার মধ্যস্থলের একটু তুলিয়া নমুনা দিতেছি,——

ভুলিতে ব'লেছ প্রিয়, ভুলিব কেমনে?
বেসেছি, বাসিব ভাল—জনমে-জীবনে।
"আমি চাঁদ স্বর্গবাসী—মর্ত্যবাসী তুমি,——
লিখেছ কি বলো বল,—হে জীবন-স্বামী?
তোমারি ধেয়ানে দিন, কাটাইতেছি হেথা,
তুমি দেব, আমি দাসী—জানিও সর্ব্বথা।
জাগতে সেথানে দেখি, নিদ্রার স্বপনে,
বাহু পসারিতে এস অনন্ত পরাণে—

ইত্যাদি ইত্যাদি

কেহ বোধ হয় প্রশ্ন করিয়া গল্পের রসভঙ্গ করিবেন না যে, এমন কবিতা মাসিক কাগজে কিরকমে প্রকাশ হইল? আপনি নিশ্চয়ই এগুলা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়া দিতেছেন। না, গো; আমি বাড়াইয়া লিখি নাই। আজকালকার মাসিক কাগজগুলা খুলিয়া দেখ অতিকায় হইতে ক্ষুদ্রকায় যে কোন খুলিবে, আমার কথার প্রমাণ পাইবে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় এমন অনেক কবিতা যায় লেখকের অফিসক্লান্ত কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু ও শীর্ণ-কৃশ দেহের—প্রতিকৃতির সহিত দেখিতে পাইবে, দূরে কোকিলের ডাক একটু ফুলের গন্ধ আর প্রেমের হা হুতাশ থাকিলেই কবিতা হইয়া গেল।

বিশেষতঃ স্ত্রীলোক অধিকন্তু যুবতী হইলে তাহার লেখা অধিক সমাদরে প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা হউক সে কবিতা যে ননির উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়া ননি একেবারে গলিয়া ভারী হইয়া উঠিল। তৎপূর্ব্ব ফাল্গুন মাসে ননি ঐ ললিতা কাগজেই যে কবিতা লিখিয়াছিল, তাহার ভাবানুবাদ এইরূপ যে, "তুমি যদি আমাকে একটু ভালবাসিয়া থাক, ভুলিয়া যাও—তুমি স্বর্গের চাঁদ, আর আমি মর্ত্ত্যবাসী চকোর পাখী। আমি চিরজীবন তোমার পানে চাহিয়াই জীবন কাটাইব।" উষা তাহারই উত্তর লিখিয়াছে।

কেদারবাবু এবং মেসের আরও দুই একজন বান্ধব ননির এই অনুরাগ-বার্ত্তা অবগত ছিলেন, পীরিতিরস জাগিলে তাহা উদ্গিরীত না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহার গল্প করিতে—ইহার আলোচনা করিতে মানুষ বড় ভালবাসে, ননিও গল্প করিত। কেহ বিশ্বাস করিত, কেহ বিশ্বাস করিত না। কেহ সহানুভূতি জানাইত—কেহ বিদ্রূপ করিত,—ননি তথাপি বলিত ;—বলিয়াই যে সুখ !

ননি কাগজ হাতে করিয়া দ্রুতপদে কেদারবাবুর গৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রায় দন্তগুলি বিকাশিত করিয়া বলিল,—"মজা দেখ।"

কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মজা হে ?" কেদারবাবু তখন দুই পয়সার 'গরম কচুরী' আনাইয়া নিজ শয্যার উপর বসিয়া তাহার একখানিতে কামড় দিয়াছেন মাত্র।

ননি তাঁহার বিছানার পার্শ্বে উপুড় হইয়া বসিয়া ললিতার পাতা উলটাইয়া উষার কবিতা দেখাইল।

কেদারবাবু কচুরী চর্ব্বণ করিতে করিতে কবিতা পাঠ করিলেন, এবং অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"বেনামী করিয়া তুমি লেখ-নাই ত ?"

ন। তুমি পাগল নাকি ? আমি লিখিতে যাব কেন ? বলিতে

কি আমার লেখা কি এমন হয় ? এ কবিতা আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল। কত রস—কত কবিত্ব! ইয়োরোপে যদি এমন কবিতা বাহির হইত,—একটা হুলুস্থূলু বাধিয়া যাইত।

চর্ব্বিত কচুরী গলাধঃকরণ করিয়া কেদারবাবু বলিলেন,—"যদি উষার বাপ-মা টের পান, তবে যে এ দেশেও হুলুস্থূলু পড়িবে না—তা কে বলিতে পারে। হয় ত সে হুলুস্থূলুর ফলে তোমার চাকুরীটুকু দূর হইতে পারে।"

ননি হাসিয়া বলিল,—"না,না; তাঁরা সেরূপ কুসংস্কারাচ্ছান্ন নন।"

কে। তাঁরা নন, কিন্তু তোমাদের কাজটা বড় সুসংস্কারের মত হইতেছে না। বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠল একটু সাবধান হয়ো।

ননি হাসিয়া কাগজ হাতে করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল তারপরে অবশিষ্ট বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর দুইখানি চিঠি পাঠ করিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে

প্রথমখানি বহুবাজার হইতে তাহার এক বন্ধু লিখিয়াছে। দ্বিতীয়খানি ননির মাতা পাঠাইয়াছেন। শুভ্র জ্যোৎস্না-ফুল্ল বাসন্তী রজনী হঠাৎ করাল মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে যেমন প্রকৃতির মুখ ঘন-কালিমা সমাযুক্ত হয়, ননির মুখও তদ্রূপ হইল। কোথায় ফুল্ল-কমলিনী উষার স্নিগ্ধ অপার্থিব প্রেমের ঝরণা,—আর কোথায় পল্লী-প্রান্তের পল্লার অমুদ্দেশ-অত্যাচার-সংবাদবাহী মাতৃ-লিপির প্রবল দুঃখবন্যা! হায়; এমন সুখের দিনে এত বিসম্বাদ। কত জন্মের

তপস্যার ফলে—এত দিনের ঐকান্তিক অনুরাগে—প্রাণভরা পিয়াসার ধারে আজি যে একটু আশার আনন্দ আসিতেছিল, হায়; কে জানে, তাহার মাতা এই শুভলগ্নে—এমন সময় এ পত্র পাঠাইয়া তাহাতে বাদ সাধিবেন? আর পোড়াকপালী চপলার কি অনুদ্দিষ্ট হইবার আর সময় ছিল না। ননির হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মেসের মেম্বরগণের এক একটি সিট বা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। সেই স্থলে মেম্বরগণের এক একটি শয্যা আস্তৃত থাকে। তাহার উপরেই উপবেশন জলযোগ, লিখন পঠন শয়ন ও অন্যান্য কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ননিরও সেইরূপ একটা ছিল। ননি সেখানে শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, চপলাকে কি সত্যই হীরু বল প্রকাশে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে? যদি তাহা হয়, তবে হীরুকে শাস্তিদান করা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু চপলা যদি আমায় ভাল না বাসে? সে যদি ইচ্ছায় হীরুর সহিত চলিয়া গিয়া থাকে,—তবে আমি তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া কি করিব। জোর করিয়া ভালবাসান যায় না। আমাকে যে ভালবাসে—তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার ভালবাসায় ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার জন্য ধাবিত হওয়া কখনই উচিত নয়। হতভাগ্য ননি ক্রমে ক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল।

সিদ্ধান্ত এইরূপ করিল বটে, কিন্তু প্রাণকে ঠিক বুঝাইতে পারিল না। চপলা অপরের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছে, আর সে পরকীয় প্রেমের মধুর ভাবে ডুবিতে থাকিবে। কিন্তু এমন অনাবিল—অহৈতুকী প্রেম কাহার ভাগ্যে ঘটে। দুর্ভাগ্যের মনে এই কাহিনীরও উদয় হইল। তারপরে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,—রাত্রের গাড়ীতে একবার বাড়ী যাই। বড় জোর তিনদিন থাকিব। তারপরে

আসিয়া উষাকে দেখিব। সাহেবকে এই ঘটনা জানাইয়া মাতার চিঠির সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়া ছুটীর জন্য লিখিয়া চলিয়া যাইব। তাহাই স্থির হইল। সাহেবকে লিখিয়া যাওয়া চলে কিন্তু উষাকে না বলিয়া গেলে, সে যে অভিমানের আগুণে গলিয়া পরিবে।

আসল কথা কিন্তু উষার সহিত ননীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন কথোপকথনই হয় নাই। দুই একদিন নয়নে নয়নে সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আর ললিতা মাসিক কাগজে কবিতায় কবিতায় কবিতার প্রেম। তদ্ভিন্ন ননির ছাত্র মাঝখানে থাকিয়া পুস্তক ও কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান করিত।

এই প্রেমানুরাগ আর একজন প্রতিহিংসার তীব্র নয়নে দেখিতেছিল। তিনি দেবদাস বাবু, তাঁহার ধারণা উষার প্রেম তাহার প্রাপ্য। কেন না, উষা সঙ্গীত-রসজ্ঞা আর তিনি সঙ্গীত-বিশারদ। উষা নব সভ্যতার মূর্ত্তিমতী দেবীপ্রতিমা—তিনি নব সভ্যতার সুধার চালক। অতএব উষা তাঁহারই পক্ষপাতিনী হইবে, কিন্তু তাহার ফল বিপরীত ফলিতেছিল,—উষার অনুরাগ অসভ্য পল্লীবাসী সঙ্গীত রসানভিজ্ঞ পশু ননিলালের উপর পড়ে কেন?

উষা বিবাহিতা। কোন্ অজানা গ্রামের হরিদাসের সহিত অনেক দিন আগে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের এক বৎসর পরেই হরিদাসের আর সন্ধান নাই। উষার মাতা এক একদিন জামাতার কথা তুলিয়া হতাশ হইতেন কিন্তু তাহার স্বামী ভোলানাথবাবু ধমকাইয়া সে কথা চাপা দেওয়াইতেন।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুনরায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ননি ছাত্রাবাসে চলিয়া গেল। মনে করিয়া গেল, সে যে বাড়ী গেল, এই সংবাদ উষার কাণে তুলিয়া—যদি সে মূর্চ্ছিতা না হয় তবে ফিরিয়া আসিয়া অদ্য রাত্রেই বাড়ী রওনা হইবে।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে,—ভৃত্যগণ ব্যাগব্যাগেজ বাঁধিয়া বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। আর্য্যকুমার উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছুটাছুটী করিতেছে। কর্ত্তা ভোলানাথবাবু বৈঠকখানার বারেণ্ডায় বসিয়া ভৃত্যগণকে কার্য্য বিষয়ে অনুজ্ঞা করিতেছেন ও উপদেশ দিতেছেন।

ননি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কর্ত্তা বলিলেন,—"এইযে মাষ্টার এসেছেন।"

ন। আজ্ঞা হাঁ,—

ক। আপনি বোধ হয় জানেন, আজ আমরা সপরিবারে বেনারসে বেড়াইতে যাইতেছি।

ন। আজ্ঞে, না—না ; তাত' আমি শুনি নি।

ক। শুনবেন কি, আজ দুপুরে যাবার ঠিক হয়েছে।

ন। আর্য্যও যাবে নাকি ?

ক। সবাই যাবে।

ন। মা'ও যাবেন ?

ক। সব—সবাই যাবে। উমাও যাবে। চাকর বাকরও যাবে। বাড়ীতে চাবী দেওয়া থাকবে।

ন। তা,—তা, কতদিনে ফিরবেন ?

ক। একমাস থাকবো—আপনি যাবেন মাষ্টার মশাই ?

নিরাশা মরুভূমে জলপাদপ দেখা দিল।

ননি বলিল,—"আজ্ঞে যদি দয়া করে নিয়ে যান, "যাইব।"

ক। আপনার আফিসের কাজ ; ছুটী দেবে ?

ন। আপনি যদি হুকুম দেন—সঙ্গে লয়েন,—আমি সে চাকুরী গ্রাহ্য করি না। একটা ছুটীর দরখাস্ত করিয়া চলিয়া যাইব।

ক। সাহেব যদি চটিয়া ডিস্‌মিস্ করে ?

ন। তারী চাকরী—আপনি দয়া করলে অমন কত চাকরী যুটবে।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন,—'যেতে হলে' এখনই প্রস্তুত হইতে হয়।"

আনন্দ উত্তেজিত স্বরে ননি বলিল,—"বাসা থেকে কাপড়-চোপড় লইয়া আসিতে যে বিলম্ব।"

ক। তবে যান, শীঘ্র আসিবেন; আপনি সঙ্গে থাকিলে আর্য্যের পড়া বন্ধ হইবে না।

ন। আজ্ঞে! আরও আমি আপনার অনেক কাজে সাহায্য করিতে পারিব।

ক। দশটা পঞ্চান্ন মিনিটে ট্রেণ। আপনি এখানে না আসিয়া একেবারে হাওড়া ষ্টেশনে চারি নম্বর প্লাটফর্ম্মে যাইবেন।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ননি বাহির হইয়া বাসাভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটীল। যে উমাকে এতদিন দেখিবার সুবিধা হইত না—যাহার একটি কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইত; হায় ভাগ্য এতদিনে, এক বাসায়—এক স্থানে দিন কাটাইতে পারা যাইবে বুঝি বিধাতা তাহার প্রতি একান্ত সদয়;—বুঝি তাহার প্রেমের দেবতা প্রসন্ন হইয়া এ শুভ সংযোগ করিয়া দিতেছেন। আনন্দ আর ধরে না।

চপলার কথা তাহার অন্তর হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। মাতার অশ্রুজলে মাখা পত্রের কথাও বিস্মৃত হইয়া। বাড়ী যাওয়ার কথা ভুলিয়া গেল। হায়, মোহ! হায়, অসংযমের পৌষের প্রভাত।

তারপরে বাসায় গিয়া, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি একটা ব্যাগে তুলিয়া লইয়া বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ ননিলাল আনন্দ "ত্বরিত গমনে হাওড়া ষ্টেশনাভিমুখে ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাছারী

হীরালাল ননিদের সমস্ত প্রজাদের কাছারীতে ডাকাইয়া পীড়ন আরম্ভ করিল। সে বলে,—“আমি ননির সমস্ত সম্পত্তি ইজারা লইয়াছি,—অতএব আমাকে খাজনা দিতে হইবে, ননির মাতাকে এক কপর্দ্দকও দিতে পারিবে না।”

প্রজারা সহসা দিতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বলিল,—“আমরা এখন খাজনা কাহাকেও দিব না। মীমাংসা করিয়া যাহার প্রাপ্য হয় লইবেন।” হীরালাল তাহা শুনিল না। একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে প্রজাগণকে ডাকাইল। প্রজাগণ এই ডাকাডাকিতে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ননির প্রজা বড় অধিক নহে—সাত আটজন মাত্র; তাহার মধ্যে নেপালই অধিক টাকার জমা রাখিত। খড়ে ছাওয়া ক্রাসিন ও তাম্রকূট ধূমান্ধ ভগ্ন কাছারী ঘরে সেদিন দস্তুরমত দরবার। স্বয়ং নায়েব সীতানাথ বসুও সেখানে উপস্থিত। পাইক পেয়াদা সকলেই সেদিন সেখানে বিদ্যমান। গ্রামস্থ আরও পাঁচ সাতজন কৃষক প্রজা কাছারীতে বসিয়াছিল! ননির প্রজাগণ আসিয়া এক ধারে বসিল। দেওয়ালের কাছে, একখানা ভগ্ন টুলের উপর বসিয়া ক্রাসিন তৈলের সধূম আলোকতলে একখানি খবরের কাগজ ধরিয়া হীরালাল পাঠ করিয়া মেঝের উপরে মাদুরোপবিষ্ট পিতাকে মার্কিন মুলুকের খবর শুনাইতেছেন।

ননির প্রজাগণ আসিবামাত্র পাঠ বন্ধ করিয়া—গর্ব্বিত-কণ্ঠে হীরালাল পিতাকে বলিলেন—“তুমি বল, আগেই অত্যাচার করিও না বুঝিয়ে বল, তখন না দেয়, যা মনে আসে করিও।

এই ত বজ্জাত শালারা সব এসেছে, আমি অনেক বুঝাইয়াছি এখন তুমি বুঝাইয়া বল,—নয়—আমার যা মনে আসে করিব। আর তখন তুমি বাধা দিতে পারিবে না।"

হানেফ মণ্ডল একবার তীব্রনয়নে নকড়ি বিশ্বাসের মুখের দিকে চাহিল। নয়নেঙ্গিতে নকড়ি হানেফকে কি বলিল।

সীতানাথ বলিলেন,—"নকড়ি এসেছ নাকি ?"

নকড়ি গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"আপনি জমিদারের লোক পেয়াদা যখন ডাকতে গিয়েছে,—তখন আসতে হয় বৈকি।"

হী। শোন বাবা, শালাদের কথার ভাব শোন। হানেফ মণ্ডলের অল্প বয়স—গায়েও হাতীর মত বল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না—মোড়লের আদেশের অপেক্ষাও করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, অত শালা শালা কেন করেন,মোশাই ! হিন্দু মুসলমান দুই জাতীর লোক আমরা আছি—দুই জাতীর বোনাই হ'য়ে বাঁচবেন কি করে ?"

হীরালাল লম্ফ দিয়া উঠিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছিলেন, প্রবীণ সীতানাথ বাধা দিয়া বসাইলেন। তৎপরে বলিলেন,—"শোন নকড়ি, হীরু ননিঠাকুরের বিষয় ইজারা নিয়েছে"—কথা অসমাপ্ত অবস্থাতেই নেপাল মণ্ডল বলিল—"মিছা কথা।"

সী। তুমি কি করিয়া জানিলে মিছে কথা ?"

হী। উনি জ্যোতিষ শাস্ত্র জানেন, ঐ শালাইত বজ্জাতের ধাড়ি।

নে। বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না মশাই,—আপনারা ইজারা নিয়েছেন ? দলিল কোথায় ?

হী। তোকে কি দলিল দেখিয়ে খাজনা নিতে হবে ?

নে। যাদের সম্পত্তি, তারা বলছে দিই নাই,—আপনি বলছেন দিয়েছে—এ অবস্থায় দলিল না দেখালে টাকা দেব কেন ?

হী। আবি দেনে হোগা।

নে। কেন গো,—একি ইংরেজে মুল্লুক নয়? ইংরেজের আদালত খোলা আছে—বিচার করে টাকা নিয়ো।

হী। বটেরে শালা,—পাড়ে, বজ্জাত সয়তানকে পচিশ জুত্তি লাগাও।

পাড়ে কাছারীর বৃদ্ধ পাইক। সে হুকুম তামিল করিবার জন্য নেপালের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, নেপাল রুদ্র-কণ্ঠে বলিল,—"খবরদার মুণ্ডু ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

হানেফ মণ্ডল উঠিয়া মালকোচ্চা আঁটিতে লাগিল, আরও দুই চারিজন উঠিয়া দাঁড়াইল।

অবস্থা বুঝিয়া পাঁড়েজি বলিল, —"বাবু! ডুসমনকাদল জমীদারকা ইজ্জত নেই রাখ্‌তা হ্যায়।"

হীরালাল বলিলেন,—"পেয়াদা শালারা কি দেখ্‌ছিস—ওঠ, ধর শালাদের—মার শালাদের।"

নেপাল মণ্ডল যেমন বসিয়াছিল তেমনই বসিয়া বলিল,—কোন শালারই সাধ্যি নাই যে, আমাদের গায় হাত দেয়! ত' ননিঠাকুরের বৌ চুরী করা নয়। দেখ, নায়েব মহাশয়! আমি একটা কথা বলি শোন;—তোমার এই ছেলেটি সাক্ষাৎ সয়তানের মূর্ত্তি। এতদিন তুমি জমীদারের কাজ ক'রে খাচ্ছিলে,—আমরাও তোমার পক্ষে থেকে ভালভাবে আদায় পত্র দিচ্ছিলুম,—অনেক যায়গায় দু'এক টাকা ফাঁকি দিয়ে নাও। তা' জেনে-ও গ্রামের লোক বলে বড় একটা কিছু বলিনি, কিন্তু বড় বাড়াবাড়ী হয়েছে—একঘর বামুনের সর্ব্বনাশ ক'রেছ,—এতো কি খোদাতালা সহিবেন। চন্দ্র সূর্য্যের উদয় হয়, রাত দিন হয়, তাকি একবারও ভাব না?"

হীরালাল তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না। পাঁড়ে বা পেয়াদাগণ যখন প্রজাগণের ভাব বুঝিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল এবং নেপাল মণ্ডল মুখের উপর ঐরূপ কথা বলিল, তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া নেপাল মণ্ডলকে মারিবার জন্য ভূপতিত একখানা জুতা লইয়া ধাবিত হইল। কিন্তু নেপালের নিকটে না পঁহুছিতেই হানেফ হীরুর হাত চাপিয়া ধরিল, এবং ধাক্কা দিয়া একেবারে ভূপৃষ্ঠে ফেলিয়া দিল।

সীতানাথ হাঁ হাঁ করিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পাইক পেয়াদাগণও লাঠি গ্রহণ করিল। প্রজাগণ লম্ফ দিয়া কাছারী গৃহের প্রাঙ্গণে নামিয়া পড়িয়া বংশদণ্ড গ্রহণ করিল এবং উভয় পক্ষে ভারী চেঁচামেচি হইল, তবে উভয় দল দূরে দূরে থাকিয়া চীৎকার ও গালাগালি করিল—হাতাহাতি বা লাঠালাঠি আর হইল না।

এই ব্যাপারে গ্রামের অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিযোগ।

উক্ত ঘটনার পর চারি পাঁচদিন পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যে ভারী জটলা চলিয়াছিল। গুড়ুক-ধূমাবদ্ধ গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে চাটাই ঘেরা অনাচ্ছাদিত গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ঐ বিষয়ের আলোচনা-আন্দোলন ও তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল। হাটের পথে, ঘাটের পথে, যুবকগণের সান্ধ্যসংমিলনে, প্রবীণের দাবা পাশার আসরে এবং চাষার ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ঐ ঘটনার বিষয়

লইয়া কথোপকথন। কাহারও মতে কাজটা আদৌ ভাল হয় নাই। জমীদারের কাছারীতে—জমীদারের কর্ম্মচারীর উপরে এরূপ অত্যাচার করা কখনও উচিত হয় নাই। মেয়েরা ভীত হইয়া পড়িতেছিল—মান-সম্ভ্রম রাখিয়া গ্রামে বাস করা দায় হইয়া উঠিবে। কেন না চাষারা যে প্রকার উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইল, তাহাতে পথে-ঘাটে চলা দায়। প্রবীণেরা সিদ্ধান্ত করিয়া তুলিলেন, যার যা' একটু বিষয় আশায় আছে; তা' আর রাখা দুঃসাধ্য হইবে,—যেহেতু গ্রামের প্রজারা জমীদারের কাছারীতে প্রবেশ করিয়া জমীদারের নায়েবকেও যখন প্রহার করিয়াছে, তখন অপরের কো-কথা! যাঁহারা গ্রামের দাদাঠাকুর—তাঁহারা স্থির করিলেন—ইহা মুসলমান চাষাদেরই গোমাংস ভক্ষণের কুফল! যদিও পল্লীর কোন বাঙ্গালী মুসলমান কখনও তাহা স্পর্শ করে নাই, তথাপি তাহাদের বীজপুরুষগণ সেই আদিকালে ভক্ষণ করিয়াছিলেন সুতরাং তাহার ফল কোথায় যাইবে? অধিকন্তু, নকড়ি মণ্ডল প্রভৃতি যে হিন্দু-প্রজাও সে সঙ্গে ছিল, কেবলমাত্র মুসলমানগণই এ কার্য্যে একা নাই—এবম্বিধ প্রতিবাদ তাহাদের নিকট টিকিতে পারিল না; যে হেতু তাহাদের সিদ্ধান্ত এই হইয়াছিল যে,—যে কয়জন হিন্দু চাষা তাহার মধ্যে ছিল, তাহাদের কোন স্বাধীন বুদ্ধি নাই। অধিকন্তু নিতান্ত মুসলমান ঘেঁষা। মুসলমান দিগের সহিত এক মাঠে চাষ করে, এক সঙ্গে কাজ করে। কাজেই দোষ যায় কোথায়?

অপরদিকে মৌলভিগণ হিন্দুর ইংরেজী পড়ার বিষম ফলে এই ভীষণ লড়াই বাধিয়াছে, এবং অচিরাৎ এই আগুনে মুসলমান বংশ পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতে পারে আশঙ্কায় মুসলমানগণকে সাবধান হইবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা দিয়া কোন মুসলমান

যাহাতে হিন্দুর সহিত না মিশে—এক জমিতে চাষ না করে,—হিন্দুর দোকানের চাউল ক্রয় না করে, এবং সর্ব্বপ্রকারে হিন্দুর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়; তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সমুদয় ব্যাপারে চাঁদের হাট ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি দশখানা গ্রামে একটা বিষম হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। আসল ব্যাপার মূল অত্যাচার—প্রকৃত কার্য্য কিন্তু এইসকল হৈ চৈ কাণ্ডের মধ্যে চাপা পড়ে নাই। দিগন্ত সমাচ্ছন্নকারী ধূমান্ধকারের মধ্যে যেমন ভীষণ অগ্নি লহ লহ শিখায় ক্রমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এই গণ্ডগোল ধূমের মধ্যে তেমনি প্রকৃত অত্যাচার-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছিল।

সীতানাথ বসু প্রথমে পুত্রকে এই গোলোযোগের মূল কারণ বলিয়া একটু ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত পুত্র যখন বুঝাইয়া দিল;—জমীদারের নায়েব হইয়া যদি প্রজাগণের বুকে বাঁশ দিয়া দলিতে না পারা যায়, তবে চাকুরী করা কেন! আর প্রজাগণের এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে যদি হীরালাল সমর্থ না হয়, তবে বৃথাই তাহার ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করা। ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র লঙ্কার রাবণ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন ত্রিলোক জয় করিয়াছিলেন,—ভীমের বাহুবলে কীচক কুষ্মাণ্ডাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কায়স্থ ক্ষত্রিয়—হীরালাল কায়স্থ সুতরাং সে না করিতে পারে কি?

পিতা পুত্রের ঈদৃশ বাক্য ন্যায়গর্ভ বলিয়া অনুমোদন করিলেন—তখন পিতা পুত্রে যুক্তি পরামর্শ করিয়া প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে পুলিস ঘটিত একটী মোকর্দ্দমা রুজু করিলেন। অজুহাত প্রজাগণ কাছারী লুঠ করিয়াছে।

তাহাতে দিনকতক চাষাপাড়ায় ভীষণ তোলপাড় হইল,—পুলিসের হাঁটাপাড়ায়—ডাকে-হাঁকে অনুসন্ধানে-অভিযোগে কোলের শিশু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গেল। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ অভাবে মোকদ্দমা টিকিল না। চাষারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু অধিক দিন শান্তি টিকিল না, অচিরাৎ দেওয়ানী আদালত হইতে এক একজনের নামে দুই তিন নম্বর করিয়া সমন আসিল,—কোনটি বাকী খাজনার মোকদ্দমা, কোনটি কর্জ্জ, কোনটি জমিদারের খাস দখলের জমির বৃক্ষাদি কাটিয়া লওয়ার খেসারৎ। কৃষকগণ আকুল হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পরে কাছারী ঘরে সীতানাথ বসু, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, সাতকড়ি মণ্ডল, ভজহরি দাস এবং আনরআলি খাঁ, খোদাবক্স সেখ ও অপর কতকগুলি প্রজা উপস্থিত ছিলেন।

একথা ওকথার পরে সাতকড়ি মণ্ডল বলিল,—"নায়েব মহাশয়, আমাদের কোন দোষ নেই—আমরা কাঙাল মানুষ—সাতেও না পাঁচেও না—আমাদের উপর অত অত্যাচার কেন?"

চক্ষুর কাচের চশমা মাটীতে নামাইয়া, নায়েব মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"হীরু এলে বল, একটু বস, সব কথা হবে এখন। আমি ওর কোন কথাতেই নই। বাবুরা আর হীরুই সব করিতেছেন জমিদারের হুকুম বড় কড়া?"

প্রজাগণ বসিয়া উভয় হস্তের সাহায্যে কলিকার তাম্রকূট ধূমপান করিতে লাগিল। সীতানাথ বসু নাসিকার উপরে পুনরায় চশমা সংস্থাপন করিয়া প্রকাণ্ড একটা খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই হীরালাল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বায়ু-বিকম্পিত ক্রাসিন তৈলের আলোক সাহায্যে একবার প্রজাগণের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাঁহার পিতা যে মাদুরের উপরে

বসিয়া খাতার পত্র উল্টাইতেছিলেন, তথায় গিয়া বঙ্কিম ভাবে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা কেন ?"

হীরুর পিতা উত্তর না করিতেই সাতকড়ি মণ্ডল বলিল,—"আমাদের জমিদারের কাছারী, আমাদের কি আসিতে নাই ?"

হীরু ব্যঙ্গ স্বরে বলিল,—"সেকি বাবা! তোমরা কি আর জমিদারকে রাখিবে ; জমিদারী এখন তোমাদের হইবে।"

সা। বলেন কি বাবু! আমাদের অপরাধ কি ? আমরা কি কখনও আপনাদের অবাধ্য হয়েছি ? অপকর্ম্ম করিল তারা, আর আমরা দোষী হ'লাম।

হী। সব সমান—

সা। আমরা কি ক'রেছি বাবু ?

হী। যখন পুলিশ আসিল তোমরা একটা সাক্ষী দিতে পারিলে না ?

সা। যা, আমরা দেখিনি,—যা আমরা শুনিনি, তা বলি কি করে ?

হী। বেশ বলিতে বলিতেছি না। তবে এ কথা বলিয়া দিতেছি চাঁদের হাটের এক প্রজারও হালের গরু থাকিবে না,—চাষের জমি থাকিবে না,—মান সম্ভ্রম থাকিবে না,—ভিটেয় পুকুর পাড়াবো।

সা। আমরা গরীব—

হী। ওঃ! তোমরা গরীব ? তোমরা জমিদারের জমিদারী নেবে! জমিদারের হুকুম কি জান ;—চাঁদের হাটের প্রজা উঠিয়ে দিয়ে, নূতন প্রজার পত্তন করে। যত টাকা খরচ হয় তিনি করবেন।

সা। জমিদার ত' দূরে—আপনারা আমাদের মালিক। আপনারা যা বলবেন, জমিদার তাই করবেন।

হী। হঁঃ তাই—ই করিবেন। বামন হইয়া চাঁদে হাত'— আমাদের কাছারী আসিয়া আমাদের প্রতি অত্যাচার! এ আগুনে চাঁদের হাট পুড়িয়া ছারেখারে যাইবে।

সা। দেখুন, যারা ঐ রকম ক'রেছে তাদেরই অনিষ্ট করুন— প্রতিশোধ লউন; কিন্তু আমরা কি করেছি?

হী। করিয়াছ কি শুনিবে? তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছ।

সা। না বাবু! আমরা কাঙাল মানুষ;—আমরা ওসবে নাই।

হী। তবে পুলিশে সাক্ষী দিলে না কেন?

সা। আমরা ত' সে সব কিছু জানি না।

হী। স্পষ্ট কথা শোন যদি জমিদারের পক্ষে থাকিতে চাও,— উচ্ছিন্ন যাইতে না চাও—তবে সাক্ষী দিতে হইবে।

সা। মিথ্যা সাক্ষী?

হী। তাও দিতে হইবে।

সাতকড়ি সে কথার কোন উত্তর করিল না। হীরালাল পুনরায় বলিল,—'চুপ করে রইলে যে?'

সা। ভাবছি।

হী। ভাবাভাবি কি? বলি শোন—সবাই শোন। যাহারা সেদিন সয়তানী করিয়া গিয়াছে; তাহাদের গরু, জরু, ধান, প্রাণ, জান একগাড় করিব—পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও হীরালাল বসুর এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে না। আমরা যা-তা নই—শূদ্র নই— পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত সনাতন জাতি। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথা তোমরা শুনিয়াছ, ভীষ্ম বংশের হীরালালেরও প্রতিজ্ঞা সেইরূপ জানিবে।

সাতকড়ি এ সকল কথার সম্যক্ অর্থ হৃদ্গত করিতে পারিল না।

বলিল,—"বাবু! যারা অত্যাচার ক'রেছে, তাদের জব্দ করুন। আমাদের নামে নালিস করলেন কেন? আমরা যে মারা যাই।"

হী। তোমরা পুলিসে সাক্ষী দাও নাই বলিয়া।

সা। মিথ্যে সাক্ষী কি মানুষে দিতে পারে?

হী। মানুষে পারে না ত কি, মিথ্যা সাক্ষী গরুতে দেয়? শোন,—সেই সয়তানদের জাহান্নমে দিতে অনেক মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে হইবে। তোমরা যদি জমিদারের পক্ষ হও,—তোমাদের নামে যে সকল মোকদ্দমা করা হইয়াছে, তাহা তুলিয়া লওয়া হইবে।

সা। বাবু; আমরা চিরদিনই জমিদারের পক্ষে।

হী। ওদের বিরুদ্ধে যে সকল মোকদ্দমা রুজু করা হইয়াছে,—সেই সকল মোকদ্দমায় তোমাদের মিছে বলিতে হইবে।

সা। কি মিছে বলিব?

হী। যখন যা প্রয়োজন হইবে।

সাতকড়ি অপর প্রজাগণের মুখের দিকে চাহিল। সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। ভজহরি বলিল,—"মিছে কথা বলে আমাদেরই মত কয় ঘর মানুষের সর্ব্বনাশ করে সুখে থাকার চেয়ে, গ্রাম ছেড়ে উঠে যাওয়া ভাল।"

আনরআলি ভজহরির কথার সমর্থন করিল। অপর সকলে সে কথায় প্রতিধ্বনি করিল।

সাতকড়ি নীরব ছিল। সে বলিল,—"বাবু! ইহাও আমাদের উপর অত্যাচার। আমরা মিথ্যা কথা কোন পক্ষেই বলিব না। চাষবাস ক'রবো—দুঃখের ভাত সুখ ক'রে খাব। যথাসময়ে জমিদারের খাজনা এনে কাছারীতে হাজির করিব।"

হী। বুঝিয়াছি, হারামজাদকী—মনে মনে সব এক। চালাকি করে মোকদ্দমায় অব্যাহতি নেওয়া, আচ্ছা; দেখা যাবে।

সাতকড়ি প্রভৃতি অনেক অনুনয়-বিনয় ও কাতরতা প্রকাশ করিল, কিন্তু হীরালাল বা তাহার পিতা ঐ কথাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহারা স্বীকৃত হইতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পথিক

দ্বিপ্রহরের খর দিবাকর পৃথিবীকে রৌদ্রোত্তপ্ত করিবার জন্য প্রাণপণে কর বর্ষণ করিতেছিলেন। সে তাপে পরিতপ্ত হইয়া পৃথিবী তাঁহা তাঁহা করিতেছিল। পথিক পথ ছাড়িয়াছিল,—পশু-পক্ষী শান্তির জন্য ছুটিয়া বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। সারমেয়-কুল আকুল হইয়া গৃহস্থের গৃহচ্ছায়ায় গড়াগড়ি করিতেছিল। চাতকিনী বৃক্ষপত্র মধ্যে দেহ লুকাইয়া ফটীক জলের জন্য করুণার্ত্ত স্বরে তাহার কোন পূর্ব্ব-পরিচিতকে সাধনা করিতেছিল।

এই অগ্নি-মধ্যাহ্নে বঙ্গের সহনশীল কৃষকগণ ধূ ধূ প্রান্তরে নীরবে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছিল। তাহাদের গাত্র অনাচ্ছাদিত—মস্তক অনাচ্ছাদিত—উদরও হয় ত পূর্ণ বুভুক্ষু।

চাঁদের হাটের উত্তর মাঠে একদল কৃষক ঐরূপ এক রৌদ্রদগ্ধ ভূমিতে লাঙ্গল চষিতেছিল। সংখ্যায় তাহারা দশ বার জন হইবে।

একজন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেখনা, মেধা বেলা ঠিক হ'য়েছে কেমন? লাঙ্গল খোলা যাক।"

সেদিন মেধাই মণ্ডলের পালা। তাহার ক্ষেত্রে সকলে লাঙ্গল

চষিতেছিল। যে সময়ে প্রত্যেক দিন, কর্ষণ কার্য্য সমাধা হয়, সেদিনও তাহাই হইবে। কাজেই ক্ষেত্রস্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ।

মেঘাই আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল,—"বেলা ঠিক হ'য়েছে। কিন্তু মামু! আর দুটি পাক ঘুরে এলে দু'য়াড় উঠে যায়।"

দু'য়াড় অর্থে একটা জমিতে দুইবার কর্ষণ করা! কৃষকেরা সে কথায় কোন প্রতিবাদ করিল না, যেমন চষিয়া যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল।

প্রায় দুই দণ্ড পরে তাহাদের কার্য্য শেষ হইল; তাহারা বলদের স্কন্ধ হইতে 'যোয়াল' তুলিয়া লাঙ্গল নামাইয়া অবসর লইবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় একজন পথিক আসিয়া সেই ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মাথায় ছাতি—পায়ে চটিজুতা—গায়ে নামাবলী,—কিন্তু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর। পথিক কৃষকগণের পরিচিত।

নেপাল মণ্ডল সেলাম করিয়া বলিল,—"ঠাকুর মশায়! কোথায় গেছিলেন?"

ঠাকুর মহাশয় স্মৃতিরত্ন! শ্রান্তির শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"ফরিদপুর গিয়াছিলাম।"

বলদের গলার দড়া খুলিয়া তাহাদিগের চরিবার উদ্দেশে ছাড়িয়া দিয়া, নেপাল বলিল,—"কেন ঠাকুর মশায়! আপনি আবার ফরিদপুর কেন গেছিলেন?"

স্মৃ। দয়াল মিত্র যে আমার নামে গোপনে এক মিথ্যা ডিক্রি করেছে। হানেফ মণ্ডল বলিল,—"শুনিস্‌নি চাচা! মিছে ক'রে গোপনে এক ডিক্রি ক'রে ঠাকুরের যে সব বেচে নিয়ে গিয়েছে।"

নে। না, তাত আমি শুনিনি। আর শুনেই বা কচ্চি কি!

এদেশে আর মনিষ্যির বাস বসতি করা চলে না। এমন হক্ পয়মল হলি চলে কি করে।

নকড়ি বিশ্বাস বলিল,—"আজ দয়াল মিত্তিরের মায়ের ছরাদ

স্ব। হাঁ।

ন। তানারা শুদ্দর—মার ছরাদ, কোথায় বামুন-পণ্ডিতকে দান দেবে; না মিছে করে সব বেচে কিনে নেলে। আর দুপুরে রোদে ঠাকুর যে কষ্ট পাচ্চেন, একি যমের খাতায় নেকা প'ড়বে না, এখনকার মানুষ সব হ'লইবা কি?

হানেফ মণ্ডল বলিল, "এর কি কোন প্রতিকার নাই?"

স্ব। কে বলিল প্রতিকার নাই? ন্যায়বান বৃটীসের রাজত্বে অত্যাচারীর অত্যাচার টিকে না। তবে যতক্ষণ বিচারকের দৃষ্টিগোচর না করা যায় ততক্ষণ আর কি হইবে।

হা। কৈ মশায়! এই যে জমিদার আমাদের উপর পশুর মত অত্যাচার ক'রছে তার পতিকার কোথায়?

স্ব। তোমরা যথোপযুক্ত ভাবে কাজ করিতে পারিতেছ না।

হা। আমরা যে চাষা মানুষ মশায়! আমরা কি সব বুঝি; না সব কথা গুছিয়ে বলতে পারি? দেশে এমন মানুষ কেউ নেই যে গরীবের দিকে হয়। আপনি যদি আমাদের পক্ষে দাঁড়ান, তবে আমরা বাঁচিতে পারি।

নকড়ি বিশ্বাস বলিল,—"আরে ভাই! উনার নিজের জ্বালাতেই উনি পথ দেখতে পাচ্চেন না। সমুদ্দ মিত্তির উনাকে ভিটে ছাড়া ক'রে তুলেছে।"

স্ব। আমার সর্ব্বস্বান্ত হ'ক—আমার দেহে যতক্ষণ রক্তবিন্দু আছে, ততক্ষণ অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে অত্যাচারিতকে রক্ষা

করিবার জন্য আমার দুর্ব্বল বাহু প্রসারিত করিব। আমার গৃহে অন্ন জল না থাকিলেও মুখের গ্রাস ক্ষুধিতকে দিয়া উপবাসী থাকিব, নিজে শীতাতপ সহ্য করিয়া গাছতলায় আশ্রয়টুকুও নিরাশ্রয়ের জন্য ছাড়িয়া দিব। আমি যে বিশ্বহিতৈষী ব্রাহ্মণের বংশধর।

নকড়ি স্মৃতিরত্নের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া বলিল,—"দাদা ঠাকুর! এমন বামুন জগতে থাকলে গরীবের কোন ভয় থাকে না।"

স্মৃ। আমি আমার ক্রোকী সম্পত্তি আদালতে মুজাম দিয়া আসিয়াছি—দেখি কি হয়। তোমরা সন্ধ্যার পরে আমার বাড়ী যদি যাইতে পার,—সকল বিষয় শুনিয়া যে পরামর্শ হয়—করা যাইবে।

ন। আমাদের মধ্যে আবার দলাদলি আরম্ভ হ'য়েছে দাদা ঠাকুর।

স্মৃ। সেকি নকড়ি? ঐত সর্ব্বনাশের মূল। দলাদলি কি রকম?

ন। হিন্দু মুসলমানে। হিন্দু মুরুব্বিরা বলিতেছে, মুসলমানেরা চিরকাল উদ্ধত, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়োনা। মুসলমানেরা বলিতেছে, হিন্দু বিশ্বাসঘাতক—আমাদের ছোঁয় না, আমাদের ঘৃণা করে—ওদের সঙ্গে এক হ'য়োনা।

স্মৃ। উভয় দলই বোকা। জমিদার অত্যাচারের আগুন লইয়া গ্রাম দগ্ধ করিতে উদ্যত—আর তোমরা এই সময় দল পাকাইয়া গৃহ-বিবাদে লিপ্ত। কোন্ আদি পুরুষ তোমাদের কি বীরত্বের কাজ করিয়াছিল, কবে হিন্দু মুসলমানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল,—সে কথা ভাবিয়া নির্জ্জীব আমরা—দরিদ্র আমরা—আমরা কি করিব। সীতে বস্তুর ছেলে রাগ বরিয়া মাহাদের গর্জনা"

করিতে পারে, জমীদারের ক্রোধ-বহ্নিতে যাহাদের গৃহদাহ হয়—ছেলে পুলে পথের কাঙ্গাল হয়,—তাদের আবার জাতীয় গৌরব? পুঁথি-পাঁজিতে পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব-গাথা পড়িয়া লাঙ্গুলে চাষা লকড়ি বিশ্বাসের বা ফল কি। আর হানেফ মণ্ডলেরই বা লাভ কি? তবে এক লাভ আছে,—এ জাতি কি ছিল, আর কি হইয়াছে? যাক্; এ সময় খোকার কথায় ভুলিয়ো না। মনে রাখিয়ো, এক আইন, এক শাসন, এক স্বার্থ, এক অভিযোগ উভয় জাতির উপরে বিদ্যমান। জমীদারের অত্যাচারে দগ্ধ হইলে উভয় জাতিই মরিয়া যাইবে। সকলে এক হইয়া ন্যায়বান বৃটিশের বিচারে রক্ষা পাইলে উভয় জাতিই সুখে থাকিবে। আমার খাওয়া দাওয়া হয় নাই—আমি এখন চলিলাম, সন্ধ্যার সময় তোমরা আমার বাড়ী যাইও।

সকলে অভিবাদন করিল, তিনি চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাতৃ-শ্রাদ্ধ

মিত্র মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধে অনেক টাকা ব্যয় হইতেছিল, সমস্ত বাড়ী, সমস্ত প্রাঙ্গণ, সমস্ত পাড়া, সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রিত, আহুত, অনাহুত এবং কাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহা সমারোহ কার্য্য —দান-সাগর শ্রাদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাগম অতি সামান্যই হইয়াছিল। কেবল মিত্র মহাশয়দিগের কুলপুরোহিতগণ চাঁদের হাটের চক্রবর্ত্তি মহাশয়দের মধ্যে কয়েকজন আসিয়া সকাল হইতে আসর জমকাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ দান-

প্রাপ্তি—দক্ষিণা-প্রাপ্তি কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে;—পয়সা বড় না জাতি ধর্ম্ম বড়?

দেশের মধ্যে স্মৃতিরত্ন মহাশয় বড় পণ্ডিত,—তিনি আসেন নাই বলিয়া, স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ব্রাহ্মণগণ যাঁহারা কায়স্থ-বাড়ী বরাবর নিমন্ত্রণে আসিতেন, তাঁহারা আসেন নাই।

শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত ইহা লইয়া হৈ চৈ হইতেছিল। কায়স্থদিগের মধ্যে দুইটী দল পাকাইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে তাহার জন্যে বিশেষ কোন বাধা জন্মে নাই। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সে সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এখন ভোজন ব্যাপার কি? কিন্তু স্বজাতির মধ্যে দুই দলে ক্রমেই গোল পাকাইয়া উঠিল, একদল ভোজনে অস্বীকৃত হইল।

তখন বিচার আরম্ভ হইল। দয়াল মিত্র কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

হরিবিহারী সরকার দয়াল বাবুর কন্যার শ্বশুর। তিনি উকীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি।

প্রায় তিন চারিশত গণ্য মান্য ব্যক্তি সেই বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। কথা উঠিল, ব্রাহ্মণগণ যখন অশৌচান্ন বলিয়া এখানকার অন্ন গ্রহণ করিলেন না, তখন তাঁহাদিগের খাওয়া উচিত কিনা?

রামধন ঘোষ একখানি ভ্রম প্রমাদপূর্ণ ঘটকের পুঁথি কতকগুলি লোক দিয়া লেখাইয়া লইয়া বড় বড় লোকের নিকট টাকা ভিক্ষা করিয়া "স্বচ্ছভিশ্চসাৎ; উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি সবজান্তা—তিনি মধ্যস্থলে উপবিষ্ট। সকলের উপরে কণ্ঠ তুলিয়া বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়াছেন—আর আমি মহাসাগর। কাজেই আমার ভিতর অনেক রত্ন অনেক হাঙ্গর কুম্ভীর

আছে—আপনারা বৃথা গোল তুলিয়া জাতীয় অবনতি করিবেন না। জাতীর উন্নতি করিতে হইলে সকলের উঠিতেই হইবে। অতএব ব্রাহ্মণগণ না আসিলে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। বরং আগাছা-রূপ ব্রাহ্মণগুলা আমাদের জাতীয় ক্ষেত্র হইতে দূর হইলে, আমাদের জাতি পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে—হে স্বজাতিগণ! চলুন, আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে নির্ব্বিকার মনে আহার করিগে।"

হরিপুরের দত্ত মহাশয় মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে হরিবিহারী সরকার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনার কি মত সরকার মহাশয়?"

আমার বৈবাহিক বাড়ী—এখানে আমার মতামতে নির্ভর করিবেন না। যাহাতে দশজনে আহার করেন—কোন গোলোযোগ না ঘটে, তাহাই আমার ইচ্ছা।

দ। তথাপি কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে। যাই হোক ব্রাহ্মণগণ যখন অশৌচান্ন বলিয়া আসিতে স্বীকৃত হন নাই। তখন আমরাইবা সে অন্ন গ্রহণ করি কি প্রকারে?

স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কি করিতেছেন মশায়! শাস্ত্র মানেন, শাস্ত্র জানেন? কোন্ শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ না খাইলে সে বাড়ীতে খাইতে নাই।"

দ। না, না; শাস্ত্রজ্ঞান আমাদের কোথায়? জমিদারির টাকা আদায় করা, আর গুরু-পুরোহিতের মুখে দুটো শাস্ত্রের বিধি নিষেধের কথা শুনিয়া আহার ব্যবহার করা আমাদের জীবনের কার্য্য।

স্ব। গুরু-পুরোহিত সবাই ব্রাহ্মণ। ওরাই ত শাস্ত্রের কদর্য্য প্রচার করিয়া সমাজের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে।

সরকার মহাশয় অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণে শাস্ত্রের কদর্থ্য ঘটাইয়াছে, আর শাস্ত্র প্রচারণ করিয়াছে কি কায়স্থে?"

স্ব। কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি নাই—কায়স্থ মুখে আনিবেন না।

স। তবে কি বলিব?

স্ব। শাস্ত্রমতে আমরা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় বলিবেন।

স। আমার পিতা পিতামহ যে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন? পিতা পিতামহের দলিল দস্তাবেজে যে কায়স্থ বলিয়া লেখা আছে।

রায়গ্রামের শ্যাম মল্লিক একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"হাঁ, মহাশয়! সেদিন জজসাহেবের নিকট আমি ঐ জন্যে ভারি লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলাম।"

স। কি রকম?

শ্যা। আমার কটা উইলের মোকদ্দমা ছিল। আমাদের গ্রামের নন্দ দত্ত—তিনি আমার মায়ের মামাত ভাই। তাঁর আর কেউ ছিল না—কিছু সম্পত্তি ছিল। মৃত্যুকালে বাবাকে উইল করিয়া দিয়া যান। তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে দুর্ভাগ্য ক্রমে বাবারও মৃত্যু হয়। কাজেই উইল প্রবিট জন্য আমাকে জজসাহেবের আদালতে উপস্থিত হইতে হয়। উইল দত্তা ও গৃহীতা সম্পর্কীয় ব্যক্তি—ঐ দলিলে উভয়ের জাতি স্থলে কায়স্থ লেখা আছে, আর দাখিলা বর্ণনা পত্র ও সত্যপাঠে আমার জাতির স্থলে ক্ষত্রিয় লেখা আছে,—জজসাহেব ধরিয়া বসিলেন কায়স্থের ছেলে ক্ষত্রিয় হয় কেমন করিয়া? অতএব আমি দত্তাধিকার সূত্রে এ উইল গ্রাহ্য করিতে পারিব না।

না। সে সকল কথা যাক; আসল কথা, হই-
গেল, আহারের সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে,—এখন সকলে চলুন।

বিপিন দত্ত সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন, এতদিন কায়স্থগণ ত্রিশ দিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ দশদিন পালন করিয়াই তেরদিনে অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিন কৃত্য সমাপ্ত করিতেছেন। এখন ঐদিনে তাঁহাদের অশৌচ গেল কি থাকিল, যতদিন তাহার সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসা না হইতেছে, ততদিন আমরা কেমন করিয়া ভোজন করিব? ইহাতে অশৌচান্ন গ্রহণের পাতক স্পর্শিতে পারে।"

বৃহস্পতি সরকার মহাশয় বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যঙ্গের হাসির গর্ব্বোত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণদের কথা বলিবেন না। ঐ জাতিটা চিরকালই আমাদের দুয়ারে ক্ষত্রিয়দের দুয়ারে—অন্ন মাগিয়া ফিরিয়াছে, আমাদেরই নিকটে বেদ বেদান্ত উপনিষদ পাঠ করিয়াছে—আমাদেরই প্রসাদ পাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে। উহারা অতি হেয় জাতি, কেবল আমাদেরই কৃপায় উহারা মানুষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের কোন্ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ? উহাদের মুখ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। উহাদের কথা শুনিয়া আবার কাজ করিতে হইবে। না আসে, না আসুক। আমরা পরম পবিত্র ক্ষত্রিয় জাতি—আমাদের বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার আছে। অতএব আমরাই পুরোহিত হইব—দশকর্ম্ম করাইব—বেদ পড়াইব। আর ব্রাহ্মণগুলাকে এদেশ হইতে অপমান করিয়া বিতাড়িত করিব—

সরকার মহাশয় দুই কর্ণে হস্তাচ্ছাদন করিয়া "রাম, রাম" করিতে করিতে ঘৃণাভরে সেই সভা হইতে উঠিয়া যাইতেছিলেন। একজন তাঁহার কোঁচার কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিল,—"কোথায় যান?"

স। যেখানে গুরু নিন্দা হয়, সরকার সেখানে থাকেন না। জগদ্‌গুরু ব্রাহ্মণের নিন্দা যেখানে—ব্রাহ্মণের দাসানুদাস হরিবিহারী সরকার সেখানে তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিবেন কেন? ছাড়ুন মহাশয়, এখানে থাকিলে মহাপাতক হইবে।

স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় ক্রোধ-কুটিল-নয়নে সরকার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া গর্ব্বোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"সরকার মহাশয়, আপনি জানেন এ আপনার জজ সাহেবের কাছারী নয়,—এটা জাতীয় সভা। দেশের গণ্য মান্য সমস্ত কায়—থ থ—সমস্ত ক্ষত্রিয় এখানে উপস্থিত; আপনি অমন করিয়া চলিয়া গেলে, আপনাকে একঘরে করিবেন—

স। তা জানি, "একঘরে" কি মহাশয়! আমাকে যদি যমরাজ রৌরবের ভয় দেখান, তবু আমি ব্রাহ্মণের নিন্দা কাণে শুনিতে পারিব না। যেখানে ব্রাহ্মণরূপ গুরু নিন্দা হয়, সে স্থানে থাকিতে পারিব না।

সেই উদ্বেলিত, উৎক্ষোভিত,—অবজ্ঞাত লোক মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন,—"হা, ভারতবর্ষ! তুমি কি ছিলে আর কি হইয়াছ? হা ক্ষত্রিয় সমাজ, তোমার কত অধঃপতন হইয়াছে স্মরণ করিতে গেলে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমরা মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণের সংহিতা গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বিধান বাহির করিয়াছি—বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের সই ও সম্মতি লইয়াছি—তারপরে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, পৈতা লইয়াছি, তথাপি এই,—হাঃ, হাঃ, ক্ষত্রিয় সমাজ ওঠ-জাগ—নিদ্রা পরিত্যাগ কর।"

একটা দশ বৎসরের বালক কলিকাতায় থিয়েটারে "হেস্তনেস্ত" বইয়ের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ তার একটা গান মনে পড়িয়া গেল। সে বড় দুষ্ট বালক, তখন সেই সভার লোক কেহ

উঠিয়া অন্তদিকে যাইতেছিল, কেহ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, আমরা এ বাড়ীর অন্নগ্রহণ করিব না। কেহ বলিতেছিল, যখন পৈতা লইয়াছি, ক্ষত্রিয় হইয়াছি—তখন ব্রাহ্মণের ধার ধারি না। কেহ বলিতেছিল, যাই হোক্;—জঠর জ্বালায় মরি—খেতে হয় খাও, না খাও; বল বাবা বাড়ী গিয়ে খেয়ে বাঁচি। কেহ জলের গাড়ু হাতে লইয়া বাহিরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল; অধিকাংশ জোট পাকাইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছিল। আর সেই দুষ্ট ছোক্‌রা থিয়েটারের গানটা চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া গাহিয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। সে গাহিতেছিল,—

মিন্সেরা ঝগড়া ক'রে বেঁধে ধরে
আমাদের গলায় দিলে পৈতে।
বলে বাম্‌নি হবি স্বর্গে যাবি
কথা কইতে কইতে।
পাগলা পঞ্চু তর্ক চঞ্চু পণ্ডিতের প্রধান,
নারীর পৈতে শাস্ত্রে আছে দিয়েছে বিধান,
যেমন যেমন জাতিবর্ণ, পরছি পৈতে নানা বর্ণ,
আবার এই কলুর পৈতে কৃষ্ণবর্ণ,
লিখছে মনুর বইতে।
হাড়ি মুচি ডোম-ডোকলা
নিইচি **Holy thread**
Great eastern Hotel থেকে
খাচ্চি **Holy Bread**
করিনা ঢোল সানাই বাদ্য,

পুরুৎ হ'য়ে করাই শ্রাদ্ধ,
বামুনগুলো হ'লো শূদ্র,
ছিল ভদ্র হ'লো ক্ষুদ্র,
আমরা পৈতে লইতে।
গোবানীর এই নারকেল কাছি, গেলেই বাঁচি
পারিনা আর বৈতে।
আমরা সব দিব্যি আছি, মিলে গেছি
মুড়ি মিছরি খইতে।
এখন ভাবছি 'সবে উঠবো কবে
স্বর্গে যাবার মইতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সান্ধসমিতি

দয়াল মিত্রের বাড়ীর কুটুম্ব ভোজন লইয়া সেদিন ভারি গোল হইয়া গেল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে সকলে বসিয়া পংক্তি ভোজন করিবেন, তাহা হইল না। কতক এধারে বসিয়া, কতক ওধারে বসিয়া, কতক লুকাইয়া, কতক প্রকাশ্যে—এইরূপে নিমন্ত্রিত সমাগত কুটুম্ববর্গের অর্দ্ধাংশ ভোজন করিলেন। অপরার্দ্ধের অর্দ্ধাংশ নিকটস্থ গ্রামের লোক ;—তাঁহারা অভুক্ত অবস্থাতেই বাড়ী চলিয়া গেলেন। অপরার্দ্ধ সেই গ্রামের মধ্যে অন্যান্য কায়স্থ বাড়ী ভোজন করিলেন।

এই ব্যাপারে, কর্ম্মী মিত্র মহাশয় অতিশয় বেদনা অনুভব করিলেন। অবমানিত এবং ক্রুদ্ধও হইলেন। দুঃখ কষ্ট অবমান যাহা হইল, তাহার মূল কারণ স্থির করিলেন—স্মৃতিরত্নকে এবং মনে মনে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই কাজ অন্তে তাঁহাকে মশকের মত হাতে দলিয়া মারিয়া ফেলিবেন।

এদিকে সমাজের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ; তাঁহারা ঐ দলাদলির মীমাংসা করাইবার চেষ্টা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় স্মৃতিরত্ন প্রমুখ ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন,—অনেক কায়স্থও সেখানে উপস্থিত থাকিলেন। স্তশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয়ও সে সভায় যোগদান করিলেন। সরকার মহাশয়ই অগ্রণী হইয়া এই মীমাংসার দিকে গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

সরকার মহাশয় স্মৃতিরত্নকে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এদেশের প্রধান স্মৃতি পণ্ডিত ও ব্যবস্থা দাতা! আপনার মতেই এদেশের সমস্ত ব্রাহ্মণ মত দিয়া থাকেন। আপনি এ বাড়ী আসেন নাই বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই আসেন নাই। আমরা কায়স্থ জাতি—

বাধা দিয়া স্তশ্চভিশ্চাসাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"ওকি কথা, ক্ষত্রিয়—"

স। থামুন। আমরা কায়স্থ জাতি—চিরদিন ব্রাহ্মণের অনুগত—

স্ত। কথনই না,—ব্রাহ্মণই চিরদিন আমাদের অন্নে পালিত।

স। স্তশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয়! আপনি বড় জ্বালাতন আরম্ভ করিলেন। কোন বীর পুরুষ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহাদের কি ব্যবহার ছিল, সে কথা তুলিয়া এখন কি হইবে? বর্ত্তমানে অন্ততঃ হাজার বৎসর ব্রাহ্মণ কায়স্থ সমাজ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে—এখন তাহাই স্মরণ করুন—

স্ব। কখনই না, কখনই না ; ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপাচার্য্য পরশুরাম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই করিব।

অনেকেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের বক্র-ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে স্বশ্চভিশ্চসাং মহাশয়ের দিকে চাহিল। সরকার মহাশয় হো হো করিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন ;—"যে কয়জনের নাম করিলেন তার মধ্যে যে দু'জন ব্যতীত আর সবাই ব্রাহ্মণ।"

স্ব। হ'তেই পারে না। মিথ্যা ভ্রম। অন্ধ কুসংস্কার! ব্রাহ্মণ আবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন কবে?

স। ব্রাহ্মণ সব পারিতেন। রাজনীতি—সমাজনীতি—মৌন বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, পশুপালন বিদ্যা, ব্রাহ্মণ সব জানিতেন। আবশ্যক হইলে অতি দক্ষতার সহিত সবই করিতেন, কিন্তু অনাশক্ত,—অনির্লিপ্ত,—বাস ছাড়িয়া বনবাস করিয়াছিলেন, নগর ছাড়িয়া জঙ্গলে থাকিতেন, বিলাস ছাড়িয়া বহির্ব্বাস করিতেন. তাইতেই ত ব্রাহ্মণ জগৎপূজ্য—তাইতেই ত ব্রাহ্মণ সকল জাতির গুরু—তাইতেই ত ব্রাহ্মণ দেবতারও দেবতা।

স্ব। সেদিন গিয়াছে,—কোঃ কোঃ—সেদিন কখনও ছিলনা—হয় নাই—হইবে না। আমি তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখাইতেছি বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইবেন—বশিষ্ঠ প্রভৃতি হিংসুক ব্রাহ্মণেরা তাহাতে ঘোর প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। আর এখনও দেখ—আমরা ক্ষত্রিয় হইতেছি—হইতেছি বলা অবশ্য আমার ভুল—ইহাতে শাস্ত্রকারগণের কিঞ্চিন্মাত্রও ভুল নহে—শাস্ত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ; প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে, প্রত্যেক শব্দে শব্দে, এমন কি প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে আছে—কায়স্থ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আছেন ও হবেন,—কেবল স্বার্থপর ব্রাহ্মণগণই আমাদিগকে নাজেহাল পেসমান করিয়া দিতেছে।

স্মৃতিরত্ন বিনীত স্বরে বলিলেন,—'না মহাশয়! যে ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি কখনই জাতীয় উন্নতিতে বাধা প্রদান করিবেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণই জানেন. ভারতের জাতিভেদেই কর্ম্মভেদ এবং কর্ম্মভেদেই বর্ণভেদ ;—বর্ণভেদেই স্বধর্ম্মাচরণ রূপ সামাজিক উন্নতি। বর্ত্তমান ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে ধরিতে গেলে, সব এককার। ব্রাহ্মণ নাই,—ক্ষত্রিয় নাই,—বৈশ্য নাই,—সব শূদ্র! বর্ণভেদ নাই, কর্ম্মভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই ; কাজেই আহার বিহার পরণ পরিচ্ছদ কোন ভেদই নাই। সকলেই দাস সকলেই চাকুরে। যদি মঙ্গলময়ের করুণ আশীর্ব্বাদে আবার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে জাতি প্রতিষ্ঠা হয়, তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—চারি জাতি প্রতিষ্ঠা হইলে, আবার দুঃখ—দারিদ্র্য—অভাব অভিযোগ দূর হইবে। তার মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতিই পূর্ণ প্রাণ স্বরূপ। বাঙলার সকল জাতির দিকে চাহিয়া দেখিলে, একমাত্র কায়স্থ জাতিরই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী আছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, আচার, অনুশীলন যেদিক দিয়াই দেখা যায়—কায়স্থই শ্রেষ্ঠ। তবে হুজুগে মাতিয়া যে ভাবে কাজ করিতেছে—তাতে যে, বড় একটা কিছু হইবে, এমন মনে হয় না।

স্ব। কেন কি অন্যায় হইতেছে?

স্ম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি—ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা—সবদিক্ সকল বুঝিতে পারি না। তবে মনে হয়, ব্রাহ্মণদিগকে বাদ দিয়া,—ব্রাহ্মণকে দলিত করিয়া, জাতি প্রতিষ্ঠা হয় না। বাঙলার ব্রাহ্মণ সমাপ্ত বল্লালের আমল হইতে ধ্বংস হইয়া আসিতে আসিতে এখন একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে—অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতিভেদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এক একজাতি এক হইয়া—কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইয়া পৈতা লইলেন, যুগী যোগী হইয়া পৈতা লইলেন,

সাহা বৈশ্য হইয়া পৈতা লইলেন—এমন পৈতায় কিছু হইবে না, যাদের ছিল—সেই বাঙলার ব্রাহ্মণেরাই ফেলিয়া দিতেছে—আর যাহারা নূতন লইতেছে—তাহারাই বা তার দ্বারা এমন কি উন্নত হইবে। কলিকাতায় গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের গলায়ও পৈতা দেখিয়াছি।

স্ব। আপনারা নিমন্ত্রণে আসেন না কেন?

স্ম। অশৌচান্ন গ্রহণের আশঙ্কায়।

স্ব। এক মুখে দুই কথা। এই যে বলিলেন, কায়স্থেরই ক্ষত্রিয় হওয়া উচিত।

স্ম। উচিত ত,—কিন্তু হয়েন কি?

স্ব। বাঃ—বাঃ। এইত হইছি। ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি—পৈতা লইয়াছি—আর বারদিন অশৌচ গ্রহণ করিতেছি।

স্ম। ঐ স্থানেই ত রোগ! ক্ষত্রিয় না হইয়াই বারদিন অশৌচ কেন মহাশয়? স্বীকার করি, আপনাদের আদি পুরুষগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—তাঁহারা বারদিন অশৌচ গ্রহণ করিতেন, তারপরে অধঃ-পতনের প্রবল চাপে যখন ক্ষত্রিয়ত্বের গুণ হারাইয়া শূদ্রবৎ কর্ম্মী হইলেন, তখন বিবেচনা করিলেন, আর কেন,—গুণ লইয়াই জাতি—অতএব বারদিন অশৌচ গ্রহণ বা উপবীত ধারণ অন্যায় হইতেছে,—অগত্যা সে সকল পরিত্যাগ করিলেন

স্ব। সে, তাঁরা যা ভুল ক'রেছেন,—আমরা তা শুধরে নিচ্চি—আপনারা শত্রুতা করবেন কেন?

স্ম। আমরা শত্রুতা করিতেছি না—মিত্রতা করিতেছি। ব্রাহ্মণে জানেন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ও হইতে পারে। স্বীকার করি যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইয়াছেন, তার মধ্যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইবার উপযুক্ত লোক আছেন—কিন্তু সমগ্র জাতিটা যে এখনও শূদ্রাধীন। সকলের অশৌচ যায় কি করিয়া?

স্ত। তবে ব্রাহ্মণের যায় কি করিয়া? সব ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণের গুণ বিশিষ্ট?

স্ম। নিশ্চয়ই নয়, তারাত অশৌচান্ন ভক্ষণে আপত্তিও করে না। তাদের বিবেকও বাধা দেয় না।

স্ত। এখন একটা মীমাংসা করিয়া ফেলুন।

স্ম। মীমাংসা আর কি করিব? হয় আপনারা সমস্ত কায়স্থ জাতিটাকে আগে ক্ষত্রিয়োচিত অচারকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া—ক্ষত্রিয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তারপরে বারদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া, নিমন্ত্রণ করিলে আসিতে পারিব। আর নয়, এখন সমাজ গড়াইতে থাকুন—আর ত্রিশদিন অশৌচ গ্রহণ করুন।

তায়পরে আরও অনেক রকম বাদানুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু কোন প্রকার মীমাংসা হইল না। রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ডের সময় সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর একদিন

আবার একদিন সন্ধ্যার পরে কৃষকের দল আসিয়া নাদ-কুণ্ড স্মৃতিভূষণের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় তখন সেখানে বসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অভ্যার্থনা করিলেন। তাহারা কেহ সেলাম করিল, কেহ প্রণাম করিল, তারপরে কেহ কাষ্ঠাসনে, কেহ তাল পত্রাদি নির্ম্মিত আসনে আর কতক বা কম্বলের আসনে উপবেশন করিল।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় গৃহস্থিত প্রজ্জ্বলিত আলোকে তাহাদিগের

মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে লোকটী কই ?"

নকড়ি বিশ্বাস বলিল,—"আপনি বোধ হয় নেপাল মণ্ডলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—লোকটা খুব সাহসে আর মতলব বাজও বটে। তাকেই খুজতে খুজতে আমাদের বেরুতে বেলা গিয়েছে। সে যে লাঙ্গল চষে এসে ছুটো খেয়ে দেয়ে কোথায় গিয়েছে আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না।"

স্ম। জমিদারের লোকে ধরে নিয়ে যায় নাইত। "আমাদের মনে আগে সেই সন্দেহ হোয়েছিল, কিন্তু তার বাড়ীতে জানা গেল তা নয়, সে একা একখানা চাদর কাঁধে ফেলে রেল বাজারের দিকে চলে গিয়েছে। বাড়ীতে বলে গিয়েছে আমার আসতে ছুই একদিন দেরী হ'তে পারে।"

স্মৃতিভূষণ একটু চিন্তা করিলেন, তারপরে বলিলেন,—"বোধ হয় এই সব কাজের সাহায্য জন্যই কোথাও গিয়া থাকিবে। ভাল তোমাদের উপর দিয়া জমীদারের যে অত্যাচার হইতেছিল তাহার কতদূর কি হইল ?"

ন। সে আগুণ আরও তেজে জলিয়া উঠিয়াছে, ডিগ্রি করিয়া অনেকের হালের গরু, ছাগল, ভেড়া সব বেচে নিয়েছে, আবার নালিস করিয়াছে অনেকের জমী-জমা ক্রোক দিয়াছে। এইবার নাকি ফৌজদারী মোকর্দ্দমা করিবে। তাহলেই গেলাম ঠাকুর মহাশয়। গরু বাছুর জমা-জমী সব যাচ্চে অবশেষে জেল খেটে মরতে হবে। আর সয় না ঠাকুর, তাই আপনার কাছে শেষ পরামর্শ নিতে এসেছি, দেশে সুবিচার নাই—মানুষ নাই। ধন্নি হিয়ে বোস ভগবান তাহাকে এত শক্তি দিয়ে গড়িয়েছেন যে কেও তার সঙ্গে যোটে না গো। জানেন কি ঠাকুর,—এতেই

বোধ হয় ভগবান নাই, ঠাকুর দেবতা নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই সত্যি মিথ্যা নাই।

স্ম। আছে নকড়ি, সব আছে। তোমরা রাবণ কুম্ভকর্ণ কংস শিশুপাল জরাসন্ধ ও বঙ্গের মুর্শিদকুলি সিরাজদ্দৌলা অথবা বারহাট্টা গণের অত্যাচারের কথা শুনিয়াছ? কে তাহাদিগকে সে শক্তি দিয়াছিল। কেই বা সে শক্তি হরণ করিয়াছিল। তবে জগতে শক্তি দুইটা, এক দেব শক্তি আর দানব শক্তি। কেহ দেব শক্তির বিকাশ করেন। কেহ দানব শক্তির বিকাশ করেন। এমন কেন হয় তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে কাহিনী পাঠে জানা যায় মাত্র, একজন নিমিত্ত মাত্র হইয়া অন্ন সেই শক্তি আকর্ষণ করিয়া পূর্ণভাবে সেই শক্তির বিকাশ করেন। দানব শক্তি এইরূপ হইলে দেব শক্তির বিকাশ হয়। আর শান্তির নবমেঘ উঠিয়া নূতন ধর্ম্মের বৃষ্টিধারা ঢালিয়া নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি করে। যাক্,—ননির মা কোথায় গেল গো?

মেঘাই মণ্ডল বলিল,—"তানার আর কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। দুই একদিন গাঁর মধ্যে ঘুরিতেছিলেন বটে। কিন্তু তারপরে আর কোন সন্ধানই মিলচে না—আ-হা-হা, বামুনের বৌয়ের সে দুর্দ্দিনের অবস্থা দেখলে পাথরও ফেটে যায়। তা' কিন্তু বামুনের মেয়ে বটে, তানার শাপ হিরে বাবুর হাড়ে হাড়ে লাগতে বসেছে, খোদাতালা কি করেন দেখা যাক্।"

স্মৃতিভূষণ তখন অন্যমনে কি চিন্তা করিতেছিলেন।

নকড়ি যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হিরে বসুর আবার কি পিরাচিত্তির আরম্ভ হোয়েছে রে? নাইতে গিয়ে ওত তার মাথার একগাছা চুল ছেঁড়ে না।"

মে। ও মা তুমি শোননি?—তার ছেলেটা যে মরতে বসেছে।

ন। না তাত শুনিনি কি হোয়েছেরে? কি হোয়েছে?

মে। যমে ধরেছে। উপরি দৃষ্টি হোয়েছে,—পেঁচোয় পেয়েছে।

ন। কোন ছেলেটার?

মে। তার আবার ছেলে কড়া, এই সবে নূতন একটা ছেলে হোয়েছে।

ন। তারপর?

মে। তারপর আর কি, উনি বড় বিদ্যান কিনা পেঁচোয় পাওয়া বিশ্বাস কচ্চেন না, বড় ডাক্তার আনিয়েছিলেন ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন, এখন ওঝায় দেখছে। দলবাড়ীর ফকির এসেছিল, ফকিরটা খুব 'গুণীন' বটে, এসেই ঐ ছেলের পরাণ নিয়ে পেঁচো পাতীর চলে যাওয়া আর কান্না থামিয়ে দিয়েছিল, কাজেই ঘন ঘন যে মুচ্ছ হচ্ছিল মাঝে মাঝে যে একেবারে যে অজ্ঞান হয়ে পড়ছিল সেই দুটো থেমে গিয়েছে। এখন বড় নড়ছেও না কানচেও না কিন্তু শরীলটে নীলবর্ণ হয়ে উঠেছে, ফকির নাকি বলেছে বাঁচার আশা খুব কম পেঁচোয় তার পরাণটা হাতে করে রেখেছে এখন তারে তাড়ান বড় কঠিন দুদিন আগে এলেই বাঁচিয়ে দিতে পারত।

স্মৃতিভূষণ মহাশয় যদিও চিন্তা করিতেছিলেন তথাপি সমস্ত কথাগুলা তাঁহার কর্ণে গিয়াছিল। তিনি ঝটিতি তাহাদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"আ-হা-হা ছেলেটি বাঁচিবে না শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম।"

নকড়ি বিশ্বাস একটু উৎফুল্ল স্বরে বলিল,—"ঠাকুর আপোৎ চুকে যাক—খোকা মরুক, তার চারা মরুক, তার বাবা মরুক, তার ঠাকুরদা মরুক আমরা আবার আমাদের পৈতৃক ভিটেয় শান্তিতে বাস করি।"

স্ব। না নকড়ি! অমন কথা মুখে আনিও না! পত্রুরও মরণ কামনা করিতে নাই।

নকড়ি, মেঘা ও অপর সকলে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল মাত্র কিন্তু কেহই কিছু বলিল না।

স্ব। আমার খবর তোমরা শুনিয়াছ কি?

ন। না তাত শুনিনি।

স্ব। আমার সব গিয়াছে।

ন। এই যে সেদিন বলিলেন,—ইংরেজ রাজ্যে অবিচার হয় না— তবে আপনার সম্পত্তি আপনি উদ্ধার করিতে পারিলেন না কেন?

স্ব। টাকা নাই বলিয়া। আইন এই যে নিলামের পর ছানি করিতে হইলে টাকা ডিপোজিট করিয়া করিতে হয়। আমার টাকা নাই কি করিব? কাজেই সব গেল; এখন শুনছি নাকি আমার বাড়ীঘর দুয়ার ও যে কয় বিঘা জমি নীস্কর আছে তাহাই ক্রোক দিবে ও বেচিয়া লইবে। তবে ডিগ্রির সমুদয় টাকা জমা দিতে পারিলে বিষয় থাকিবে—এখনও তিনশ টাকা বাঁকী, কোথায় পাব কাজেই বিষয় যাবে।

ন। তবেইত হ'ল ঠাকুর জোর যার মলুক তার—ন্যায় ও সত্য কোথায়?

স্ব। নিশ্চয়ই আছে। অপেক্ষা কর, আর ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কাজ কর, পাপের স্পর্শেও যাইও না, দেখিবে আবার সুখ আসিবে—আঁধার ঘুচিয়া আলো ফুটিবে।

ন। এখন উপদেশ দিন হিরে রাক্ষসের হাত থেকে কিসে উদ্ধার হয়। আরত তিষ্ঠিতে পারি না।

স্ব। আমিও তাই ভাবছিলাম। আচ্ছা এক কাজ কর, নেপাল

মণ্ডল আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, লোকটা কোথায় গেল, কি জন্য বা গেল জানিয়া তারপরে সব ঠিক করা যাবে।

তাহারাও সেই কথার অনুমোদন করিল।

তারপরে আরও পাঁচ কথার পরে সেদিনকার কথার শেষ হইল, তাহারা চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ইস্তাহার জারী

কৃষকেরা উঠিয়া গেলে, স্মৃতিভূষণ ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য সবে মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে তথায় পাড়ার বাঁড়ুয্যে মশায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া স্মৃতিভূষণ ঠাকুরও বসিয়া পড়িলেন। বাঁড়ুয্যে মহাশয় কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, কিঞ্চিৎ বিরক্তি স্বরে বলিলেন,—"না ভায়া! দয়াল মিত্তির সে ধাতের লোকই নয়, সে বলে,—ঠাকুর যদি ব্যবস্থা দেয় আর আমার বাড়ী এসে খায় তবেই আমি তার বিষয় আশয় ছেড়ে দিতে পারি নতুবা তার সর্ব্বস্বান্ত করিব,—ভিটের ঘুঘু চরাব, তারপরে তার নামে ফৌজদারী করিব, জেলে দিব তবে ছাড়িব।"

স্মৃ। অদৃষ্টে যদি থাকে, হবে, তাই বলিয়া যাহা অনুচিত, যাহা অকর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণ হইয়া তাহা করিতে পারি না। উহারা ক্ষত্রিয়—এই দেখ ভায়া তাহার পরিচয় দেখ, একদিন এই ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণকে দান করিয়া নিজের সমগ্র রাজত্ব ধন দৌলত ছাড়িয়া দিয়াছিল—পথের ভিখারী হইয়াছিল, নিজের স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া-

ছিল, অবশেষে আপনি শ্মশান চণ্ডাল হইয়াছিল। এমন শত শত ক্ষত্রিয় এদেশে ছিল। গলায় একটা তাগা ঝুলাইয়া দিলেই জাতির উন্নতি হয় না, প্রাণ হওয়া চাই, আচারবান হওয়া চাই, কর্ম্মী হওয়া চাই।

বাঁ। তবে এখন কি করিবে?

স্ম। হৃষীকেশ যাহা করাইবেন তাহাই করিব। বাস ছাড়িয়া দিব বনবাস আশ্রয় করিব।

বাঁ। আর আমরা?

স্ম। যাহা ভাল বিবেচনা কর, করিও। তবে আমার অনুরোধ, ব্রাহ্মণ হইয়া সমাজের অমঙ্গল করিও না। নিজে মর—নিজের বংশ মরিয়া মজিয়া পাংশুস্তূপে পরিণত হয়, হইবে। কিন্তু সমাজের যাহা অমঙ্গলকর—দশের যাহা অহিতকর—দেশের যাহা ক্ষতিজনক তাহা করিও না।

বাঁ। ভাল, স্মৃতিভূষণ দা, ওরা ক্ষত্রিয় হয় হগ্‌গে যাক্, আমাদের অত আপত্তিয়ই বা কারণ কি?

স্ম। রামদয়াল মিত্র আর তুশ্চভিশ্চসাৎ এই দুইজন লইয়া কেবল কায়স্থ সমাজ নহে, বঙ্গের প্রতি গ্রামেই—প্রতি নগরেই কায়স্থের বসতি। সকল কায়স্থের প্রাণ ও বৃত্তি লইয়া তবে জাতি গঠন। ক্ষত্রিয়োচিত প্রাণ না হইলে—ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার না হইলে, ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইবে কি বলিয়া আর এই দুইজনেরও ক্ষত্রিয়ের প্রাণ নহে। হরিবিহারী সরকার, চারুচন্দ্র ঘোষ ইহাঁরা ক্ষত্রিয় হইতে পারেন কিন্তু সে কয়জন! আমি বলি কর্ম্ম ও প্রাণ ক্ষত্রিয়োচিত করিয়া তবে ক্ষত্রিয়ের অশৌচাদি গ্রহণ কর। তা না, জোর করিয়া জবরদস্তি করিয়া—ব্রাহ্মণের বুকে বাঁশ দিয়া দলিয়া ব্রাহ্মণের রক্ত দিয়া স্নান করিয়া উহারা ক্ষত্রিয় হইল,—অসম্ভব খড়ের আলোক

আর বাঙলার হুজুক—খড়ের আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিবে, খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইবে, অবশেষ রহিবে কতকগুলি ভস্ম মাত্র। আচারনিষ্ঠ না হইলে কায়স্থ সমাজ শূদ্রই থাকিবে, লাভে হইতে হইবে যে, ব্রাহ্মণেরা বা ইহারা নিজে নিজে অশৌচান্ন খাইয়া মরিবে, কখনও এ জাতি উঠিবে না।

বাঁ। মরুকগে যাক, ভবিষ্যতে উহাদের যা হয় হউক, আপাততঃ আমরা অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাই।

স্মৃ। এ কি কথা হ'ল ভায়া! আজ উহারা জোর করিয়া অশৌচান্ন গ্রহণ করাইলে, সুবর্ণ বণিকদের অনেক টাকা ও জমিদারী আছে, তাহারাও বৈশ্য বলিয়া দাবী করিয়াছে; উহাদের আদর্শে তাহারাও অত্যাচার করিবে, পনর দিবসে অশৌচান্ত করিবে, বৈশ্য বাড়ী কেন না খাইবে বলিয়া জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইবে। মুসলমান জমিদারেরাই বা ছাড়িবে কেন দেখিতে দেখিতে সব একাকার হইয়া যাইবে।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন তারপরে বলিলেন,—"ভায়া, তোমার মত দূরদর্শী জ্ঞানী ও ত্যাগী মানুষ কয়জন আছে, যেরূপ শোনা যাচ্চে তাতে ব্রাহ্মণেরা যে অধিক দিন এ গ্রামে টিকিতে পাইবে এমন বোধ হচ্চে না; তোমার বিষয় সম্পত্তি এবং ঘর বাড়ী নাকি কালই ক্রোক দিবে এবং নিলামে বেচিয়া লইবে।"

স্মৃতিভূষণও কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন তারপরে ক্ষুন্নস্বরে বলিলেন,—"সে আগেই বুঝিয়া আছি কিন্তু কোন উপায় নাই—রক্ষা করিবার শক্তি নাই।"

বাঁ। কোথায় বাস করিবে—মেয়ে ছেলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে?

স্মৃ। গাছতলায় অথবা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে।

বাঁ। তবেইত ভায়া সকলের সে স্থানই বা কোথায় শক্তিই ব কোথায় ?

অতঃপর উভয়েই উঠিয়া গেলেম। বাস্তবিকই তৎপর দিবস ঢোল ও আদালতের পেয়াদা লইয়া দয়াল মিত্রের লোক আসিয়া স্মৃতিভূষণের বাড়ী ও সমস্ত জমি জমার উপর বিক্রয়ের ইস্তাহার জারী করিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথোপকথন

ভোলানাথবাবু বেনারস আসিয়া বাসা লইয়াছেন দশাশ্বমেধের ঘাটের সম্মুখে একটা দোতলা বাড়ীতে। বাড়ীখানি সমস্তই ভাড়া লইয়াছিলেন। স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া, সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। আর্য্যকুমারের গৃহ-শিক্ষক ননিলালও সঙ্গে আসিয়াছিল, সুতরাং আর্য্যকুমারের লেখাপড়া সমস্ত দিনই বেশ চলিবে বলিয়া ভোলানাথ বাবু আশা করিতেন। তিনি অনেক টাকা এখনও রোজগার করেন,—পেন্‌সনও পান অনেক টাকা আর পূর্ব্বকার টাকা মজুতও আছে অনেক, কিন্তু তাঁহার স্বভাব অতিশয় কোমল এবং উদার। টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠা নাই কিন্তু কাজ হইতেছে কিনা, বাড়ীর ভিতর কি হইতেছে না হইতেছে, সে সকল বিষয় বড় দেখিতেন না। মাষ্টার মহাশয়কে রাখিয়া এবং বেতন দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ননিলালও ঘোষ পুত্রের শিক্ষা দিবার কাল হইতে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে, কেবল শিক্ষা দিলে, ছেলেদের তাড়না করিলে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। ছেলের পারিষদ বা মোসাহেব

না হইলে চলে না। ছেলের মন রাখিতে না পারিলে পিতার মন সন্তুষ্ট হয় না, কাজেই আর্থিক উন্নতিও অসম্ভব। বিশেষতঃ উষা-বালার প্রতি অনুরাগ, আর্যকুমার তাহার মধ্যস্থ ও সংবাদ-বাহক এই জন্য সে আর্য্যকুমারের নিতান্ত আজ্ঞাবাহক ছিল! আর্য্যকুমার প্রতিভাশালী বালক হইলেও ধনী সন্তানের ন্যায় চরিত্রবান হইতে-ছিল—কাজেই জ্যেঠামশায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, লেখাপড়ায় তাদৃশ মনযোগ নাই কিন্তু ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে চেষ্টা করা, ইংরেজী খবরের কাগজ পড়া, ইংরাজীতে চিঠি পত্র লেখা ও থিয়েটারে যাতায়াত করা, সাহিত্যের সমালোচনা করা, সমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করা, ভারতোদ্ধারের জন্য আত্মত্যাগ করিবার বক্তৃতা করা, ও সকাল বিকাল নগর ভ্রমণে বহির্গত হওয়া, তারপরে হারমোনিয়ম বাজান, পিয়ানো এসরাজ বাজান, কণ্ঠ-সঙ্গীত আলোচনা করা, এই সকল কার্য্য তাহার দৈনন্দিন হইয়াছিল। অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতির দিকে বড় ঘেঁসিত না, ঐসকল বিষয় লইয়াই দিন কাটাইত। উষাবালা বাড়ীতেও যেমন একটী কক্ষ দখল লইয়া দরোজার লম্বিত পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া কখনও উপন্যাস গ্রন্থ, কখনও কাব্য গ্রন্থ, কখনও মাসিক পত্র পাঠ করিত, কখনও বা কবিতা লিখিত, কখনও বা গান বাঁধিত, হারমোনিয়ম বাজা-ইয়া নিজে গান গাইয়া আপনাকে আপনি একজন মহা কবি বলিয়া স্থির করিত। কখনও সেই বাঁধা গান ও কবিতার পাণ্ডু-লিপি ভ্রাতা আর্য্যকুমারের দ্বারা ননির কাছে পাঠাইত। ননী যাহা পড়িত তাহাতেই শত বাহবা—শত ধন্যবাদ ও শতমুখে প্রশংসা করিত এবং গভীর দুঃখের সহিত এ কথাও প্রায় প্রত্যহই বলিয়া দিত,—যে বিধাতার ভয়ানক ভুল, এমন সাহিত্যরচয়ত্রীর

জন্ম ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে হইয়াছে। ইয়োরোপ খণ্ডে জন্মিলে ইহাঁর সম্মান দেশব্যাপী হইয়া পড়িত। এবং ঠাকুর দেবতার মত ইহার দর্শন আশায় লোক সকল ছুটাছুটী করিয়া হুচোট খাইয়া পড়িয়া মরিয়া যাইত। সে প্রশংসায় উষাবালা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেন।

এইরূপে প্রায় পনর দিন কাটিয়া গেল, মাষ্টার মহাশয়ের কিন্তু আশা পুরিল না; সারা দিবস এক বাড়ীতে এমন কি কক্ষ পার্শ্বে সর্ব্বদা বাস করিয়াও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার দর্শন পাইলেন না। ক্রমেই তাহার হৃদয়ের প্রেম, বাধাপ্রাপ্ত স্রোতস্বিনীর জলের মত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার নিত্যই মনে হইত আজ সন্ধ্যার পরে যখন তিনি আর্য্যকুমারকে নগর ভ্রমণ করাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চা পান করিবেন, ঠিক সেই সময় উষাবালা দাসী দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া আলাপ করিবেন কিন্তু প্রতিদিনকার আশাও শূন্যে বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। কই তিনিত ডাকেন না,—কৈ তিনিত ডাকিয়া তাঁহার বিরহ-বেদনাপ্লুত হৃদয়ের দ্বারদেশ উন্মোচন করিয়া দেখান না। তবে কি উষা ভালবাসে না! তবে কি উষা কেবল কবিতা পড়িয়াই তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিবে? উষা যে তাঁহাকে ভালবাসে কবিতায় কবিতায়—কবিতায় উত্তর প্রত্যুত্তরে এ সকল জানাইয়া তাহাকে মোহমুগ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন!

অবশেষে সে একদিন স্থির করিল উষাকে না দেখিয়া আর থাকা যায় না। অতএব কোন অছিলায় তাহার ঘরে যাইতে হইবে, কিন্তু কি করিয়া যায় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায়ই স্থির করিতে পারে না। এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া উঠিল, ভোলানাথ বাবুর ছুটীর দিনও শেষ হইতে বড় বেশী বাকী নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন আসিবার সময় গাড়ীতে বা বাসায় প্রবেশকালে অসূর্য্যম্পশ্যা হইলেও তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া থাকে। অতএব সেদিন উষাকে কি ননিলাল দেখিতে পায় নাই? না, তাহা পায় নাই। উষাবালা সে বিষয়ে বড় কায়দা করিয়াই আসিয়াছিল। আপাদ-মস্তক রেশমী ওড়নায় আবৃত, কেবল চক্ষু দুইটী খোলা থাকিত। আর হস্তের প্রকোষ্ঠ হইতে কনক-চম্পক-কোরক-সদৃশ হস্তাঙ্গুলি কয়টী উন্মোচিত থাকিত। পায়ে সোজা এবং স্লিপার যথারীতি দেওয়া থাকিত। সুতরাং দৈহিক সন্দর্শন ঘটে নাই। সে দিবস সকালবেলা স্নান করিয়া যখন ভোলানাথ বাবু জলযোগ করিতেছিলেন, তখন গৃহিণী তৎ-পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর সহিত কথোপকথন ক'রতেছিলেন। গৃহিণী বলিলেন,—"আমাদের বাড়ী যাওয়ার আর ক'দিন আছে?"

ভো। দিন আর কই—পাচদিন মাত্র।

গৃ। এর মধ্যে একদিন বিশ্বেশ্বরের পূজা ও অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ক'রতে হবে। আর মেয়েটার রোগের ত কিছুমাত্র উপশম হ'ল না।

ভো। হবে কি, ও দেশে যেমন কাপড় চোপড় গায় জড়িয়ে সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে বসে থাকত, এখানেও তাই। আমি কতদিন বলেছি ছাদে গিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে গঙ্গার হাওয়া লাগাস্। হাওয়া আলো পেলে ওসকল ব্যাধি নরম পড়িতে পারে।

গৃ। আমি তা কতদিন বলেছি।

ভো। কি বলে?

গৃ। বলে আমার লজ্জা করে।

ভো এখন ফুল দিয়ে ঢেকে রাখলে ভবিষ্যতে যে কত

বিষম হইয়া দাঁড়ায় তাত জান। ব্যাধিটী সোজা নয়, গলিত কুষ্ঠ। পায়ের আঙ্গুলগুলি খসিয়া গিয়াছে—সকল গায় ফোড়া আর পুজ, তবে হাতের পোঁচা পর্য্যন্ত এখনও ধরেনি, ক'দিন বাকী।

গৃ। মুখের কাছেও ধরিয়াছে, নিম্ন চুয়াল পর্য্যন্ত হ'য়েছে। হঠাৎ আজ চার পাচদিন কানের কাছ দিয়ে তুখানা ঘা বেরিয়ে নীচের ঠোটখানা বেঁকিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় শীঘ্রই সমস্ত ঠোঁট আক্রমণ করিবে। মেয়েটার জ্বালায় আমি গেলাম। বড় চাপা আর বড় মহৎ প্রাণ, তাই গান বাজনা বইটই নিয়ে ভুলে থাকে; কিন্তু এক একদিন বাছা আমার নীরবে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

তো। কি করি গিন্নি চিকিৎসা করাতে কিছুমাত্র ক্রটী করিনি। তারপরে পেটেণ্ট অসুধ ওঝা সব দেখাইয়াছি। কেহ কেহ পরামর্শ দিল কিছুদিন পশ্চিম নিয়ে গিয়ে বাস করলে সারতে পারে। একমাস বাস কোরেও কিছুমাত্র উপকার হইল না। তবে আর থাকিয়া কি করিব, আশা করিয়া আসিয়াছিলাম যে এই একমাসে যদি সামান্য মাত্রও উপশম হয় তোমাদিগকে এখানে রাখিয়া আমি কোলকাতায় যাইব, এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাইব। কিন্তু রোগই যখন না কমিয়া বরং বৃদ্ধির দিকে গেল, তখন আর থাকিয়া কি করিব।

গৃহিণী সে কথার কোন বাদ প্রতিবাদ করিলেন না। কেবল একটী ক্ষুদ্র শ্বাসধ্বনি বক্ষে ছাড়িয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দেশাভিমুখে

স্বামী স্ত্রীতে যখন প্রাগুক্ত কথোপকথন হইতেছিল তখন ননিলাল তাহারই পার্শ্বে কি একটা কাজে আসিয়া সমস্ত শুনিতে পাইল। সে চমকিয়া উঠিল,—সত্যই কি সেই শারদোৎফুল্ল নন্দন-পারিজাত-গন্ধামোদিত সান্ধ্যফুল্ল মল্লিকা পুষ্প গলিত কুষ্ঠে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ। তাহার ধেয়—সৌন্দর্য্যের রাণী; বাসন্তী জ্যোৎস্নায় গঠিত সৌন্দর্য্য প্রতিমা কুষ্ঠব্যাধিতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ, পূঁজরক্তমাখা নরকের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ? সত্যই কি তাহার পদাঙ্গুলি পচিয়া গলিয়া খসিয়া গিয়াছে! সত্যই কি তাহার চারু চন্দ্রবৎ সুন্দর আননে ক্ষতাঙ্কিত! সত্যই কি সেই কুন্দকলিকা সন্নিভ দন্তপংক্তির পার্শ্বস্থ মাংস কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত। কেবলমাত্র সেই কাল ফনীনী সদৃশ বেণী পৃষ্ঠাবলম্বিত আর আকর্ণবিশ্রান্ত নীলনলিনীসদৃশ চক্ষু দুইটী ইহাই দেখিয়া এতদিন মজিয়া মরিয়া অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি বিবেচনা করিয়া পোষা কুকুরের মত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছি। যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একমুহূর্ত্তও দেখি নাই—একমুহূর্ত্তও যাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় হয় নাই, পোষমানা বিড়ালীর মত তাহারই উপরে এত নেশায় ছুটিয়া চলিয়াছি।

সে ধাঁ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া একখানা চৌকীর উপর বসিয়া হস্ততলে গণ্ড রাখিয়া এবং টেবিলের উপর কনুই সংস্থাপন করিয়া অতি নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—হায়, হায়, করিয়াছি কি! কুষ্ঠরোগীর জন্য—পূঁজরক্তময় গলিতাঙ্গের জন্য দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিতেছি

আর মায়ের বিপদ, প্রেমময়ী সুন্দরী স্ত্রী, সে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, কত লাঞ্ছনা কত অপমান সহ্য করিয়া হয় ত সতীত্ব রক্ষা করিয়া গৃহে আসিয়া একমুষ্টি উদরান্নের জন্য শুকাইয়া মরিতেছে, আর আমি হতভাগ্য যাহা রোজগার করিতেছি তাহা ব্যসনের বাবদে ব্যয় করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করিতেছি; আমি মরিলাম না কেন।

হায় যুবক! ইহা তোমাদিগের উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার বিষময় ফল। নভেলি প্রেম শিক্ষার ইহা দগ্ধ লঙ্কার প্রকৃষ্ট জ্বলন্ত ঝাল। এই রমণীর বাহ্যাঙ্গ যদি গলিত কুষ্ঠে, পচা ধসা ও খসা না হইত, তবেই বা তোমার কি হইত; ইহার যে হৃদয়—ইহার প্রাণ—ইহার ইন্দ্রিয় সকল যে গলিত কুষ্ঠমাখা অপবিত্র তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। যে অসংযমের অধিরোহিণীতে আরোহণ করিয়া নরক অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া পড়ে, আপন ধর্ম্ম, আপন আশায়, আপন সতা, আপন স্বায় বিসর্জ্জন করিতে পারে, রমণীর ইষ্টদেবতা স্বামীর চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া পর পুরুষের চিন্তা প্রাণে আনিতে পারে, তাহার অভ্যন্তর ভাগ এইরূপই গলিত কুষ্ঠে পরিণত হইয়া থাকে। সেখানে প্রেম নাই—আছে প্রতারণা, ছলনা আর গলিত কুষ্ঠের পূতি গন্ধ। আর যে পুরুষ স্বীয় পত্নীর পবিত্রপ্রণয় ভুলিয়া কেবল সৌন্দর্য্যের নেশায় বিভোর হইয়া গৃহস্থের গৃহাঙ্গণে জানেলার ধারে ও পুকুরের পাড়ে খুঁজিয়া বেড়ায় বা রূপের হাটে বেশ্যার উপর ধাবিত হয়, তাহার চিত্তও এইরূপ গলিত কুষ্ঠময়। ঐ রমণীর বাহ্য ভাগ যেমন গলিত কুষ্ঠে নরক হইয়াছে, তোমার অভ্যন্তর ভাগও তেমনই গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিতে পচিয়া খসিয়া ধসিয়া গিয়াছে। ননিলালও এখন তাহা সম্পূর্ণ না হউক আংশিক রূপে বুঝিতে পারিল। তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল,—প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তখন বৃদ্ধ মাতা,

স্ত্রী এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার ও আহারাভাব প্রভৃতি সব একে একে মনে জাগিতে লাগিল,—সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল এই দণ্ডেই সে সব পরিত্যাগ করিয়া পল্লীভবনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু যায় কেমন করিয়া, তাহার হাতে মোটে পাঁচটী টাকা আছে, বেনারস হইতে কলিকাতায় পঁহুছিতেই এ পাঁচ টাকায় কুলাইবে না। তারপরে দেশে যাইবার গাড়ী ভাড়া আছে, কোথা হইতে মিলিবে। সে মনে করিল আর কলিকাতায় থাকিবে না। কাশী আসিবে না, এ সব জায়গায় জিনিষগুলার ভিতরে গলিত কুষ্ঠের ক্ষত, উপরে সুগন্ধ কুসুমের আচ্ছাদন, কিন্তু যায় কেমন করিয়া।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সে স্থির করিল ইহারা আর পাঁচ ছয় দিন পরেই কলিকাতায় যাইবেন, অগত্যা এ কদিন আমাকে এখানেই বাস করিতে হইবে। ইহাদের সঙ্গে গেলে আমার এক পয়সাও ভাড়া লাগিবে না। তারপরে কলিকাতায় পঁহুছিয়া সেই দিনই বাড়ী চলিয়া যাইব। তাহার মনে হইল সঙ্গীত শিক্ষক দেবদাস বাবুর কথা। হায়! সেও আমারই মত এই গলিত কুষ্ঠাঙ্গী রোগণীর করুণা ভিখারী হইয়া বুভুক্ষু কুকুরের মত ইহাদিগের দুয়ারে ঘুরিত এবং আমাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া হিংসানলে দহ্যমান ও আমার প্রতি সর্ব্বদা প্রতিশোধের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধাবিত হইত।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া ননিলাল তাহার ছাত্র আর্য্যকুমারকে তাহার দিদির অঙ্গে গলিত কুষ্ঠের কথা হাবে ভাবে ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কিছুতেই সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হইল না। বিশেষ রূপেই সে সংবাদ বাহিরের কাহারও কানে তোলা নিষেধ ছিল। কিন্তু ননিলালের সে রাত্রে তাহাতে নিঃসন্দেহ হইতে বাকি

থাকিলেও পরদিবস প্রাতে সে চাক্ষুষ দেখিতে পাইল, কথা অতি সত্য। যখন উষাবালাকে স্নান করাইতে লইয়া গিয়া তাহার ক্ষত স্থল ধৌত করান হইতেছিল, তখন সে লুকাইয়া থাকিয়া সমস্ত দৃশ্য দেখিতে পাইল। সে অনল দৃশ্যে তাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া উঠিল। সেধা ফরিয়া উঠিয়া গিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। ইহার পরে চারি পাচ দিন বেনারসে থাকিয়া শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করিতে করিতে ভোলানাথ বাবুদের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল এবং মেসে উপস্থিত হইল।

মেসের মেম্বরেরা তাহারদিকে অকৃপার বক্রদৃষ্টিতে চাহিল। সে তাহা বুঝিতে পারিয়াও তৎসম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিল না। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল কলিকাতায় আর থাকিবে না। দেশে গিয়া মাতৃ সেবায় মনঃসংযোগ করিবে এবং পত্নী যদি সতীত্ব রাখিয়া ফিরিতে পারিয়া থাকে, তবে তাহার হৃদয়ের অপার্থিব প্রেমের শান্তিধারায় কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নিজের চিত্তকে রোগ মুক্ত করিবে। কেবল জিজ্ঞাসা করিল আমার নামীয় কোন চিঠিপত্র আছে কি? উত্তরে জানিতে পারিল অন্য কোন চিঠি নাই, কেবল তাহার মনিব সাহেবের একখানা চিঠি আছে। সে তাহা চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়া দেখিল। সাহেব তাহার চলিয়া যাইবার জন্য চটিয়া গিয়াছেন এবং ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন। সে তারিখ দেখিল, তাহার চলিয়া যাইবার তিন দিন পরে এই চিঠি আসিয়াছিল। কাশীর ঠিকানা কাহাকেও জানায় নাই বলিয়া ঐ চিঠী পাঠাইয়া দিতে পারে নাই। তখন সে মেসের হিসাব দেখিতে চাহিল, হিসাবে সাড়ে তিন টাকা পাওনা হইল। কেননা শুধু ঝি চাকরের বেতনের অংশ ও সিট ভাড়া বাকী পড়িয়াছিল। আর দুই দিবস যাহা খাইয়াছিল এই সকলের মোট খরচা যাহা হইয়াছিল মাসের

প্রথমে জমার টাকা বাদ দিয়া এখন এই দাঁড়াইয়াছে, সে তখনই নিজের সংস্থিত পাঁচ টাকা হইতে ঐ টাকা দিয়া নাম কাটাইয়া মেসের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিল এবং নিজের শয্যাটী বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিয়া বলিল,—"আমি একটু দীর্ঘকালের জন্য বাড়ী যাইব বিছানাটী আমার ঐখানেই রহিবে।" সকলেই সম্মতি দিল, তারপরে কাপড় চোপড় গুছাইয়া আপনার ক্যাম্বিসের ব্যাগে তুলিয়া ভোলানাথবাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেল। সেখানে যে পাচক ব্রাহ্মণে রাঁধে—সে জানিত, কাশীতে থাকিতে সে বাড়ীতে ননিলালের ভোজন চলিত, অদ্য দুপুরেও সেখানে চলিল। বৈকালে বাড়ী যাইবে জানাইয়া ভোলানাথবাবুর নিকট বাকী বেতন প্রার্থনা করিল। ভোলানাথবাবুর নিকট সাত টাকা পাওনা হইল। ভোলানাথবাবু তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার কবে আসিবে?"

ননিলাল মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"বিশেষ একটা সংবাদ পাইয়া যাইতেছি, আর যাইও নাই অনেক দিন। যতদূর সম্ভব শীঘ্র আসিব।"

মা ও স্ত্রীর জন্য দুইখানি কাপড় কিনিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া লইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে ননিলাল দেশাভিমুখে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

অনুতাপ

রাত্রি এগারটার সময় সে গাড়ী হইতে নামিয়া ননিলাল একটুখানি প্রশস্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াই নিজ বাস পল্লীর সরু পথ ধরিল। অপ্রশস্ত আঁকা বাঁকা সরু পথ, কোথাও বা ধানের জমির

আইল, কোথাও বা আকের জমিতে বেড়ার পাশ, কোথাও বা জলাভূমির তীর বাহিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। রেল ষ্টেশন হইতে তাহাদের গ্রাম প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী, জনহীন প্রান্তর ধু ধু করিতেছিল। এত রাত্রে মাঠে একটী লোকও ছিল না, গরু বাছুরের বা কোন প্রকার গ্রাম্য পালিত পশুর সাড়া শব্দও ছিল না কেবল পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটা বড় বট অশ্বত্থ গাছের শীর্ষ হইতে দু একটা নিশাচর পক্ষীর শব্দ কচিৎ দুই একবার শোনা যাইতেছিল।

ননিলালের প্রাণও সেইরূপ ধূ ধূ—নিরাশার নিস্তব্ধ অশান্তি। কখনও কখনও অনুতাপের বৃশ্চিক দংশন। এই তিনমাইলের মধ্যে অপর কোন গ্রাম নাই, দক্ষিণে ও বামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া পথ নাই। ননি এক একবার চাহিয়া দেখিল সে গ্রামগুলি তখন তাহাদের বাঁশ বাগান, দীর্ঘ নারিকেল বৃক্ষ ও আম্র কাঁঠালের বাগান উপরে তুলিয়া দিয়া নীচের পড়িয়া তন্দ্রাঘোরে ঝিমাইতেছিল। কচিৎ পোষা কুকুরের এক একবার সাড়া মিলিতেছিল। ননিলাল নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার প্রাণ বেদনাভরা, দুশ্চিন্তায় লেলিহান আগুনে দহ্যমান। আরও খানিক পরে নিজ গ্রামোপান্তে তাল পুকুরের তীরে উপস্থিত হইল।

তাল পুকুরে তাল বৃক্ষও ছিল না, পুকুরও ছিল না, সামান্য একটু ডোবা বর্ষাকালে একটু জল লইয়া থাকিত এবং শীতাগমে তাহা শুকাইয়া যাইত, তখন শুধু ধূ ধূ, শুধু একটুখানি গর্ত্ত পড়িয়া থাকিয়া অতীতকালের স্মৃতিরক্ষা করিত মাত্র। সে তালপুকুরের নিকটে গিয়া, একবার থমক খাইয়া দাঁড়াইল,—ক্ষীণ নিরাশায়, অনুতাপ ও দুশ্চিন্তার আগুন যেন দপ্ করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে চলিয়াছে কোথায়? যদি বাড়ী গিয়া শোনে, তাহার

স্ত্রী আর ফেরে নাই, পাষণ্ড হীরালালের হস্তে নিগৃহীত হইয়া, নরপশুর প্রত্যাচারে সতীত্ব হারাইয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার মাতা সেই শোকে, অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে এবং আহারাভাবে প্রায় একমাস শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া মরিয়া গিয়াছেন। এ সকল যদি শুনিতে পাই তবে কি করিব। আমার এমন কি শক্তি আছে যে হীরালালকে প্রতিহিংসার আগুনে পোড়াইতে পারিব, আর তাহা হইলেই বা কি হইবে, স্ত্রী ও মাকে ত, আর ফিরাইতে পারিব না। আমার সর্ব্বনাশ আমি করিয়াছি আমার হৃদয়ের শোণিত পান আমি করিয়াছি, আমার সংসারের শান্তি সুখ আমিই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমি যদি সামান্য অর্থের জন্য দেশ দেশান্তরে না পড়িয়া থাকিতাম—আমি যদি বাড়ী থাকিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতাম—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় করিতাম, সুখে ও শান্তিতে আমার দিন কাটিয়া যাইত। গলিত কুষ্ঠ রোগিণীর প্রতি সৌন্দর্য্যের খনি বিবেচনা করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজ্যাশী কুকুরের মত ঘুরিয়া না ফিরিতাম, মোহের জ্বালায় ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় সংযম বিবেক বুদ্ধি ন্যায় ও ধর্ম্ম না হারাইতাম এবং মায়ের চিঠি পাইয়া সেই দিনই বাড়ী আসিতাম, তবে বুঝি আমার এ দুর্দ্দশা হইত না। এইবার তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিল এবং সেইখানে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং কোঁচার কাপড়ে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া মনে মনেই বলিল—"যাই, বাড়ী গিয়া দেখিয়া তখন যাহা হয় করিব।"

সে সটান গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল! গ্রামের মধ্যে কয়েকখানি বাড়ীর পরই তাহার বাড়ী।

সুপ্ত-নিশীথের লুপ্ত-চৈতন্যের মধ্যেও যেন বাহিরের নারিকেল গাছগুলা তাহাকে দেখিয়া জাগিয়া উঠিল এবং ঝিমাইতে ঝিমাইতে

বলিয়া দিল—এতদিন পরে কি দেখিতে আসিয়াছ?—বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ খাঁ খাঁ করিতেছে। দ্রুত স্পন্দনশীল হৃদপিণ্ড রুদ্ধশ্বাসে চাপিয়া ধরিয়া, ব্যাগ দক্ষিণ হস্তে করিয়া সে দরজার নিকট উপস্থিত হইল। দরজা উন্মুক্ত, সে বিপদ গণিল। আরও দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল বহুদিন সে বাড়ী পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, বাড়ীর প্রাঙ্গণ শুষ্ক পত্রে ও নবজাত তৃণ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছে। ছুটিয়া বারেণ্ডায় উঠিল—গৃহের দরজা ভাঙ্গা, বিশ্বের অন্ধকার বুকে করিয়া গৃহগুলি শূন্যবক্ষে 'হাহাকার করিতেছিল। তথাপি ননি ডাকিল,—"মা! মা!—তুমি কি আছ মা! যদি থাক, তোমার অভাজন—অকৃতজ্ঞ—মহাপাপী—হতভাগ্য সন্তান বাড়ী আসিয়াছে। ওঠ মা!"

কেহ সাড়া দিল না। কেবল প্রতিধ্বনি তাহার শেষ কথাটুকুর একবার আবৃত্তি করিল মাত্র। ননি পুনঃ পুনঃ তিন চারিবার ডাকিল—কেহ নাই, কে সাড়া দিবে? সে দরজার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিল দস্যুর পাপ পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তারপরে মা ও চপলাকে কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা দিয়াই নরপশু কি করিয়াছে কে বলিতে পারে! জগদীশ্বর! নারায়ণ! বিপদবান্ধব, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, রমণীর রক্ষাকর্ত্তা তুমি কি তোমার চক্র ধরিয়া, তুমি কি তাহাদিগকে রক্ষা কর নাই প্রভু? আমার মহাপাতকে, সেই দুর্ব্বল নিঃসহায় রমণী দুইটীর উপর এমন পশু পীড়নে রক্ষা কেন করিলে না দয়াময়? অথবা তুমি দয়াময়, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, এই গ্রামের কোন বাড়ীতে হয়ত তাহারা আশ্রয় লইয়াছে। তখন সে সেখানে বসিয়া পড়িল, অনেক কাঁদিল, তারপরে স্থির করিল কাল সকালে উঠিয়া গ্রামের

মধ্যে যদি কোথাও তাহারা আশ্রয় লইয়া থাকে সাক্ষাৎ হইবে। নতুবা তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় করা যাইবে। সে সেই রোয়াকেই বসিয়া রহিল, অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বদুঃখহারিণী নিদ্রা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া বসিল। সে ব্যাগটী মাথায় দিয়া সেইস্থানেই শয়ন করিল এবং ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন সে ঘুমাইয়াছিল তখন রাত্রি প্রায় ছিলনা, পূর্ব্বাকাশে প্রভাতী তারা উঠিয়া বসিয়াছিল, কাজেই ঘুম ভাঙ্গিতে একটু বেলা হইল। যখন সে জাগিল, তখন তরুণারুণকিরণে পৃথিবী ছাইয়া পড়িয়াছে। উঠিয়া তাহার বুকের ব্যথা যেন দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। কেমন করিয়া বাহিরে যাইবে—কেমন করিয়া প্রতিবাসী-গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে—কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে আমার মা কোথায়, আমার পত্নী কোথায়? তাহারা যদি অবজ্ঞা করে, ব্যঙ্গের হাসি হাসে! পুনরপি মনে করিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিলে হাসি-ঠাট্টা করিলে কেন বিচলিত হইব? মহাপাতকীর উপর লোক যেমন করে, আমার উপরেও তেমনই করিবে। তারপরে শ্রীভগ-বানের নাম লইয়া সে হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিল, এবং উন্মাদের মত বাড়ীর বাহির হইয়া সমস্ত পাড়ায়—সমস্ত গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল। সকলেই তাহাকে সত্য বলিল, তবে তাহাদের সংবাদ কেহই জানে না ইহাও বলিয়াছিল। এবং তাহার মাতা ও পত্নী যে একসঙ্গে যায় নাই, তাহাও জানাইয়া ছিল—কেননা তাহার পত্নী অপহৃতা হইবার পরও তাহার মাতাকে দুই একদিন দেখা গিয়াছিল, তারপর সে যে কোথায় গেল, তাহা কেহই অবগত নহে।

ননিলাল সেইসকল সংবাদ শুনিয়া তখনই গ্রাম হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারি পাঁচদিন ধরিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ফিরিয়াও যখন মাতা বা পত্নীর সাক্ষাৎ পাইল না, তখন সে রেল ষ্টেশনে চলিয়া গেল এবং সেইদিনকার গাড়ীতে চাপিয়াই কলিকাতায় রওনা হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অশান্তি

স্মৃতিভূষণ মহাশয় ইস্তাহার জারী হইলেই সেই দিবস বৈকালের গাড়ীতে সদরে জেলাকোর্টের কোন বড় উকিলের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বাড়ীতে বলিয়া গিয়াছিলেন—তৎপর দিবসই যে কোন সময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু চারি পাঁচ দিন গত হইল, তথাপি তিনি বাড়ী ফিরিলেন না। বাড়ীর লোক তাহাতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার কোন অসুখ বিসুখ বা আপদ বিপদ হয় নাই ত? দয়াল মিত্র যেরূপ প্রকৃতির লোক সে সব করিতে পারে। গ্রামের অনেক লোকও তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাদিগের উপরও দয়াল মিত্রের অত্যাচারের বিদ্যুদগ্নি বিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাদিগের নামেও মিথ্যা নালিশের সমন জারী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কাহারও নামে বাকী খাজনার নালিশ, কাহারও নামে টাকা পাওনার নালিশ, কাহারও নামে গাছ কাটা, গাছের ডাল কাটা প্রভৃতি খেসারতের নালিশ হইয়াছিল। এবং আরও যে কত হইবে, সকলের ভিটাতেই যে ঘুঘু চরিবে তাহার ভয় প্রদর্শন করা হইতেছিল। যাহারা দয়াল মিত্রের মাতৃশ্রাদ্ধে যায়

নাই, তাঁহাদেরই উপর এই মিথ্যা নালিশ চালিয়াছিল, কিন্তু এই দলই অধিক। নিজ গ্রাম এবং আশে পাশের যে সকল গ্রাম লইয়া তাহাদিগের সমাজ, সে সমুদয়ের অধিকাংশ লোকই স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের দলভুক্ত এবং দয়াল মিত্রের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যায় নাই ; কতক কতক বা গিয়াও উঠিয়া আসিয়াছে। উভয় দলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং নবশায়ক ছিল। নিকটবর্ত্তী চাঁদের হাটের উমেশ চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার কয় ঘর জ্ঞাতি আকাট মূর্খ হইয়াও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের লোভে শুভাগমন করিয়া আহারাদি করিয়াছিলেন এবং বিদায়ের একটী টাকা ও ডালা ভরা সিদে লইয়া হৃষ্টমানসে চলিয়া গিয়াছিলেন এখন কিন্তু তাহার ভারী বিপদ!

গ্রামের যাহারা গিয়াছিল না তাহারা আর তাহাকে দিয়া পৌরহিত্যের কাজ করাইতেছে না। গ্রামের কৃষ্ণ কুণ্ডুর অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে, রেল বাজারে তাহার একখানা মুদীখানার দোকান আছে। সেখানে বেশ দুপয়সা রোজগার করিয়া থাকে। তাহার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। উমেশ ঠাকুর দয়াল মিত্রের বাড়ী অশৌচান্ন ভোজন করিয়া পতিত হইয়াছেন এবং সেও অপর দলভুক্ত থাকায় তাঁহাকে ডাকিল না। যে পুরোহিত নূতন নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাকে দিয়াই কর্ম্ম করাইল। উমেশ ঠাকুর ও তদীয় গৃহিণী কতকগুলি টাকা ও অনেক জিনিষের প্রত্যাশা হইতে বঞ্চিত হইলেন, এজন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাঁহার অর্থকষ্টও উপস্থিত হইয়াছিল। কেহই আর তাহার দ্বারা কাজ করায় না। এক পয়সাও আয় নাই, কাজেই অন্নাভাব আশঙ্কায় কয়েক দিন অবসন্ন হৃদয়ের ব্যথা লইয়া অতিবাহিত করিলেন। তারপরে ঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া সীতানাথ বসুর বাড়ী গমন

করিলেন। সেদিন সে বাড়ীতে দারুণ শোকের পূর্ণ হাহাকার এবং রোদনের বিষম উচ্ছ্বাস। পূর্ব্বদিবস বৈকালে সীতানাথের পৌত্র খোকা মারা পড়িয়াছিল।

সীতানাথ যখন ভারী জড়সড় হইয়া জানুমধ্যে মস্তক গুঁজিয়া কাছারী ঘরের দাবায় বসিয়াছিলেন, সেই সময় মস্ত শিখা দুলাইতে দুলাইতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তথায় দর্শন দিলেন। সীতানাথ একবার ঘাড় তুলিলেন,—"আসুন, এই কথাটী বলিয়াই আবার জানু মধ্যে মস্তক গুঁজিলেন।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৎসরাধিককাল যজমানের কাজ করিয়া আর প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড ভোজন করিতে নাই, দশমী সংযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিতে নাই, পৌষের চন্দ্রে মূলক ভোজন করিতে নাই ইত্যাদি গোটাকতক ব্যবস্থা মুখস্থ করিয়াই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রবল দাবী করিয়া বসিয়াছেন, বিনয় প্রভৃতি এবং জানিনা এই শব্দটী পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সবজান্তা একজন শাস্ত্রজ্ঞ বুঝিয়া লইয়াছেন। কাজেই যজমানকে শাস্ত্র কথায় প্রবোধ না দিলে চলে না, অতএব একটু শাস্ত্র কথা আওড়াইয়া, তারপরে তাহার ব্যাখ্যা করিলেন, শোক হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন,—"বাবু! আপনি ত' বোঝেন ও গেয়ানী ব্যক্তিও বটেন, কাজেই শোক পরিহরি করুন! শোক করা ভাল নয়। নিজে ভগবান তাহার সারথি বলিরাজকে বলিয়াছিলেন তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণ মপি সজ্জন সংগতি একাদিতরণং। বৈতরণীং পারং যাতি তজ্জন্য শোকং করোতি ন স্যাৎ। অর্থাৎ কিনা শোক করিও না তাহার জন্য, যে গমন করিয়াছে তপ্ত বৈতরণীর ওপারে। তিষ্ঠ এই শব্দটীর অনেক প্রকার অর্থ আছে, টীকাকার রামসুন্দর পরামাণিক,—বিষ্টু, পরামাণিক টীকাকার রামসুন্দর বলিয়াছেন, ইতি' মানে তেঁতুলাদিং আর ইষ্ঠ

মানে কাষ্ঠ অর্থাৎ কিনা তেঁতুল আনা হইতে কাষ্ঠ গুছাইয়া দেওয়া পর্য্যন্ত কাজে মনসংযোগ কর, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে শোক ভুলিতে পারিবে,—এ শ্লোক—এ ছক্কা পঞ্জা মারাং শাস্তর কথা থাকিতে আপনার ন্যায় গেয়ানী মানুষ কেন শোক করিবে?"

উপযুক্ত পুরোহিতের উপযুক্ত যজমান ভাবিলেন, পুরোহিত ঠাকুরেব শাস্ত্রজ্ঞান অধিক গজাইয়া গিয়াছে। তিনি ছল ছল নেত্রের কাতর করুণ দৃষ্টিতে শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জানেন কি ঠাকুর মহাশয়, বুঝিও সব জানিও সব, কিন্তু তথাপি কিন্তু ভুলিতে পারিতেছি না। আরও ঠাকুর! জালা কি একটা,—জলন্ত আগুনে আমার সংসার যেন জলিয়া উঠিয়াছে —ধু ধু আগুন, চারিদিক দিয়াই আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে। ননি-ঠাকুরের বৌ,—ভগবান জানেন কোথায় গেল না গেল,—লোকে হীরুর দোষ দিতেছে আমায় কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই পুরোহিত ঠাকুর যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ওসব শালাদের রচা কথা—মিথ্যে কথা, হীরুবাবুর চরিত্তির রাজার তুল্য, ঘরে বৌ রাণীর তুল্য, সে একটা বাজে মাগীর জন্য এমন কাজ করিবে কেন! ওবুড়ী সয়তান মাগীকে আমি জানি,—ও ভারী ধড়িবাজ, সয়তানের জাসু, ওর হাড়ে ভেল্কি খেলে। হ'লোই বা আমাদের নাই বৌ,—আজন্ম আমাকে জ্বালিয়েছে। দাদা জ্যেন্ত থাকতে যজমানের দুয়ারেও আমাকে যেতে দেয় নাই। এখনও আমাকে চেপে রাখতে চায়, ওই হিরুর কাছে টাকা খেয়েছে বিষয় ইজারা দেব বলে, এখন তাই দেবে না, তাই এসব কাণ্ড করতে লেগেছে। বিশ্বাস করোনা বাবু। ওসব কথায় কখনও বিশ্বাস ক'রোনা।"

সী। আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। আমিও তাই অনুমান

করেছি। হিরুও তাই বলে। গ্রামের লোক, দেশের লোক, কিন্তু সে কথা বুঝিতে চাহে না।

চ। যে শালা না বিশ্বাস করে না করুক—"করিও ত ডরিও,—না করিও ত কাহে ডরিও" এ শাস্তর কথা কোথায় যাবে। খাট্টা মারা এ শাস্তর বাক্য পড়ে থাকতে কেন বিচলিত হবেন?

সী। আমি বিচলিত না হই—আমি বিশ্বাস না করি, দেশের লোক, গ্রামের লোক, বিশ্বাস করিতেছে। আমার স্ত্রী—আমার পুত্রবধূ—আমার মেয়ে তারা স্পষ্ট হাহাকার করে ব'লছে, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যার দীর্ঘশ্বাস আমাদের সোনার কুমড়ো খোকাকে আমাদের কোলছাড়া করিয়াছে। আমাদের শান্তির সংসার অশান্তির তুফানে ফেলিয়াছে। বাস্তবিক ঠাকুর ব্যাপার একটা নয়;—টাকাকড়ি গহনা গাটি যা ছিল, এই কয়দিনের মধ্যে সব গিয়াছে। আর দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নূতন দুঃসংবাদ। কাল আবার জমীদারের সদর পেয়াদা আসিয়া নিকাশের কাগজপত্র-সহ আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার হুকুমনামা জারী করিয়াছে। প্রজা শালাদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ সেখানে গিয়াছে। আমাদের নামে নানা মিথ্যা অপবাদ দিয়াছে। এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। সোনার জমীদার ঠাকুর, সোনার জমীদার!—এতদিন যা বুঝাইয়াছি তাই বুঝিয়াছে। যে ম্যানেজার ছিল, তার হাতে গোপনে দশটা টাকা দিয়ে সব করা চলেছিল। শোনা যাচ্ছে, কার পরামর্শে বাবুরা নাকি তাকে জবাব দিয়ে বেশী মাহিনের এক ম্যানেজার এনেছে। সে কারু নাকি উপরোধ-অনুরোধ শোনে না—ঘুঁষ নেয় না—নিজে দেখে শুনে সব কাজ করে। দেখ ঠাকুর! সময় গুণে সব হয়, তিন বছুরে কাগজ তলব দিয়েছে।

চ। তা দিক্, কাগজ ঠিক আছে ত?

সী। ছাই আছে। নিকেশ দিলে অনেক টাকা দায়ী হ'তে হবে।

চ। আগে যে বললে টাকাকড়ি সব গিয়েছে,—তা কিসে গেল বাবু?

সী। জান্‌চো ঠাকুর,—শুনছয়ো সব; ননি ঠাকুরের সেই বৌ হারানতে হীরেকে জড়িয়ে নিয়ে তিনদিন অন্তর পুলিস আসছে। বেঁধে নিয়ে যাবে ভয় দেখাচ্ছে, আর আমাদের টাকাকড়ি বাতাসের মুখে তুলার মত হু হু উড়ে যাচ্চে। চারিদিকে আগুন ঠাকুর, চারিদিকে আগুন, তিলার্দ্ধ সুখ নাই। মলাম—গেলাম—রক্ষা করিবার কেহ নাই। খেয়ে সুখ নাই, বসে সুখ নাই, দাঁড়িয়ে সুখ নাই। জমীদার বাড়ী আমি যেতে পারিনি। সে ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছি। সেখানে তার কপালে কি হচ্চে—কে বলিতে পারে?

চ। একটা স্বস্ত্যেন করুন—সব গেরো কেটে যাবে।

সী। সে ত টাকার কাজ—টাকা কোথায় ঠাকুর! নেহাৎ পঁচিশ টাকার কম একটা স্বস্ত্যেন করা হয় না।

চ। অল্প টাকায় করে দেবো। আমারে দশটা টাকা দিয়ো। আমি সব সেরে নেব,—ফুরণ থাকবে!

সী। আসুক ত ছেলেটা ঘুরে, দেখা যাক্।

চ। আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, তা যে রকম অবস্থা শুন্‌ছি তাতে ত সব হ'ল।

সী। কেন? কি জন্য?

চ। আমারও ত মহা বিপদ—তোমার আর তোমার ছেলে হীরুর কথা শুনে দয়াল মিস্ত্রিরির বাড়ী গিয়ে, এ গ্রাম বা

পাশের কোন গ্রামের লোক আর আমায় দিয়ে যজমানের কাজ করাচ্ছে না, এখন আমার পেট চলে না। কি করি তার উপায় বলে দেও নতুবা মারা যাই।

সী। আমি তার কি কর্‌ব বল? আমি আপন জ্বালায় আপনি জ্বলে মর্‌ছি, তা তোমার কথা কি বলব?

চ। কি সর্ব্বনাশ। তখন যে কত সাহস দিলে—কত ভরসা দেখালে, তুমি আর দয়াল মিত্তির আমাকে রাজা কোরবে তাও বল্‌তে ছাড়লে না। আর এখন দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে চাও।

সী। পায়ে ধরি ঠাকুর, উঠিয়া যাও। যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হ'ত, দেখাইতাম কি আগুণে আমি জ্বলিতেছি। যদি একজনের সংসারের অশান্তি,—বেদনা হাহাকার দীর্ঘশ্বাস অপরে বুঝিতে পারিত, তবে বুঝিয়া যাইতে কি জ্বালায় আমার সংসার জ্বলিতেছে।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় পুনরপি কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু কোন কথা বলিবার আগেই জমীদারের এক পেয়াদা মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া মস্ত একগাছা বাঁশের লাঠী কাঁধে করিয়া একটা কাল রঙ্গের থলিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া, মালকোচ্চা মারিয়া হন হন করিয়া আসিয়া কাছারীর দাওয়ায় উঠিল। এবং চক্ষুর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ কঠোর ও তীব্র করিয়া, সীতানাথের দিকে সে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল,—"তোম্‌কে তলব হুয়া আবি চলিয়ে।"

সীতানাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বস ঠাণ্ডা হও সব বল্‌ছি।——"

পেয়াদা বলিল,—"নেই, নেই, ইসমাফিক হুকুম নেহি, খাড়া তলব। আবি চলিয়ে!"

বেগতিক বুঝিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সীতানাথ গৃহমধ্যে গিয়া বাক্স খুলিয়া একটী টাকা আনিয়া পেয়াদার হস্তে দিয়া তখনকার মত তাহাকে বসাইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পিতা-পুত্র

তৎপর দিবস সকালেই সদরের পেয়াদার সহিত সীতানাথ বসু জমীদারের বাড়ী যাত্রা করিলেন। তিনি যাইবার সময় তাঁহার স্ত্রী, পুত্রবধূ ও কন্যা প্রভৃতির করুণ ক্রন্দনে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কুল-পুরহিতের স্ত্রী—ব্রাহ্মণের বিধবার অভিশাপ আগুণ জলিয়া আমাদিগকে ছার-খার করিয়া তুলিয়াছে,—সতী যুবতীর নিশ্বাস আগুণের হল্কা আসিয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ আগুণ কিছুতেই নিভিবে না। এ আগুণ হইতে বাঁচাইবার সাধ্য বুঝি ঠাকুর দেবতারও নাই। ওগো খোকার শোক না ভুলিতে ভুলিতে টাকাকড়ি, গহনা গাঁটি সব গেল। ছেলেটা জমীদারের বাড়ী গিয়ে কি অবস্থায় ছট্‌ফট্ কোরছে,—সেখান থেকে লোক এল, তার মুখে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। সে একখানা ডাকের চিঠি লিখেও তা আমাদের জানাল না, তার উপরে আবার তোমাকে তলব দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্চে। এতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ। তুমি পৌছেই একটা খবর

দেবে, আমরা ভাত-জল ছেড়ে খবরের আশায় থাকলাম,—ইহা যেন মনে থাকে।

শূন্য ধূ-ধূ প্রান্তর বহিয়া যাইতে যাইতে কথাগুলা একে একে সীতানাথের মনে জাগিতে লাগিল। প্রথম দিনের সেই কথা যেদিন সকালে আসিয়া ননির মা হীরার দৌরাত্ম্যের কথা আমার কাছে বলিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে সাধিয়াছিল। যদি করিতাম, বুঝি এত আগুণ জলিত না, বুঝি আমার সোণার সংসার, আমার খোকা এমন করিয়া পুড়িত না, মরিত না। আমার সঞ্চিত যা কিছু ছিল, এমনই করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে উড়িত না। তারপরে জীবনে যাহা হয় নাই, তাহাও হইতে চলিল। এতদিন কাজ করিয়াছি, এমন করিয়া জমীদারের নিষ্ঠুরাজ্ঞা বহন করি নাই। অদৃষ্টে আরও কি আছে কে বলিতে পারে? এখন কি করি? কে আমায় রক্ষা করে?

কেহ তাহার সে চিন্তায় উত্তর দিল না। তাহার মনে সে দারুণ চিন্তার প্রতিষেধক কোন চিন্তাই উপস্থিত হইল না, সে বড় জ্বালায় জলিতে জলিতে পথ চলিতে লাগিল।

তাহাদের গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে রামপুরের চৌধুরী বাবুরা চাঁদের হাট, নাদকুণ্ড, খলিসা কুণ্ড, রামনগর, গোবিন্দপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ছোট বড় প্রায় সতর খানি গ্রামের জমীদার। পূর্ব্বে তাহাদিগের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। চাল-চলন, পূজা-পার্ব্বণ, নায়েব ম্যানেজার, মুহুরী, পাইক, পেয়াদা, মামলা, মোকর্দ্দমা, ঠাকুর সেবা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি সবই বজায় ছিল, কেবল ছিল না নগদ টাকা। আর একটা জিনিস নূতন চাপিয়াছিল, সে ঋণ এবং মাসে মাসে তাহার অনেক টাকা সুদ বাড়িতেছিল, তিন চারি বৎসর অন্তর

যখন সুদে আসলে অনেক হইত, তখন আবার অন্যত্র হইতে কর্জ্জ করিয়া আনিয়া সুদে আসলে মিটান হইত। সেখানে গিয়া সুদে আসলে একত্রে মিশিয়া ছারপোকার স্বামী-স্ত্রীর মত মিলিত হইয়া বহু সন্তান প্রসব করিত। দেখিতে দেখিতে এইরূপে বহু মহাজন দাঁড়াইয়া গেল,—বিষয় ছাড়া ঋণ হলো। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন দুই একটা মহল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু হিতৈষীজনেরা পরামর্শ দিল, হঠাৎ এরূপ করা উচিত নয়, তোমাদের ম্যানেজার ভাল নয়। অতিশয় ঘুষখোর,—যে স্থলে ঘুষের চলাচলি সেই স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা। চৌধুরী বাবুও সে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া অধিক বেতনের একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

যথাসময়ে সীতানাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পুত্র হীরালাল যে বাসায় থাকিত তিনিও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পুত্রের অবস্থা দেখিয়াই সীতানাথ বিপদ গণিলেন। দুইজন পেয়াদার জিম্বায় নজরবন্দীতে জমীদার বাবুদের বাগানবাড়ীর একখানি খড়ুয়া ঘরে বাসকক্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ও সেই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতা উপস্থিত হইলে পুত্র পদপ্রক্ষালনাদির জল দিয়া পিতৃ সম্ভাষণ করিলেন। পিতা পুত্রের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন,—দেখিলেন, কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে, পুত্রের আর সে শ্রী, সে লাবণ্য, সে স্ফূর্ত্তি কিছুই নাই, পরিধানের কোঁচা জড়াইয়া কোমরে ধড়াকরে উঠিয়া বসিয়াছে। নবগৃহীত ক্ষত্রিয়ত্বের চিহ্ন স্বরূপ উপবীত কোথায় গলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, রক্তোষ্ঠে কালিমা পড়িয়াছে, গণ্ডদ্বয়ে ও কপালে শিরা বাহির হইয়াছে। চক্ষুর সেই "আধ ঘুমন্ত—আধ জাগন্ত" সে কবিতা মাখা ভাব নাই; তাহা বিস্ফারিত উদাস শুষ্ক। মস্তকের চুল

একদম প্রসাধন-বর্জ্জিত। সীঁতি নাই, টেড়ী নাই, কপোলদেশে ঝুলিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

পিতা হাত পা মুখ ধুইয়া ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া গৃহমধ্যে গমন করিলেন এবং সেই গৃহে কেহ নাই জানিয়া একখানা তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং পুত্রকেও তথায় বসিতে বলিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবর কি শীঘ্র বল ?"

হী। সব বলছি,—আচ্ছা আপনি ঠাণ্ডা হ'ন। জল-টল খান।

সী। যতক্ষণ অবস্থা না জানতে পারচি; ততক্ষণ ঠাণ্ডা হ'তে পারচি না। খবর ভাল না—মন্দ ?

হী। বড় ভালও না, একেবারেই যে মন্দ তাও নয়।

সী। বল্ শুনি। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অতিশয় আকুল হইয়া পড়িয়াছি।

হী। আমরা বাড়ী থেকে অনুমান করেছিলাম প্রজা শালারা এসে চুকালি ক'রে এই কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছে, এখন দেখচি তা নয়, নূতন ম্যানেজার এসেই এমন ক'রে তুলেছে।

সী। প্রজারা যে আসেনি তার প্রমাণ কোথায় ; তারা লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে কাণ ভারী ক'রে দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তারপরে তারই ফলে এই সকল ঘটছে। যাক, কি হ'য়েছে, তাই বল্।

হী। কাগজ নিকেশ ক'রে নয় শত টাকা আমরা দেনা হ'য়েছি—

সীতানাথের মুখ শুকাইয়া উঠিল, সমস্ত মুখমণ্ডলে আরও কালি ঢালিয়া দিল। দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"এত টাকা দেনা! আমার মনে হয় আমি ত কখনও খাজনা আদায় করিয়া মনিবের টাকা নিয়া খাই নাই।

হী তা কিছু কিছু খাওয়া হ'য়েছে বৈকি। তিন বছরের হিসাব নিকাশ,—বছরে এক শ করিয়া টাকা ভাঙা পড়িয়া থাকেত তিন শ টাকা—

সী। আর বাকী টাকা?

হী। ম্যানেজারটা বড় পাজী লোক,—ও ধ'রেছে যে সব মামলা মোকর্দ্দমায় হুকুমনামা নেই তার দেনা পাওনার দায়ী ইহারা নহেন; তাহার দেনা পাওনা আমাদিগকেই বহন করিতে হবে। প্রজা শালাদের কাছে বাকী খাজনা ও কর্জ্জ পাওনার যে সব ডিক্রি করা আছে, আমি একটা খসড়া তালিকা করিয়া দেখেছি, সে চারি শত টাকা হ'তে পারে, সে আমাদের মধ্যে রহিল। চল বাড়ী গিয়ে—জারী ক'রে তার দুনো আদায় করিগে, তা হ'লেই টাকা শোধ হ'য়ে যাবে।

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ম্লানমুখে ক্ষুণ্ণ স্বরে সীতানাথ বলিলেন,—"তবে আবার আমাকে তলব কেন?"

হী। তোমার চাকরী—বিশেষতঃ তুমি থাকতে সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই, কাজেই তোমাকেই তলব দিয়েছে।

সী। আমাকে এখন কি ক'রতে হ'বে?

হী। তোমাকে একখানা দলিল রেজিষ্টারী ক'রে দিতে হবে, তাতে আমাদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঘর দুয়ার বাড়ী বাগান আবদ্ধ রাখতে হবে, আর লিখে দিতে হবে, ঐ টাকায় মাসিক দুই টাকা হিসাবে সুদ দিব। আর মহালের যে খাজনা তাহা কিস্তি কিস্তি জমীদার সরকারে ইরসাল দিব। মামলা মোকর্দ্দমা যাহা করিতে হইবে তাহা আমাদের নিজ ব্যয়ে করিয়া প্রজার নিকট হইতে তুলিয়া লইতে হইবে, তজ্জন্য জমীদার সরকার এক পয়সাও দিবেন না। দলিল

দুইখানি পৃথক পৃথক হইবে, একখানি বেহেন বন্ধকী খত, অপরখানি চাকুরীর কবুলতী।

আরও অধিকতর ম্লানমুখে কম্পিতকণ্ঠে সীতানাথ বলিলেন,—"তবেই ত হ'লরে বাবা!—আমার বিষয় আশয় সব গেল। প্রজারা ওদিকে যোট পাকিয়েছে খাজনা কিছুতেই দেবে না,—আর এদিকের ব্যাপার এই।"

হী। অত বিচলিত হয়োনা বাবা! প্রজার উপর যে ডিক্রি ক'রে রেখেছি তাঁহাদের গরুবাছুর সব বেচে নিইগে, সঙ্গে সঙ্গে অপরের নামে নালিশ ক'রে জমা জমী গরু বাছুর সব বেচে নিইগে। ক'দিন—ক'দিন দেবে না শালারা? যাতে দেয় আইনের বলে তা করতে হবে, ভিটে মাটী এক করব, গরু জরু নিয়ে টানাটানি ক'রব, শালাদের যোট ভাঙ্গব তবে ছাড়বো।

সীতানাথ সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, ব্যথিত চিন্তা-দলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পরে পিতা পুত্রে গিয়া জমিদার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। ষ্ট্যাম্প আনা ছিল, রাত্রেই লেখা পড়া হইল, এবং তৎপর দিবস রেজেষ্টারী করিয়া দিয়া সীতানাথ ও তৎপুত্র হীরালাল বাড়ী চলিয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বোধনবাড়ী

চাঁদের হাটের পশ্চিম প্রান্ত হইতে খলিসা কুণ্ডুর পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দুই মাইল ধূ ধূ প্রান্তর। এই প্রান্তরের প্রশস্তের সীমা বড় অধিক নহে এক মাইল হইবে তাহাও জনমানব শূন্য ধূ ধূ। প্রায় তিরিশ বৎসর আগে খলিসা কুণ্ডু গ্রামে নীলকর সাহেবদের নীলের কুঠি ছিল, এবং এই মাঠটী তাঁহাদের চিরস্থায়ী পত্তনী ছিল। কিন্তু ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ও মাঠ ছিল সীতানাথ বসুর মনিব জমিদারের। এই মাঠে সাহেবদের নীলের আবাদ ছিল, তখন হইতে এই মাঠের নাম নিজাবাদ হইয়া গিয়াছে। সাহেবদের যখন কুঠি উঠিয়া যায় এবং তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যান, তখন এই মাঠের পত্তনি স্বত্ব খরিদ করেন কলিকাতার একজন ধনবান ব্যবসায়ী। এ পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ বিলি বন্দোবস্ত করেন নাই,—কাহারও মধ্যে কোনরূপ স্থায়ী জমাও বিলি করা হয় নাই। মাঠটী তত সুবিধাজনকও নহে, প্রায় সবই বেলে জমী,—কৃষকেরা ওটবন্দীরূপে এক এক দিকে কর্ষণ করিয়া ধান্যাদি বপন করিত এবং অল্প দিনেই ছাড়িয়া দিত। যখন যাহা উঠিত তাহার ওটবন্দী খাজনা আদায় হইত।

এই মাঠের উত্তর ভাগ দিয়া যমুনা। নদী বহিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ যমুনা বৃন্দাবন-মথুরার মধ্যস্থিত বিপুল নীল-স্বচ্ছ-তোয়া উজান-বাহিনী কুল-কুল-নাদিনী কবি-গাথা-সোহাগিনী তাল-তমাল-কদম্ব-ভাণ্ডীর বৃক্ষ ও মাধুরী মল্লিকা স্বর্ণলতিকা প্রভৃতি লতিকায় তীরশোভিনী যমুনা নহে। ইহা ক্ষুদ্রকায়া শৈবালদল-

সমাচ্ছাদিতা রজত-রেখবৎজলবক্ষা যমুনা। চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম সমূহের লোকেরা বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল, হঠাৎ একদিন সকালে প্রায় পঞ্চাশজন দীর্ঘকায় পাঠান খুব বড় বাঁশের লাঠি স্কন্ধে করিয়া, মস্তকে লাল পাকড়ি বাঁধিয়া, গায়ে থাকি জিনের কুর্ত্তি পরিয়া, মালকোচ্চা আঁটিয়া, পায়ে নাগরা জুতা দিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে যেন বাজারের দিক হইতে আসিয়া সেই মাঠে উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে দশ বারটা কাওড়া ঢোল. চারিখানা ঝগঝম্প, দুইখানা টীকীয়াঃ পাঁচখানা কাঁশি ও তিনটা সানাই বাজিতে বাজিতে আসিতেছিল। পাঁচজন কুলীর স্কন্ধে পাঁচখানা চিকণ অথচ দীর্ঘ বংশদণ্ড, তদগ্রভাগে লোহিত পতাকা বাঁধা। সেই লোহিত পতাকার মধ্যস্থলে কাপড়ে কাটিয়া লেখা হইয়াছে "বোধনবাড়ী" এবং তাহা ঐ পতাকার সহিত সেলাই করিয়া বসান আছে। সর্ব্বাগ্রে চাঁদের হাটের দরাপ খাঁ। পাঠানেরা আসিয়া প্রথমে মাঠের মধ্যস্থলে একখানি বাঁশ পুঁতিল, তারপরে চতুঃসীমায় চারকোণে চারিখানা বাঁশ পুঁতিল। প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া খুব বাজিল, পাঠানেরা দুই দল হইয়া অনেকক্ষণ লাঠি খেলা করিল, মল্লযুদ্ধ করিল, কুস্তি করিল, অবশেষে দুইটা খাসি জবাই করিয়া চুল্লী কাটিয়া গোস্ত তৈয়ারী করিল, রুটী বানাইল, আহারাদি করিল। বাদ্যকরেরাও জাতিভেদে দুই তিন দল হইয়া যাহারা মুসলমান তাহারা সেই সঙ্গে ভোজন করিল, আর যাহারা হিন্দু তাহারা ডাল ভাত পাকাইল, এবং ভোজন করিল। তারপরে আবার বাজনা বাজিল, এবার দরাপ কুলী পাঁচজনকে সঙ্গে লইয়া রেল বাজার হইতে তিন ধামা বাতাসা, এক বস্তা চাউল ও এক বস্তা মাসকড়াই কিনিয়া আনিয়া যে সকল দর্শক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে দেখিতে আসিয়াছিল

তাহাদিগের মধ্যে বাতাসা বিলি করিল, এবং অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও কড়াই বিতরণ করিয়া দিল। যাহারা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি হইল? দরাপ খাঁ ও পাঠান যোয়ানেরা তাহাদিগকে বলিয়া দিল, রাজসাহীর জমীদার মুনসী করিমবক্স চৌধুরীর নাম তোমরা শুনিয়াছ? তিনিই এই মাঠ ক্রয় করিলেন। আমরা বাঁশ গাড়ী করিয়া গেলাম।

প্রশ্ন। বিবাদবিহীন মাঠে এত যোয়ান লাঠিয়াল কেন?

উত্তর। বড়লোকের কাজই এই রকম। ক্ষুদ্র কাজেই বৃহৎ আয়োজন, যদি কেহ বাধা প্রদান করে, তাহার মুণ্ড লইয়া যাইবার হুকুম আছে।

প্রশ্ন। মুসলমানের পতাকার গায় "বোধনবাড়ী" লেখা কেন?

উত্তর। এই মাঠের নাম উহাই হইল। এই নামে এখানে গ্রামের পত্তন হইবে, এবং এখানে তাঁহার একটী বাড়ী তৈয়ার হইবে। তিনি কখনও সেখানে কখনও এখানে আসিয়া বাস করিবেন। তাহার নাম হইবে "বোধনবাড়ী"।

প্রশ্ন। মুসলমানের বাড়ীর নাম "বোধনবাড়ী" ইহা এই নূতন শোনা গেল।

সে কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না, বুঝি বুঝাইয়া বলিতে পারে এমন লোক সেখানে ছিল না।

যাহারা দরাপ খাঁকে চিনিত তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ইহাদের সঙ্গে কোথায় মিশিলে।

দ। আমি এখন মুন্সী সাহেবের খাস কামরায় তাঁহার নফরের কাজ করি। যখন চাঁদের হাটে হীরে বসুর অত্যাচারের আগুণ জলিয়া উঠেছিল—আমার ক্ষুদ্র বাহুবলে তাহা নিবারণ করিবার উপায়

ছিল না এবং কাহাকেও ডাকিয়া আমার সঙ্গী যুটাইতে পারিলাম না তখন ভাবিলাম পুরুষ ব্যাটা ছেলে হ'য়ে মুসলমানের রক্ত গায় পুষে দুর্ব্বলের উপর অমন জোরজবরদস্তী সওয়া যায় না, তখনি আমি ঘর ছেড়ে চলে যাই, তারপরে জমিদার সাহেবের সুনাম শুনে সেখানে চাকুরী করতে আরম্ভ করি। এখানে আমার কেউ ছিল না, সেখানেও নাই।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে মাঠ জনশূন্য হইল, যোয়ানেরা সব রেলবাজার অভিমুখে চলিয়া গেল, বাদ্যকরগণ আশে পাশে চারিদিকের যে গ্রাম হইতে যে আসিয়াছিল সে সেই গ্রামে চলিয়া গেল। দরাপ খাঁ গেল নাদকুণ্ড স্মৃতিভূষণের বাড়ী।

তৎপর দিবস সকালে তিন চারিটা তাম্বু লইয়া এবং কয়খানি চেয়ার বেঞ্চ ও শোবার খাট এবং দুই তিনটী শয্যা লইয়া প্রায় দুই শত পশ্চিম দেশীয় কুলী আসিল। কুলীগণের সঙ্গে ঝুড়ি কোদালি কুঠারী প্রভৃতি বহুদ্রব্য সম্ভার ছিল। আরও ছিল চাটাই, রাঁধিবার হাড়ী ও চা'ল ডা'ল জ্বালানির কয়লা প্রভৃতি। মাঠের উত্তর দিকে, যমুনার তীর ঘেঁসিয়া, তাম্বুগুলি খাটান হইল। তাহার পশ্চিমে অনতিদূরে কুলীরা বংশদণ্ড পুতিয়া চাটাই টানাইয়া তাহাদের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইল। পূর্ব্বপার্শ্বে খনন করিয়া ইট গড়াইবার মাটী তুলিতে লাগিল, কতক লোক বা কোদালি দ্বারা চাচিয়া ছুলিয়া ইট গড়াইল। তার পর দিবস হইতে গাড়ী গাড়ী ইট পোড়াইবার কয়লা ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দরাপ খাঁর নিয়োজিত গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগণ সেই মাঠে আনিয়া ঢালিয়া ফেলিতে লাগিল। ফল কথা সেইখানে বহু ইষ্টক প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহার পরিদর্শক ও কর্ম্মকর্ত্তা হইল দরাপ খাঁ আর মার্টীন কোম্পানীর হস্তে এই বাড়ী

নির্ম্মাণ ভার। ইষ্টক হইয়া গেলে ইষ্টকের জন্য মাটী তুলিয়া লইলে যে গর্ত্ত হইবে তাহাতে সুন্দর একটী পুকুর কাটান ও দুইটী ঘাট বাঁধান হইবে। আর আরম্ভ হইল মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্ব প্রান্তে একটি বাজার বসানর উদ্যোগ। তদর্থে সেখানেও একটি পুকুর কাটান আরম্ভ হইল, আর এখানে ইট পোড়ান হইলে হাটের চাঁদনী ও কয়েকখানি আড়ত বাড়ী ও খান দুই বড় রকমের মুদীখানার দোকান হইবে, এইরূপ কোটা ঘর নির্ম্মাণ করিবার কনট্রাক্টও লইয়াছিলেন মার্টন কোম্পানী। তদ্ভিন্ন ছোট বড় কয়েকখানি দোকান ঘর টিনের ছাউনীর দ্বারা হওয়ার কনট্রাক্টও ছিল।

একটি ঔষধালয়, একটি স্কুলবাড়ী ও ডাকঘর প্রস্তুতও হইবে. ভারী তাড়াতাড়ি, ভারী ধুমধামের সহিত এসকল কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। লোকজনের ডাকে হাঁকে পার্ব্বত্য কুলীদিগের নানা স্বর-বিভঙ্গীতে গান বাজনা ও নাচনা প্রভৃতিতেও নৈশ প্রান্তর মুখরিত হইত, সেই ধূ ধূ প্রান্তর জন-কোলাহলে রাত্রিদিন জাগিয়া বসিল। মার্টীন কোম্পানীর একজন অভিজ্ঞ লোক একটা তাম্বুতে বাস করিতে লাগিলেন আর কয়জন কর্ম্মচারীও অপর গুলিতে আশ্রয় লইল। একটী ছোট তাম্বু দখল করিয়াছিল দরাপ খাঁ।

দরাপ আর সে দরাপ খাঁ নাই, চাঁদের হাটের কৃষক ভৃত্যরূপে কাজকর্ম্ম করিতে হয় না। সকালে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া দূরবর্ত্তী মাঠে গিয়া সমস্ত দিবস অবিরাম পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্নদেহে ম্লান-মুখে গৃহে ফিরে না। সন্ধ্যার পরে বুকড়ী চাউলের শীতল অন্ন আর জালে ধরা চিংড়ী মাছ খাইয়া গোয়াল ঘরের "আংনের" শুইয়া মানিক পীরের গান গাহিয়া জীবনের

কর্ম্ম সমাপ্ত করে না। এখন সে তাম্বুতে বাস করে, একজন খদ্দিদারের দ্বারায় সেব্যমান হয়; গায়ে আঙ্গরাখা দেয়, মালকোচ্চা মারিয়া কাপড় পরে, নাগরা জুতা পায়ে দেয়, চিকন চাউলের অন্ন মুরগী বা মুরগীর ডিম্ব ব্যতীত ভোজনে তৃপ্তি লাভ করে না। চাঁদের হাট হইতে কয়েক জন কৃষক একদিন আসিয়া সে মাঠের সুখ সৌভাগ্যের সহিত দরাপ খাঁরও ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, এবং তাহাকে সমস্ত কথা শুধাইল সে তাহাদিগের যথোপযুক্ত আদর-সম্ভাষণ জানাইয়া বলিল, আমি কাল সকালে চাঁদের হাটে যাইতাম, তোমাদিগকে সকল খবরও দিতাম, আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, চল ঐ গাছতলায় গিয়ে বসে সব শুনবে। আরও অন্যান্য গাঁর যাঁরা উপস্থিত আছেন, সবাই চলুন সবই শুনবেন, আমার তাম্বুতে যায়গা অল্প এত লোকের এক সঙ্গে যায়গা হবে না।

তৎপরে সে একজন কুলী ডাকিয়া আদেশ করিল, তিন চারিজন কুলীতে অনেকগুলি চাটাই সে গাছতলায় বিছাইয়া রাখিয়া আসিল একজন ভৃত্য একসঙ্গে আট দশটা কল্কিতে আগুন দিয়া, রাখিয়া আসিল। দরাপ খাঁ মিষ্ট সম্ভাষণে সকলকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চাটাইয়ে উপবেশন করাইয়া নিজেও উপবেশন করিল। প্রায় তিরিশ জন লোক ক্রমে ক্রমে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল।

চারিদিকের গ্রাম হইতে নিত্য নূতন নূতন বহুলোক আসিয়া ইট তৈয়ারী, পুকুর কাটা, জানলা দরজা তৈয়ারী, কয়লা আনা, চুণ আসিয়া পাহাড়ের মত স্তূপাকার হওয়া প্রভৃতি দেখিয়া যাইত এবং ফিরিয়া গিয়া গ্রামের লোকের নিকট সালঙ্কারে বর্ণনা করিত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জনসঙ্ঘ

সরাপ খাঁ উপবিষ্ট জন সঙ্ঘের একপার্শ্বে বসিয়া বলিল,—যখন হীরালাল অত্যাচার করিবে—আজ রাত্রেই গোণ্ডা দিয়া ননি ঠাকুরের বৌটীকে বার ক'রে নিয়ে যাবে এই কথা গাঁয়ের মধ্যে রটিয়ে দিল, আর তাই শুনে গুয়ালে আগুণ লাগা গাঁই যেমন তার বাছুর বার করায় অক্ষম হয়ে ছুটে গিয়ে গেরস্তকে ডেকে ডেকে জাগাতে না পেরে চালের আগুণের দিকে তাকায় আর গুয়ালের চারি পাশে ডেকে ডেকে ছুটে বেড়ায়, ননিঠাকুরের মাও তেমনি যখন সারা পল্লীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান সকলের দুয়োরে দুয়োরে কারু সাহায্য পাবার একটু আশাও না পেয়ে আকুল অন্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, তখন আমার প্রাণে বড় দাগা দিয়াছিল। আমি একবার ভাবলাম,—একাই লাঠি নিয়ে তাদের দুয়োরে বসে থাকি একটাকেও ত খুন জখম করতে পারব, তারপরে নয় তাদের লাঠির ঘায় মরব। আবার মনে হ'ল আমি মলে ত ঠাকুরের কোর কোন উপকার হবে না, তখন মুসলমান পাড়ায় গেলাম, ইচ্ছা কিছু যোয়ান যোগাড় করে সেই সুমুন্দির আর তার লোক গুলোকে জব্দ করে ছেড়ে দেব—জবাই করা মুরগীর মত যাতে তারা ভূয়ে পড়ে ছটফট্ করে তাই ক'রব। কিন্তু কেউ স্বীকার হ'ল না, সবাই হীরালালের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল, হিন্দু মুসলমান সকলের মুখে ঐ এক কথা—যা করেছি তারই ঠেলা সইতে পারছিনে আর না বাপু! সব ঘুমন্ত গেরস্তর মত পড়ে থাকল। তখন মনে হ'ল এদেশে আর থাকব না, কোথায় যাব তার ঠিক ছিল না, ট্যাকেও পয়সা কড়ি

ছিল না, হাঁটা পথে জেলায় সহরে যাবার মনস্থ করে চলতে লাগলাম। দুদিন বাদে জেলায় উপস্থিত হলাম, সেখানে মোট খাটতে আরম্ভ ক'ল্লাম, আর উকিল পাড়ায় ভদ্রলোকের পাড়ায় ঘুরতে লাগলাম। ইচ্ছা,—কোন ভদ্র লোককে যদি ঐ বৌ চুরীর মোকদ্দমায় সাহায্য করাতে পারি। কিন্তু মোকর্দ্দমাও উপস্থিত হ'ল না, সাহায্য বিষয়েও দেখলাম এখানেও যা সেখানেও তা সেই ত্যালা মাথায় ত্যাল ঢালা। গরীবের প্রতি অবজ্ঞা। দুনিয়াদারীকে বড় ভাল বলে মনে ক'ল্লামনা, ভাবলাম ফকীর হ'ব, মক্কায় চলে যাব, কোন বড়লোক যদি মক্কায় যাবার পাই তার গোলাম হয়ে যাব। এই সময় রাজসাহীর জমিদার মুন্সী করিম বক্স চৌধুরী বাহাদুর কি একটা মামলার হিড়িকে আমাদের জেলায় আসেন এবং শুনলাম তিনি এখানে মাসখানেক থাকবেন, আমি তাঁর চাকরদের সঙ্গে মিশে পল্লাম, শুনলাম বড় পরোপকারী, ক্রমে ক্রমে আমি তাঁর খাস চাকরের মধ্যে ঢুকে পল্লাম। একদিন তাঁর ফুরসদ বুঝে সব কথা বল্লাম, শুনে তিনি বললেন,—তোমার ওখানকার একজন ভাল হিন্দু ডেকে আনতে পার? হিন্দু না হলে মতলব বাতলে কাজ করতে পারে না। আমি তেমন লোকের কথা মনে করতে পারলাম না তবু বললাম,—পারি। তারপর সেই দিনই গাড়ীর ভাড়া দিলেন, নিয়ে এসে আমাদের ষ্টেসনে নামলাম, এসে গাঁয় যাচ্চি পথে ন্যাপাল মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হ'ল, সে লোকটাকে একটু ভাল বলেই জানি, তবু সে কোথায় যাচ্চে জিজ্ঞাসা করলাম,—সে তার বিপদের কথা বল্ল শুনে বললাম যে খোদাতালা সকলের উপরেই বোধ হয় নেক নজরে চাইবেন—তারপর সব কথা খুলে ব'ললে সে শুনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে স্মৃতিভূষণ ঠাকুরের কাছে গেল। তারপরে আমরা তিনজনে চৌধুরী সাহেবের কাছে চলে গেলাম, তারপরে

ঠাকুরের সঙ্গে কি পরামর্শ হ'ল জানিনে, ফলে এই মাঠ কেনা হ'ল, এই বাড়া তোয়ের হচ্চে, আর শুনিচি যাদের যায়গা জমি হীরে বোস বা আর কেউ জবরদস্তী করে—মিথ্যে করে কিনে বেচে নিয়েছে, মামলা মোকর্দ্দমা করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; তার জন্যে মাইনে করে উকীল রাখা হচ্চে, লোকজন রাখা হচ্চে, জোরের জন্যে পঁচিশ জন বাছা বাছা লেঠেল এই মাঠে থাকবে। সে সব লেঠেল এক একজনে অপর লোকের পঁচিশ জনের মওড়া নিতে পারবে।

সমবেত জনসঙ্ঘ সমবেত উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে থেকে এ কাজ আরম্ভ হবে?"

দ। স্মৃতিভূষণ ঠাকুরকে জানালে কাল থেকেই হবে।

জ। মামলা মোকর্দ্দমার খরচ কে দেবে?

দ। চৌধুরী সাহেব।

জ। আমরা কি এখনই ঠাকুরের কাছে যাব?

দ। না, তিনি কাল সকালে মাঠে এসে বসবেন, তোমরা তোমাদের অবস্থা জানাবার জন্ত এখানে এস, আপন আপন মামলার কাগজ পত্রাদি এনো, তাহলেই কাজ হবে। খবরদার ভুলিও না। আর যারা এই মাঠে আসিয়া চৌধুরী সাহেবের অধীনে বনবাস করিতে ইচ্ছা করে, তারা নিজ নিজ ঘর দোর তুলে এনে এখানে বাড়ী কর। ঘর দোর তোলার সময় চৌধুরী সাহেবের লোকজন থাবে কোন ব্যাটা বাধা দিতে সক্ষম হবে না।

জ। চাষের জমি কোথায় পাব?

দ। কেন আস পাশের যে সব গাঁ থেকে, যে সব লোক আসবে তাদের গাঁ উজুর হবে না। যে পূবের গাঁ থেকে আগের, সে পূবের সীমনায় বাস করবে, এমনি যে পশ্চিমদিকের গাঁ থেকে

আসবে সে পশ্চিম সীমায়, যে দক্ষিণ দিকের গাঁ থেকে আসবে সে দক্ষিণ সীমায়। টাকার অভাব হলে, বিনা সুদে চৌধুরী সাহেব দেবেন। হালের গরু যেয়ে থাকে তাও কিনে নিও। মামলা মোকদ্দমায় যে টাকা খরচ হবে জিতলে যা আদায় করা যেতে পারবে তাই খরচে কেটে নেওয়া হবে, না জিতলে সে টাকা আর নেবেন না। কোন টাকারই সুদ নেবেন না, তিনি সুদ খান না। তার পরে ব্যবসাদারেরা ব্যবসার জন্যে টাকা পাবেন। এখানে হাট বাজার পোষ্ট আপিস স্কুল বিনি পয়সায় ডাক্তার দেখানর বন্দোবস্ত অষুধ পাবার বন্দোবস্ত সব হবে, যাতে ব্যারাম ফিরে না হয় তার জন্যে রাস্তা, জল, জমি পুরাণ, খাবার জলের জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ইদারা ও দুই তিনটা পুকুর কাটান হবে। হিন্দু মুসলমান সমান ভাবে এখানে বাস করতে পাবে।

জনসঙ্ঘ চৌধুরী সাহেবের নামে জয় ঘোষণা করিল এবং হিন্দুগণ শ্রীভগবানের নামে ও মুসলমানগণ খোদতালার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পেয়াদা

হীরালাল পিতার সহিত জমিদার সরকারে জামিন কবুলিয়ৎ যথাবিধি রেজেষ্টারী করিয়া বাড়ী আসিল। সীতানাথ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল,—সে পল্লীর ভাল মানুষ, প্রজার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খাজনার টাকা আদায় করিয়া মনিব সরকারে পাঠাইয়া দিত। এবং নিজের প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া বাড়ী লইয়া যাইত।

চিন্ত কাল হইল তাহার পুত্র হীরালাল। যদিও সে তাহা মনে মনে এখন বুঝিতে পারিত, কিন্তু একদিকে পুত্র-স্নেহ, অপরদিকে অনেকদূর বিপথে নামিয়া পড়িয়াছে—ফিরিবার সম্ভব নাই। যেহেতু প্রজার সঙ্গে ঘোর বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদের নামে ডিক্রি করা হইয়াছে। আদায় না করিলে জমীদারের দেনা শোধ করিবার তাহার অন্য উপায় নাই। আবার আদায় করিতে গেলেই প্রজার সঙ্গে বনিবনাও থাকিতেছে না। প্রজাগণ জোট পাকাইয়াছে। কেহ হালের খাজনা এক পয়সাও দিবে না, বাকী বকেয়াও না। এদিকে জমীদারের কড়ারী টাকা অনেক; পাঠানর তারিখও নিকটবর্ত্তী। সুতরাং বিপদ ঘনায়মান। সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ম্লানমুখে বাড়ীর দাবায় বসিয়া সীতানাথ এই সকল চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় গৃহিণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীর অবস্থা দর্শনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ধীরে ধীরে পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং সমবেদনায় বিনম্রস্বরে বলিলেন,—"তুমি রাত্রি দিন অত ভাবছ কেন? খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিলে—শরীর শুকিয়ে উঠল, অমন করলে বাঁচবে কেন? হীরালাল বড় হয়েছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভাল হয় কর।"

সীতানাথ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"গিন্নি, আমার এ ভাবনায় বুঝি আর অন্ত হবে না। মৃত্যু;—সে বুঝি এর চেয়ে অতি সহজ। মরে সবাই, মরবে সবাই; কিন্তু আমার এ মরণ সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। হীরালাল বড় হয়েছে, তার বুদ্ধি নিয়ে কাজ করব, ঐ ধারণাতেইত আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। সত্য কথা বলতে কি গিন্নি তুমি ত জান, আমি নির্ব্বিবাদে চাষাদের নিয়ে কাজ চালায়েছি। আমি মুখ্যু হই, সুখ্যু হই,

আমার কাজে কোন গোল ছিল না। কোন অশান্তি আপদ ছিল না, হীরালালের কথা শুনে আমার সব গেল। কপালে যে আরও কি আছে তাও বুঝতে পারছিনে, এদিকে প্রজার জোট, অপরদিকে জমীদারের টাকার টান। মাঝখানে কোথা হতে এক চৌধুরী সাহেব এসে প্রজাগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। প্রজাগণকে টাকা দিতেছে। তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া মামলা মোকর্দ্দমা করাইতেছে।"

এই সময় পুত্রবধূ সন্ধ্যার প্রদীপ গুছাইয়া লইয়া ঘরে যাইতেছিল; একটু দাঁড়াইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর কথা শুনিল তারপরে ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"বাবা! এসকল আর কিছু নয়; সেই ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিসম্পাতের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে! সেই আগুনে আমার খোকা পুড়িয়াছে! সংসারের শান্তি পুড়িতেছে—সুখ বা শোয়াস্তি সব পুড়িতেছে। বুঝি ব্রহ্মশাপে,—সতীর শাপে,—আমরা কেহই থাকিব না। কিছুই থাকিবে না, পুড়িয়া সব, পাঁশ হইয়া যাইব।"

ঠিক এই সময় হীরালাল একগাছা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল। আসিবার কালে স্ত্রীর প্রায় সকল কথাগুলিই তাহার কাণে গিয়াছিল, সে কর্কশ-গম্ভীর-স্বরে বলিল,—"জ্যেঠামশায় কি বলছেন? সব সহা যায়, মেয়ে জ্যেঠাম আমার নিকট বিষ বোধ হয়।"

বধূ বঙ্কিম গ্রীবায় বক্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অতিশয় বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল; হীরালাল আসিয়া তাহার পিতা মাতার নিকট—রকের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া পড়িল।

সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে কাজে গিয়েছিলে তার কি হল?"

হী। সে হয় না; স্মৃতিরত্ন ঠাকুর বল্লে,—চৌধুরী সাহেবের হুকুম, বোধনবাড়ীর বাহিরের কোন লোককে টাকা কর্জ্জ না দেওয়া হয়, আমি সুদ খাই না, তবে কিসের জন্য ধার দিব। সম্পত্তি কিনিতে পাইলে কিনি। তবেই আমাদের সম্পত্তি বেচিলে খরিদ করিতে পারে, বাঁধা রাখিয়া ধার দেয় না।

সী। সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আগামী পরশু টাকা পাঠাইবার কড়ার; তার সংখ্যাও কম নয় তেরশো। হিসেবী কর্জ্জ, টাকাত চুলোয় থাক, যে ম্যানেজার, টাকা কিস্তি মাফিক না পাঠাতে পারলে, বড় বড় যোয়ান পেয়দা দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে—বেইজ্জত করবে, চুনের ঘরে পুরে রাখবে—সর্ব্বনাশ হলরে—সর্ব্বনাশ হল!

গৃহিণী ছল ছল নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি অত চিন্তিত বা উন্মাদের ন্যায় হয়ে উঠছ কেন, না হয় সর্ব্বস্ব বেচে কিনে জমীদারের দেনা পাওনা মিটিয়ে আমরা এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব। অত ভয় করে আর অত চিন্তা করে তুমি যে পাগল হয়ে উঠলে।"

সী। গিন্নি, পাগল হওয়ার সুখও বুঝি আমার কপালে নাই। পাগল যে সব জ্ঞান হারায়, সে নিজের ভাবে নিজে মত্ত থাকে। সব বেচে কিনে তোমাদের নিয়ে যেখানে যাব, সেখানে গিয়েও ত খেতে পরতে হবে? মাথা গুজবার একটু জায়গাও চাই?

গৃ। বাপ বেটায় দিন এন দিন খেয়ো।

সী। আজ কালকার দিনে সে বড় সঙ্কট গিন্নি, আর আমার সর্ব্বস্ব বেচলেই বা কত দাম হবে? আমার আছেই বা কি! বাবার আমলের ঐ গোটা দুই পাকা কুঠারি আর গুটি দুই জমা। পাড়াগাঁর জমিদারের চাকরীটুকু হাতে নিয়ে কোন রকমে সুখে

সচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার গুণধর পুত্র—আমার শিক্ষিত পুত্র সে সাধের শান্তিতে অশান্তির আগুণ জালিয়া দিয়াছে, এখন মহল শুদ্ধ প্রজা খাজনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, মামলা মোকর্দ্দমায় যাহা ডিক্রি হয়েছিল, কোথাকার এক চৌধুরী সাহেব যুটে সব প্রজাদের নিয়ে ছানি ও আপীল করে দিয়েছে, কাজেই আদায় পত্র চারিদিক দিয়ে বন্ধ; এদিকে জমিদারের কড়াকড়ি, আদায় অনাদায় বুঝবে না, কিস্তি কিস্তি টাকা দেওয়া চাই। চাকরীতে ইস্তফা দিবার কথা তুলিয়াছিলাম, উত্তরে কহিলেন, যে আগুণ জালিয়াছ, নিবাইয়া না দিলে তোমার ইস্তফা গ্রাহ্য করা যাইবে না, এবার টাকাও কিস্তি কিস্তি আদায় দিতে হইবে। চারিদিকে আগুণ গিন্নি—চারিদিকে আগুণ, জলে মলাম—জলে মলাম! ইচ্ছে হচ্ছে আফিম খাই। নয় গলায় দড়ি দিই—অথবা জলে ঝাঁপ দিয়া এ জালার নিবৃত্তি করি, নইলে উপায় নাই—উপায় নাই।

গি। তুমি পুরুষ মানুষ—তুমি বল কি; তুমি অত অস্থির হলে আমরা কার মুখের দিকে চাইব। স্থির হও, পরামর্শ কর, একটা না একটা উপায় ভগবান দেবেনই দেবেন।

সী। না গিন্নি, দেবেন না। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি—কে আমার কানের কাছে বলে যাচ্চে, ঘরে ঘরে তুমি এই আগুণ জেলেছ, মহল শুদ্ধ লোকের বুকে এইরূপ অশান্তির বিষ ঢেলেছ, তোমারও তাই জলেছে, তোমার ও জালা জুড়াবে কেন?

ঠিক এই সময় দরোজা হইতে একজন হাঁকিল,—“গোমস্তাজী বাড়ী আছেন? আমি সদর হতে এসেছি। কাছারী চলুন, আমার কোমর খুলানি টাকা দেবেন। তারপরে কিস্তির টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে কালই সদরে যাইতে হইবে, কাছারী ছেড়ে বাড়ী বসে আছেন কেন?”

সীতানাথ পাগলের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি কঠোর কর্কশ অথচ উন্মাদের ন্যায় উদাস মস্তকের চুলগুলা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, মুখ মণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। নামিতে যাইতেছিলেন হীরালাল টানিয়া হাত ধরিয়া বসাইল, এবং পরুষ কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল,—"কে তুমি, সদরের পেয়াদা কি, আজ আসিয়াছ কেন? পরশু দিনে টাকা চালান দিবার দিন। সে দিন টাকা না যায়, তারপর দিন আসিও।"

যে আসিয়াছিল, তাহার বামস্কন্ধে মস্ত একগাছা বাঁশের লাঠি, মাথায় লাল পাকড়ি আঁটা, সে বলিল,—"তোমার হুকুমে কাজ করব না ম্যানেজার বাবু যা হুকুম দেবেন তাই করব?"

হাঁ। আমি কবুলতিতে যা লিখিয়া দিয়াছি, সেই রকমই কাজ করিব; নিত্য নূতন হুকুমে চলিতে পারিব না, যাও তোমার ম্যানেজার বাবুকে বলগে যাও।

যে পেয়াদা আসিয়াছিল সে জাতিতে ডোম, মফঃস্বলের গোমস্তা দিগের নিকট এমন কড়া কথা কখনও শুনে নাই, সে একেবারে তেলে জলে জলিয়া গেল। কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রথম কথার অর্দ্ধাংশের, স্বর শুনিয়াই হীরালাল চটিয়া লাল হইলেন, অত্যন্ত পরুষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"চলে যাও; আমি পরশু দিন টাকা নিয়ে যাব কিন্তু এ বাড়ীর মধ্যে এসে কোন রকম অপমানের কথা উচ্চারণ করলে তুমিও অপমানিত হয়ে ফিরে যাবে, সত্যই আমি চোর নই, ডাকাত নই, আর এ মগের মুল্লুকও নয়।"

পেয়াদা সমঝাইয়া লইয়া বলিল,—"আমি অপমান করিতে আসি নাই, আপনি ভদ্রলোক, চাকুরের চাকরী বুঝেন। ম্যানেজার পাঠাইয়াছেন আসিয়াছি। পরশু পর্য্যন্ত থাকিব, তারপরে টাকা ও

আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব, কোমর খোলানি বলে কিছু পেয়ে থাকি তাই চাচ্ছি।”

হী। বেশ কথা কাছারী যাও আমি আসছি।

পে। একটু শিগ্‌গীর আসবেন, সেখানে কেউ নেই, বিছানা নেই, তামাক খাবার উপায়টুকু পর্য্যন্ত নেই।

হী। আচ্ছা যাও আমি এলাম।

পেয়াদা চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

মীমাংসা

দিবা অবসানোন্মুখ, শারদীয় আকাশ নীল নির্ম্মল, সূর্য্যদেব শরদ্রৌদ্রের প্রখর কিরণে বর্ষাবারি-নিষিক্ত-ধরণীর কর্দ্দমাক্ত দেহ শুষ্ক করিয়া দিয়া, নদী বিল খাল জোল প্রভৃতির সমল সলিল অমল করিয়া রাখিয়া বর্ষা-প্রবৃদ্ধ জলৌকাভেক প্রভৃতি কীটকুলকে আকুল করিয়া দিয়া অস্ত যাইতেছিলেন। তাঁহার অস্তগমনোন্মুখ রক্ত কিরণে পশ্চিমাকাশ লোহিত রঙে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় স্মৃতিরত্ন মহাশয় একখানি চৌকীর উপর বসিয়া বোধনবাড়ী গ্রামের প্রান্তস্থ একটা পুকুরের সংস্কার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অনেক কুলী ও রাজমজুর সেখানে কাজ করিতেছিল। কয়েক জন ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ বাস ভূমি, ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ছাড়িয়া বোধনবাড়ী আসিয়া বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল তাঁহারা বৈকালের ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন; সকলে আসিয়া স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের

নিকট দাঁড়াইলেন, সংখ্যায় তাঁহারা সাত আট জন হইবেন। সেখানে বসিবার অন্ত কোন প্রকার আসন না থাকায় স্মৃতিরত্ন চৌকী হইতে উঠিয়া একটু দূরে—একটা চত্বর ভূমির উপর দূর্ব্বাদলের আসনে উপবেশন করিলেন, এবং এক ভৃত্যকে ডাকিয়া তামাকু সাজিয়া আনিতে বলিলেন।

নবাগত ভদ্রলোক কয়জনের মধ্যে নাদকুণ্ডুর বাঁড়ুয্যে মহাশয়ও ছিলেন, কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভাল স্মৃতিরত্ন! “বোগ্রনবাড়ী” নগর বসাইলে, সুন্দর নগর হইয়াছে, এমন সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন এত লোক জন ওয়ালা পল্লী, এমন কর্ম্মভূমি, এমন বুঝি বাঙ্‌লায় দেখা যায় না। আজ আট দশমাস গ্রাম স্থাপন ও আমরা সকলে আসিয়া বাস করিতেছি। ইহার মধ্যে রোগ বালাই একটি লোকেরও হয় নাই। আছিও সব শান্তিতে কিন্তু সকলেরই মনে কতকগুলি সন্দেহ জাগিয়াছে, কিন্তু মীমাংসা কেহই করিতে পারে না। এ বাড়ীর যিনি মালিক তিনি এখনও আসিলেন না কেন? অথচ সুন্দর প্রাসাদ খালি পড়িয়া রহিল। কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই কক্ষে কক্ষে কাচাধারে উজ্জল আলোক প্রজ্বলিত হয়, যে ঘরে যে দ্রব্য থাকিবার প্রয়োজন তাহা সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে, পালঙ্কে শয্যা পাতিত, রন্ধন গৃহে চুল্লি, ভাণ্ডার গৃহে খাদ্য সংস্থাপন সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ কিন্তু লোকজন বিহীন, দেখিলে বোধ হয় এই বাড়ীতে লোক এই আসে আসে! এইরূপে কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল, কই কেহই আসিল না। তাহার উপরে আর এক কৌতূহল,—বিশ্বব্রহ্ম সংস্থাপন ও মহামায়া দশভূজা বোগ্রন গৃহে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু পূজার চালানাড়ি কিছুই হইল না কেন? আর পূজাই বা করিবে কে; যিনি এখানকার মালিক তিনি শুনিতেছি

মুসলমান, তিনি পূজা করিবেন কেন, আর তাঁহার পূজা করিবার অধিকারই বা কোথায় ?"

মৃদু হাসিয়া স্মৃতিরত্ন ঠাকুর কহিলেন,—"এক নিশ্বাসে খুব বড় এক বস্তা প্রশ্ন করিয়া ফেলিলে, এত প্রশ্নের একসঙ্গে উত্তর দিই এমন ক্ষমতা আমার নাই বা সব যে আমার মনে আছে এমন বোধ হয় না—তবে যে কয়টী মনে আছে, উত্তর দেই, বাকীগুলি তুমি একে একে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। বাঙালার প্রায় সকল পল্লীই ম্যালেরিয়া, কলেরা ও মামলা মোকর্দ্দমায় উৎসন্ন প্রায় হইয়া গিয়াছে, বন জঙ্গলের মধ্যে দুই দশ ঘর লোক থাকিয়া এখনও ঐ সকল রোগ ভোগ ও মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া মরিতেছে। আমি মনে করি সেই সকল দশ বারখানি গ্রাম ভাঙিয়া কোন সুবিধাজনক এক সমতল মাঠের মধ্যে এই রকম নূতন গ্রাম সংস্থাপন করিলে ভাল হয়, এবং তথায় এই রকম এক বড় লোকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যক অথচ একটি সভা বা কমিটী থাকিবে যাহার মেম্বরগুলি সমস্তই সাধারণের জন্যে কাজ করিতে পারে অথচ ঐ বড়লোকেও তাহাদের মতামত লইয়া কাজ করেন। তারপরে যিনি পূজা করিবেন তিনি মুসলমান, তিনি বলেন,—আমার ইচ্ছা হইয়াছে—আমি মাতৃপূজা করিব।"

বাঁ। মুসলমানে পূজা করিবে এ ব্যবস্থা কে দিল? সম্ভব তুমি দাও নাই, কেন না কায়স্থকে ক্ষত্রিয় হইতে দিতে তুমি সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলে তবুও স্বীকৃত হও নাই আর মুসলমানে পূজা করিবে তুমি সেই ব্যবস্থা দিয়াছ, এমন বিশ্বাস হয় না।

স্ম। আমিই ব্যবস্থা দিয়াছি।

বাঁ। কেন?

স্ম। মাংস খাবার জন্য। এখন হিন্দুগণ যদিও পূজা করে

পশু বলি প্রায়ই তুলিয়া দিয়াছে, তাই ভাবিতেছি করিমচাচাকে দিয়া, পূজা করাইয়া মাংস ভোজনের সুবিধা করিয়া লই।

বাঁ। কেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বা অপর কোন শূদ্রের দ্বারা পূজা করাইয়া বলির ব্যবস্থা করিলে মাংস ভোজনের সুবিধা হয় না কিসে?

স্ব। বহুদিন দাসত্ব করিতে করিতে হিন্দুমাত্রেই বলি দিতে আর সাহস করে না। তুমি দেখিও প্রায় পল্লী হইতেই দুর্গোৎসব উঠিয়া গিয়াছে, যদিও কোথায় পূজা আছে, বলি নাই। জিজ্ঞাসা কর, তোমার বাপ ঠাকুরদা পূজায় অনেক বলি দিতেন, তোমার পূজায় তাহা নাই কেন? উত্তর করিবে, বলি পরম নিষ্ঠুরের কাজ, কাজেই আমি তাহা ত্যাগ করিয়াছি, উহা হিংসাবৃত্তির পরিচালনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কিন্তু তিনি বাজার হইতে মৎস্য মাংস ক্রয় করিয়া ভোজনে বিরত নহেন। পরন্ত যে মহামায়ার পূজা করিতেছেন, তাহার উদ্দেশ্য কি? মন্ত্র কি? বলিই বা কেন? কাহারও জ্ঞান নাই, বুঝিবার শক্তি নাই, ধারণা করিবার প্রাণও নাই, আছে নিছক তর্ক। আসল কথা হিন্দুর সে শক্তি আর নাই। সেই যে মেধাকার স্তম্ভ মধ্যে পশুং বদ্ধয় বদ্ধয়;—সেই যে, দেব্যাপ্রীতি সমুৎপাদ্য স্বর্গং গচ্ছ পশূত্তমঃ—সেই যে, ইমং পশুং মোক্ষ মোক্ষ;—সেই যে, যজ্ঞার্থে পশবঃ স্রষ্ঠা যজ্ঞার্থে পশু-ঘাতনং অতস্তাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাৎ যজ্ঞে বধোহবধঃ বলা হইত, তাহা বলিবার সাহস বা শক্তি হিন্দুর আর নাই। কিন্তু মুসলমানের এখনও আছে, কিন্তু বড় লুপ্তভাবে—সুপ্তি-অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। চেষ্টা করিলে তাহারা এখনও মহাশক্তি মহামায়ার অর্চ্চনা করিতে পারে। আর হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে এখনও চেষ্টা করিলে

ত্ দশজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত মিলিতে পারে। তারপরে হিন্দুগণ মুসলমান ভ্রাতাগণের সহিত মিশিয়া ক্রমে ক্রমে মহামায়ার অর্চ্চনায় বলি দিয়া মহা আনন্দলাভ করিতে পারিবে। কারণ তাহাদের এখনও মেধা ধীশক্তি ও ত্যাগ বা ভক্তি প্রাণভরা আছে। এগুলি একত্র না হইলে মায়ের পূজা আদৌ ভাল হইতে পারে না। অতএব মাতৃপূজা করিতে হইলে হিন্দু মুসলমান উভয় ভ্রাতা মিলিয়া পূজার আয়োজন করিতে হইবে।

বাঁ। তুমি বলিলে হিন্দুগণ পশু বলিকে হিংসার কার্য্য বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। বাস্তবিক অহিংসাই কি ধর্ম্ম নহে?

স্ব। অহিংসা পরমোধর্ম্ম এ মহা বাক্যটি প্রথমে হিন্দুর ঘরেই জন্মিয়াছিল বটে, তারপরে ইহার সম্যক অর্থ ও ভাব হিন্দু সমাজ গ্রহণ করিতে না করিতেই বৌদ্ধগণ কাড়িয়া লয়। কিন্তু তখনও ইহা প্রচারের সময় আসে নাই বলিয়া শঙ্করাবতার, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত ইহাকেও ভারতবর্ষের বাহিরে বিতাড়িত করেন। তারপরে শ্রীচৈতন্যদেব তন্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংমিশ্রণে যে নব ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে পুনরায় ঐ কথাটির ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখানে ধর্ম্ম অর্থে আচার বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থে প্রায় আচার বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। কেন না, ধর্ম্ম সুখের উপায়, তাহা হইলেই ধর্ম্ম করিলে সুখ পাওয়া যায়, তবেই সেটা আচার যথা হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি। এগুলি হইবার উদ্দেশ্য আর কিসের কি? সুখ বা আনন্দ। আনন্দলাভের জন্যই ধর্ম্ম করা।

বাঁ। এসকল বড় কথা;—আর একদিন ভাল করিয়া বুঝাইয়া লইব। কিন্তু মহামায়ার পূজার হিন্দু মুসলমানের একত্র যোগের প্রয়োজন কি? খুব সংক্ষেপে সেইটুকু বুঝাইয়া দাও।

স্ব। হিন্দু মেধমন্ত্র স্বরে বলিয়াছেন,—"নিত্যইবসা জগন্মূর্ত্তি স্তয়াসং মুহ্যতে জগৎ; মায়ের আমার এই জগৎমূর্ত্তি—রূপে রসে ফাটিয়া পড়িতেছেন. জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আমরা, আমরা তাঁহার সন্তান, যে দেশে যাহারা, সেই দেশের সেবাকারী তাহারা। মার বলিতে একই ধ্বনি, কিন্তু ঘরে ঘরে মা, ঘরে ঘরে সন্তান। আমাদের মায়ের দুইটী সন্তান, এক হিন্দু, আর মুসলমান, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। আমরা যদি মায়ের পূজায় ঠেলাঠেলি করি, একযোগে তাঁর সেবা না করি, মা আমাদের চিরদুঃখিনী থাকিবেন। মাতৃ কোপ দারুণ কোপ।' যে সন্তান মাতৃ সেবা করে না, তাঁহার আনন্দ লাভ হয় না, কর্ম্ম সুখের উপায়, তাহা পৃথক পৃথক হইলে আপত্তি কি? তুমি যেমন উপদেশ পাইয়াছ, তেমনই কর, আমি যেমন পাইয়াছি তেমনই করি। চাকরী করি বাকরী করি, ব্যবসা করি বাণিজ্য করি কিন্তু মায়ের সেবা দুই ভাইই সমান ভাবে করিব। কাজেই দুই ভাইতে যোগ দিয়া মায়ের পূজা করা আবশ্যক, সৌভাগ্য ক্রমে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বা বৌদ্ধ শিক প্রভৃতি ভারতবাসী মাত্রেই সকলে সে কথা বুঝিয়াছে কিন্তু যে মিশামিশিতে মাতৃ পূজার অধিকারী হওয়া যায়, এখনও তাহা হয় নাই। যদিও কল্পারম্ভ হইয়াছে,—বে াধনবাড়ী। বোধন অর্থে জাগান। যদিও এখন দক্ষিণায়ণ দেবী সুপ্তা, তথাপি বিধাতার বিধান বোধন করিয়া জাগাইয়া লইয়া পূজা করা যায়। ইংরেজ জাতি আমাদের এই পূজায় পুরোহিত এবং শিক্ষাদাতা। তাহাদিগকে আচার্য্য পদে বরণ করিয়া আমরা এই বোধন ক্রিয়া সম্পাদন করিব।

বাঁ। চৌধুরী সাহেব কি এখানে আসিবেন না?

স্ব। হাঁ দেবীপক্ষ পড়িলে, বোধনের দুই চারি দিবস পূর্ব্বে তিনি এখানে আসিবেন এ ইরূপ সংবাদ দিয়াছেন।

যে সময় তাহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময় হীরালাল ও তাহার পিতা সীতানাথ সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, একটু অবসর বুঝিয়া হীরালাল বলিল,—"আমরা কাগজ পত্র লইয়া আসিয়াছি।"

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, কাগজ পত্র লইয়া বোর্ডিংএর ভিতর ম্যানেজারের নিকট যাও, তাঁহাকে দেখাইয়া দলিল সম্পাদন করগে। তারপরে কাল রেজেষ্টারি করিয়া দিয়া টাকা লইয়া যাইও। স্মরণ আছে বোধ হয় সম্পত্তি বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোন রকমে আমরা বোর্ডিংবাড়ীর বাহিরে টাকা দিই না। রেজেষ্টারি করিয়া দলিল পাইবা মাত্র আমরা টাকা দিব, তোমরা টাকা লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবে, আমরা সমস্ত দখল লইব।"

হীরালাল স্বীকৃত হইল সীতানাথের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, সে বলিল,—"আমরা কোথায় যাইব?"

স্ম। সে ব্যবস্থা আমরা করিয়া দিতে পারি না, ইচ্ছা করিলে এই গ্রামে আসিয়া ঘর দুয়ার বাঁধিয়া বাস করিতে পার, তখন ব্যবসায়ের জন্যই হউক বা যার জন্যই হউক টাকা ধার পাইতে পারিবে।

সীতানাথ সে কথায় কোন উত্তর করিল না। নিতান্ত বালকের মত, অবুঝের মত হীরালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বোর্ডিং প্রাসাদের দিকে চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চূণের গুদামে

ইহার পাঁচদিন পরে, বেলা নয় ঘটিকার সময় সীতানাথ বাটীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি তখন সম্পূর্ণ উন্মাদের মত।

শরদ্রৌদ্র তখন সমস্ত প্রাঙ্গন ছাইয়া পড়িয়াছিল এবং সীতানাথের স্ত্রী স্নান করিয়া আসিয়া বস্ত্র ত্যাগানন্তর কেবল রন্ধনশালার প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। সীতানাথ উন্মাদ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কোথায় যাচ্ছ গিন্নি, রান্নাবান্না রাখ, কে খাবে? খাওয়া পরা শান্তি সুখ বুঝি জীবনের মত চলিয়া গেল।"

গৃহিণী থমক খাইয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন হ'ল কি? আমার হীরু ত ভাল আছে?"

সী। না, গিন্নি! ভাল নেই—ভাল নেই। যে লোক টাকা নিয়ে তার সঙ্গে গিয়েছিল, সে ফিরে এসেছে। তার নিকট শুনিলাম, সর্ব্বস্ব বেচে তার হাতে যে বারশো টাকা দিয়েছিলাম তা নিয়ে ম্যানেজার তাকে চূণের গুদামে পুরেচে। যে পেয়াদা এখানে আসিয়াছিল, সে জানিয়া গিয়া বলিয়াছে, আমরা সমস্ত বেচিয়া ঐ টাকা দিয়াছি আর এক পয়সাও দিবার সংগ্রহ নাই, প্রজারাও দিবে না। যে সকল ডিক্রি হইয়াছিল, তাহারও ছানি ও আপীল হইয়াছে, অনেক টাকা সে সব মোকর্দ্দমা করিতে চাই। অতএব জমিদারী রক্ষার উপায় নাই শুনিয়া, ম্যানেজার চটিয়া লাল হইয়াছেন এবং তাহাকে বহু প্রকারে নির্য্যাতন ও অবমাননা করিয়া অবশেষে চূণের গুদামে পুরিয়া রাখিয়াছেন। হায় হায় সে কত

কষ্টই পাইয়াছে, আর পাইতেছে। আমি গিয়া হেস্তনেস্ত না করিলে ছাড়িবে না কিন্তু আমি গিয়া আর কি করিব! কেবল প্রহার—কেবল অবমাননা, আর পিতা পুত্রে চুণের গুদামে অবস্থান! সর্ব্বনাশ হ'ল গিন্নি—সর্ব্বনাশ হ'ল!

গৃহিণীও কাঁদিয়া ফেলিলেন। সীতানাথ আরও বিচলিত হইলেন, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যার অভিশাপের আগুণ গিন্নি—অভিশাপের আগুণ। তখন সুখের মোহে বুঝি নাই, কিন্তু আজ হৃদয়ের পরতে পরতে সে আগুণের ভীষণ তাপ অনুভব করিতেছি। কোথায় যাই—কে রক্ষা করে, গ্রামে যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই মুখ বাঁকাইয়া হাসে। গ্রামের সকলেই বিপক্ষ, হীরালালের কুবুদ্ধি লইয়া সকলকেই জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিয়া তুলিয়াছি—সকলকেই বাস্তুভিটা ত্যাগ করাইয়াছি। নষ্টনীড় পক্ষীকুলের ন্যায় যাহারা গ্রামে ঘুরিতেছে, তাহারা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। যাই কোথায়—কে সৎপরামর্শ দেয়? কি করিয়া সেই হতভাগ্য সন্তানকে উদ্ধার করি!"

গৃ। ওগো আমার হীরুকে এনে দাও! বাছা আমার চুণের গুদামে কি করিয়া বাস করিতেছে? সে এতক্ষণ হয় ত মরিয়া গিয়াছে। যাও তুমি যাও গো! এ মগের মুল্লুক নয়; থানায় গিয়ে জানাও, পুলিস সঙ্গে করে নিয়ে যাও, নিশ্চয়ই উদ্ধার হবে, তারপরে কপালে যা থাকে হবে, আমরা ত এ গাঁ ছেড়েই যাচ্চি।

সীতা। আমিও তাই মনে কচ্চি গিন্নি, থানায় যাব, তাঁহারা অবশ্যই গরীবকে রক্ষা করিবেন, দাও গিন্নি, চাদর দাও।

গৃ। কি খেয়ে যাবে, ঘরে ত এখন কিছুই নাই কাল রাত্রে ভেবে ভেবে যে কিছু খাওনি।

সী। কি করে খাব গিন্নি! যার ছেলে চুণের গুদামে, সে কোন মুখে বাড়ী বসে ভাত খাবে।

গৃ। না খেয়ে এত পথ চলবে কি করে?

সী। ভগবান জানেন কি করে চলব, কি খাব, অদৃষ্টে কি হবে, তবে বাড়ীতে আর টিকিতে পারিতেছি না। আগুণ! চারিদিকে আগুণ! দাও শীঘ্র চাদর দাও; আর সহ্য করিতে পারিতেছি না—বাহির হইয়া পড়ি।

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, চাদর ও ছাতাটি আনিয়া রকের উপর রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—জুতা কোথায় পেলাম নাত?"

সী। আর জুতায় কাজ নাই গিন্নি, জুতা হীরের পিঠে অনেক পড়িয়াছে।

এই বলিয়া ছাতা ও চাদর লইয়া সীতানাথ চলিয়া গেল, গৃহিণী সেখানে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনুতাপের আগুন

দয়াল মিত্র যখন জানিতে পারিলেন নাদকুণ্ডুর প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ উঠিয়া বোম্বেনবাড়ী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক শূদ্রও নাদকুণ্ডু ত্যাগ করিয়া বোম্বেনবাড়ী উঠিয়া গিয়াছে, বিদ্বেষ—বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যাহাদিগের নামে মোকর্দ্দমা ও বিষয়াদি ক্রোক নিলাম করিয়াছিলেন, স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তাহা প্রায়ই উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, ঐ সকল মোকর্দ্দমা করিতে

এবং তৎপরে ছানি ও আপীলের মোকর্দ্দমা করিতে তাঁহার প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক মোকর্দ্দমাটি হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল কিন্তু মূলে সম্পূর্ণ মোকর্দ্দমা হইয়া সকল গুলিই মিত্র মহাশয় হারিয়া গিয়াছেন। মেয়েদের গায় যাহা অলঙ্কার ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাও গিয়াছে, এখন প্রায় হৃতসর্ব্বস্ব—দরিদ্র। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনই কূল করিতে পারিতেছিলেন না, অনেক চিন্তার পরে তিনি কলিকাতায় গমন করিলেন এবং তুশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় না হউক, অন্ততঃ পক্ষে চলাচলের কষ্ট না হয়, এমন সুবিধা করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তুশ্চভিশ্চসাৎ মহাশয় বলিলেন,—"বলিব কি মিত্র মহাশয়! আমারই অর্থকষ্ট যাইতেছে না। ক্ষত্রিয় সমাজ বলিয়া কায়স্থদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করি ও কায়স্থদিগের নিকট হইতে মাসিক চাঁদা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতেছিলাম, এখন আর তাহা কেহ বড় দেয় না, চাইলে হাসে অথবা নানা ওজর দেখাইয়া বিদায় করে। বুঝেছেন মিত্র মহাশয় বাঙ্গালী হুজুকে জাতি, হুজুক ধরিতেও যেমন তৎপর, ছাড়িতেও তেমনি। আমি আপনার কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিব না।

দ। সে কি মহাশয়! আপনি যে তখন বলিতেন কোন বিষয়েই ভয় করিবেন না, সকল বিষয়েই আমি আপনাকে সাহায্য করিব। কায়স্থ সমাজ—ক্ষত্রিয় সমাজ আপনাকে—কেবল আপনাকে কেন,—যে সমাজের উন্নতি করিতে গিয়া ক্ষতি বা বিপদগ্রস্ত হইবে, সমাজ তাহাকেই রক্ষা করিবে।

তু। সে দিন গিয়াছে মিত্র মহাশয়! কেবল গৃহদ্বারে টাঙান সাইন বোর্ডখানি রাস্তার ধূলিকণা অঙ্গে সমাজের স্মৃতিটুকু লইয়া

অবস্থান করিতেছে, ঘরে চাবি বন্ধ। মাসে মাসে কয়েক টাকা ভাড়া জমিতেছে, কে দেয়, কে কি করে, তবে শুনিয়াছি আর একটি সভা খুব প্রবল ভাবেই কার্য্য চালাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িতা নাই, কেবল জাতীয় উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য, বহু লোকের কর্ত্তৃত্বে সেই সভা চলিতেছে, আমার এ সভার মত চাঁদার টাকা খরচ কবিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাই এবং আমার ক্ষমতাও সেখানে বিশেষ নাই যে আমি গিয়া কিছু আনিয়া আপনাকে দিব।

দ। না, না; আমি সেরূপ সাহায্যও চাহিতেছি না। এক সময় দশটা টাকা সাহায্য পাইলেইবা আমার কি হইবে! আমি চাইতেছি কোন একটা চাকরী বাকরী যুটাইয়া যদি দিতে পারিতেন বাধিত হইতাম।

তু। হাঁ সে সমাজে অনেক বড় লোক মেম্বর আছেন বটে কিন্তু আপনি যেরূপ ভাবে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন তাহা শুনিলে সে সভার মেম্বরগণ আপনাকে ঘৃণা করিবে, তাঁহারা অত্যাচারের পক্ষপাতী নহেন—দলাদলির কেহ নহেন।

দয়াল মিত্র দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কৃত কর্ম্মের অনুতাপের আগুন বুকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চৌধুরী সাহেব

বঙ্গের মহত্তুৎসব শারোদৎসব ফুরাইয়া গেল। কিন্তু বোগ্রন-বাড়ীতে বোগ্রনের বাজানাও বাজিল না, মহামায়ার অর্চনাও হইল না কেবল নবমীর দিন অনেকগুলি কাঙালী ভোজন হইয়াছিল মাত্র। সকলে শুনিল, এবার সবদিক গোছান হয় নাই বলিয়া উৎসব বন্ধ রহিল। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার শারদ পূর্ণিমার প্রসন্নতার রাত্রিও বহিয়া গেল বোগ্রনবাড়ীর প্রাসাদে কোন কিছুই হইল না, তবে গ্রামের হিন্দুর বাড়ীতে অবশ্য কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইয়াছিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয়েরও বাড়ী বোগ্রন-বাড়ী গ্রামে নির্ম্মিত হইয়াছিল,—এখানে তাঁহার বাড়ীখানি বেশ সুন্দর ভাবে নূতন প্রণালীতে একতলা প্রাসাদই করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেখানে পূজার দালান ছিল, দালানে দক্ষিণা মূর্ত্তি কালী মাতার মূর্ত্তি গঠিত হইতেছিল।

ত্রয়োদশীর দিন শোনা গেল চৌধুরী সাহেব সস্ত্রীক বোগ্রন-বাড়ীতে আগমন করিবেন। সকলেই উদগ্রীব হইল—কখন আসেন কখন আসেন। পূর্ব্ব দিবস হইতে প্রচার হইয়াছিল সাড়ে বারটার গাড়ীতে নামিয়া তাঁহারা আসিবেন। ত্রয়োদশীর দিন এগারটার সময় ষ্টেশনে তিনখানা পাল্কী দুইখানা গরুর গাড়ী ও ঢাল শড়কী লাঠিওয়ালা আটজন যোয়ান এবং আরও অনেক লোকজন ষ্টেশনে গেল।

বোগ্রনবাড়ীর কৃষকেরা সেদিন সকাল সকাল মাঠ হইতে লাঙল ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। কৃষক বধূকুল স্বামী ও পুত্র-

গণকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া দিয়া এবং মধ্যাহ্নের কাজ কর্ম্ম সারিয়া লইয়া নিজ নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ প্রাচীর বা বেড়ার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণেরা স্নান আহ্নিক সকাল সকাল সারিয়া রাস্তায় ধারে আশ্রয় লইলেন। ব্যবসায়ীগণ সেদিন কেহ গ্রামের বাহির হয় নাই, তাহারাও রাস্তায় দাঁড়াইল, রাখালগণ দুপুরের মধ্যেই গরু লইয়া গ্রামে ফিরিল এবং গরু তুলিয়া রাখিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানীগণ দোকানে ফুলপত্রের মালা টাঙাইয়া বেশ সাজাইয়া ধ্বজ-পতাকা তুলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, স্কুলের ছেলেরা স্কুলের পার্শ্বে দলে দলে দাঁড়াইল; ফলকথা বারটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত যে রাস্তা ষ্টেশন হইতে আসিয়া বোধনবাড়ীর প্রাসাদে গিয়াছে বোধনবাড়ীর মধ্যস্থ সে রাস্তাটুকুর দুই ধারে জনতা পূর্ণ হইয়া গেল, স্বয়ং স্মৃতিরত্ন ঠাকুর আর ম্যানেজার মৌলবী সাহেব এবং দরাপ খাঁ ইহারা বোধনবাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার উপর স্বাগত-অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে পাল্কী ষ্টেশনে গিয়াছিল তাহার দুইখানি ঘেরাটপ দিয়া ঘেরা এবং একখানি অনাচ্ছাদিত গিয়াছিল। ক্রমে দুইটা বাজিল, কখন আসে আসে—এই এল এল ঠিক সময় হইয়াছে, এইরূপ কথাবার্ত্তা ও আকুল উদ্বেগ জনসঙ্ঘের মধ্যে হইতেছিল এবং তাহাতে জনতা বানের জলের স্রোতের মত স্ফীত ও চঞ্চল হইতেছিল।

সহসা শিবিকা বাহকগণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, জনতা আরও উদ্বেলে আরও চঞ্চল হইল, কিন্তু রাস্তা রক্ষী পদাতিকগণ ডাকে হাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দিল এবং স্থির হইতে অনুরোধ করিল। দেখিতে দেখিতে তিনখানি শিবিকা দুইখানি গোযান ও লোকজন সব আসিয়া পড়িল, দুইখানি শিবিকা সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং সেই দুইখানিরই পার্শ্বে লাঠিয়ালগণ অবস্থিত এবং পশ্চাতের খানি

সম্পূর্ণ উম্মুক্ত। সকলেই শুনিল—বুঝিল, পশ্চাতে স্বয়ং চৌধুরী সাহেব। খুব সম্ভব আগের পাল্কীতে বেগম সাহেব ও অন্য কেহ হইতে পারেন। চৌধুরী সাহেবকে দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তাঁহার বয়স অধিক নহে, তিরিশ বৎসরের ভিতর হইবে। মুখে নবীন দাড়ি গোঁফ, মস্তকে বাবরী চুল কুঞ্চিত ও গুচ্ছ গুচ্ছ। মস্তকে টুপী, গাত্রের জামা খুব ঢিলা কিন্তু মোটা ও মূল্যবান, পরিধানে ছিলো পায়-জামা, মোজা ও কামদার নাগরা জুতা, বর্ণ বেশ সমুজ্জল, মুখখানি বেশ সুন্দর, সকলে সেলাম জানাইতে লাগিল, কৃষক বধূগণও হুলুধ্বনি দিল, হিন্দুগণ শঙ্খ বাজাইল। চৌধুরী সহেব প্রত্যভিবাদন জানাইতে জানাইতে প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন। একখানা গোযানের মধ্যে ছিল, চারিজন মুসলমানের স্ত্রীলোক, সকলে বুঝিল ইহারা বাদী। সকলের শেষের গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল নেপাল মণ্ডল আর কতকগুলি কাগজ পত্র। নেপাল মণ্ডল যে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তাহার বাড়ী গিয়াছে এবং তাঁহার বাড়ীতে চাকরী করিতেছে এ কথা পূর্ব্বেই সকলে শুনিয়াছিল এবং পূর্ব্ব হইতেই বোধনবাড়ী গ্রামেই তাহার বাড়ী নির্ম্মাণ ও স্ত্রী পুত্রাদি আসিয়া বাস করিতেছিল। ক্রমে প্রাসাদে পঁহুছিয়া সকলে নামিল, কেবল জানানা পাল্কী দুইখানি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, বাহকেরা প্রাঙ্গণে শিবিকা নাবাইয়া, বাহিরে ফিরিয়া আসিলে, বেগম সাহেবারা বাহির হইয়া সিড়ি দিয়া উপর তালায় চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের আদ্যোপান্ত অবশ্যই মুসলমান জানানা আবরণে আবৃত ছিল, চেষ্টা করিয়াও কেহ তাঁহাদিগের মূর্ত্তি, এমন কি দেহের রঙটুকু পর্য্যন্তও দেখিতে সক্ষম হয় নাই।

অতঃপর চৌধুরী সাহেব সেখানে তিন দিন ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না, দেখা করিতেন না, এমন কি সাক্ষাৎ

হইলে কথাও কহিতেন না। বাড়ীর বাহিরও হইতেন না। তার পরে একদিন সকলে শুনিল গত কল্য রাত্রে চৌধুরী সাহেব দেশে চলিয়া গিয়াছেন। বোম্বেনবাড়ীর প্রাসাদে আছেন— বেগম সাহেবা, চৌধুরী সাহেবের মাতা এবং বাঁদী চারিজন। তাঁহারা এখন এ বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবেন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে হিন্দু মুসলমান বা কাহারই যাইবার অধিকার ছিল না, কোন স্ত্রীলোকেরও না, কেবল ছিল স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের, মৌলবী সাহেবের, নেপাল মণ্ডলের আর দরাপ খাঁর। নেপাল মণ্ডল স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া তাহার আপন বাড়ীতে থাকিত, চাকরী করিত চৌধুরী সাহেবের। দরাপ খাঁ বহিঃ প্রকোষ্ঠে বসবাস করিত, বাহিরে তাহার নিজের দুইটী কুঠারি ছিল, তাহাতে একজন ভৃত্য, সেই বাঁধিয়া বাড়িয়া ও অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিত। এইরূপ ব্যবস্থাতেই তিন চারি মাস কাটিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পদাঘাত

শীত গেল, বসন্ত আসিল, ইহার মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহা সমস্ত না বলিয়া দিলেও এখনকার ঘটনা বলিলেই পাঠক সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

সীতানাথ বসু প্রায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছে, সে ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা কহে না, আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে থাকে, স্বভাব অত্যন্ত খিটখিটে হইয়াছে, কথা কহিলেই চটিয়া উঠে ;—দেহ শীর্ণ, মুখে চিন্তা ও অভাবের কালিমা ঢালিয়া পড়িয়াছে।

মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বলিয়া থাকে ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিশাপ-আগুনে আমার এই দুর্দ্দশা। আমার ছেলেকে যদি স্কুলে না পড়াইতাম, তবে বুঝি আমার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না; তাহারই শিক্ষার দোষে—তাহারই পরামর্শ মতে কাজ করিয়া আমার এমন অবস্থা ঘটিয়া গেল। গ্রামের মধ্যে আমার এমন সম্মান, আমার এমন শান্তি কোথায় উড়িয়া গেল।

সীতানাথের স্ত্রী স্বামী-পুত্র লইয়া তখনও গ্রামে ছিলেন, কিন্তু আর থাকা চলে না, দেনার দায়ে বাড়ী ঘর দুয়ার সব বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সত্বরেই তাহারা দখল লইবে। গ্রামের লোকের টিট্‌কারী ধিক্কার ও অবমাননার অবহেলায়—অভাবের নিতান্ত বেদনায় তিনিও নষ্টশ্রী লতিকার ন্যায় সর্ব্বদা বিশুষ্ক ও বিষণ্ণ ছিলেন। পুত্র-বধূকে বক্ষপঞ্জরে করিয়া এতদিন রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর রাখা চলে না।

হীরালালের স্বভাব আরও উগ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হীরালাল আগে দানবীয় প্রকৃতি লইয়া বিচরণ করিত; এখন একেবারে হিংস্র পশুর ন্যায় হইয়াছে। জমীদার বাড়ী হইতে অতিশয় অবমানিত হইয়া, টাকা কড়ি দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু দেনা সমস্ত মিটে নাই,—যাহা বাকী ছিল, তাহার সংখ্যাও কম নহে; এই চৈত্র মাসে তাহা পরিশোধ করিবার কথা। তাহাদের যে আর এক পয়সাও সংস্থান নাই, কোথা হইতে সে দেনা পরিষ্কার করিবে। গ্রামের যে সকল লোকের নামে মিথ্যা মোকর্দ্দমা করিয়া ডিক্রি করিয়াছিল, তাহারা স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের যত্ন চেষ্টায় ও আর্থিক সাহায্যে ছানি করিয়া মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিয়াছে। তাহাদের সে সকল টাকা দিতে হইলে, তাহাদের পিতা পুত্রের দেহের মাংস পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেও পরিশোধ হইবার

উপায় নাই। হীরালাল প্রায়ই গ্রামের মধ্যে বাহির হয় না। টাকার তাগাদা, ঠাট্টা টিট্‌কারী, ব্যঙ্গের হাসি প্রভৃতিতে তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলে, কেহ কেহ প্রহারেরও ভয় দেখায়, বাড়ীতেও শান্তি ছিল না। তাহার স্ত্রী গোড়া হইতে এরূপ কার্য্যে তাহাকে অত্যন্ত নিষেধ করিত; এখনও বলে চল আমরা এ দেশ ছাড়িয়া কোন দূর দেশে গিয়া পলাইয়া থাকি। স্ত্রী যাহা বলিত, হীরালাল সে কথা গুলিকেও ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা বিবেচনা করিয়া প্রায় তাহাকে প্রহারাদি করিয়া নির্য্যাতন করিত। সে দিন ফাল্গুনের নিশাবসানে যখন তাহাদের সেই অশান্তিময় বাড়ীর চতুর্দ্দিকস্থ নবকিশলয় শোভিত তরুশিরে বসিয়া বসন্তের পাখী সকল কেবল প্রভাতী ধরিয়াছিল, ঠিক সেই সময় হীরালাল ও তাহার স্ত্রীতে গৃহ মধ্যে ভারী ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছিল। স্ত্রী বলিল,—"আমি কি অন্যায় বলিয়াছি! তুমি ভাবিয়া দেখ, আমার শ্বশুরের সাধের শান্তিময় সাজান বাগানে তুমিই আগুণ ধরাইয়া দিয়াছ। তুমি যদি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মেয়ের অভিশাপ না কুড়াইতে, তুমি যদি সতীর সতীত্ব হরণের জন্য তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া খুন বা কি করিলে জানি না, তাহা না করিতে, তুমি যদি ব্রাহ্মণের সংসার—ব্রাহ্মণের আশ্রয় নষ্ট না করিতে, তুমি যদি গ্রামের মধ্যে আপামর সাধারণের ঘরে আগুণ না জালিতে, সকলের আশ্রয়—সকলের শান্তি—সকলের বিশ্রাম-নিকেতন এক কথায় সকলের পৈতৃক ভিটাটুকু পর্য্যন্ত বিনষ্ট না করিতে, তবে কি আমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটিত। কে বলে দেবতা নাই—কে বলে ধর্ম্ম নাই—কর্ম্ম নাই—পাপ নাই—পুণ্য নাই,—কর্ম্ম ফল নাই;—তুমিই বলিতে, তুমি ব্রাহ্মণ মান নাই, সতীর সম্মান রাখ নাই—ভাল মানুষ কৃষক কুলের চক্ষুর জল দেখিয়া ভয় কর নাই,—কিন্তু এখন কি বুঝিতে

পারিতেছ না,—সব আছে। ঢিলটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়।"

হীরালাল তক্তাপোষের উপরে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল, সে ধাঁ করিয়া উঠিয়া আসিয়া স্ত্রীর বক্ষে এক ভীষণ পদাঘাত করিল, বলিল,—"তবে রে হারামজাদী তুই আমার মজা দেখছিস্, আমার এই দুঃসময়ে তুইও অবমাননা করছিস্; বেরো আমার বাড়ী থেকে, আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে—তুইও যা।"

পদাঘাতে স্ত্রীটি মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল, কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে করুণার্ত্ত স্বরে বলিল,—"আমায় মের না—আমি তোমায় ঠাট্টা করি নাই, বড় জ্বালায় জ্বালাতন হয়েই তোমাকে এ সব বলে থাকি, তোমা বই আমার উপায় নাই, তুমি আমার দেবতা—তুমি আমার সর্ব্বস্ব, কিন্তু তুমি বোঝনা, গোড়া থেকেই বোঝনি, যা বলেছি তাতেই চটে উঠেছ, মা'রে মা'রে আমার হাড় খসে গিয়েছে। খোকার শোকে বুকের পাঁজর জ্বলে গিয়েছে, ভাতের অভাবে পেটের নাড়ীগুলা পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে, অশান্তির আগুণে সমস্ত দেহ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে; আর আর সহ্য ক'রতে পারি না।"

হীরালাল ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল,—"মারবে না ওঁকে পূজো করবে, ফের যদি আমায় কোন কথা বলবি লাথিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব।"

পুত্রবধূর কান্না শুনিয়া গৃহিণী ও সীতানাথ ছুটিয়া আসিল, যদিও তাহারা নিত্য জানিত গুণধর ছেলে বধূকে মারে এবং তজ্জন্যই সে কাঁদিয়া থাকে, তথাপি আজ জিজ্ঞাসা করিল,—"বৌমা, কাঁদলে কেন মা?"

বধূ কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। বাহির হইতে কে

ডাকিল,—"হীরালাল বাবু বাড়ী আছেন, বাহিরে আসুন, বিশেষ কথা আছে।"

হীরালাল ইতস্ততঃ করিতেছিল, পুনরপি সেই কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—আসুন, শুভজনক সংবাদ আছে।

হীরালাল উঠিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে দুইজন লোক দাঁড়াইয়াছিল, একজন বলিল,—"কি, হীরালালবাবু! আমাকে চিনিতে পারেন, আমি পরাণ মণ্ডল। আপনি আমার সর্ব্বস্ব লইবার জন্ত—আমাকে পথের ভীখারী করিবার জন্ত, তিন শত টাকার ডিক্রি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আমার জমি বেচিয়া একশত টাকা আদায় করিয়া লইয়াছেন, আমি ছানি করিয়া সে টাকা ফেরৎ ও সমুদয় খরচা পাইবার ডিক্রি পাইয়াছি,—কিন্তু আপনার লইব কি, কেবল আপনার চরিত্র শোধরাইবার জন্ত আপনাকে জেলে দিব, আপনার দেহের উপর ওয়ারেণ্ট আনিয়াছি। কাজেই আপনার পক্ষে ইহা শুভজনক।"

সঙ্গের লোকটি আদালতের পদাতিক,—সে পরওয়ানা দেখাইল। পরাণ মণ্ডলের আর তিন চারিজন লোক এদিক ওদিক ছিল, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া হীরালালকে চাপিয়া ধরিল, কেহ হাতে দড়া বাঁধিল, কেহ কোমরে বাঁধিল, কেহ দুই পায়ে বাঁধিল, একজন হাতে তালি দিয়া, টিট্‌কারী করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বেশ সাজাইয়াছি বাপু, একবার নাচ ত—ধিনাক ধিনাক নাচে বাবু, ধিনাক ধিনাক নাচে। মনে পড়ে বাবু! আমার স্ত্রী বেচিয়া ডিক্রির টাকা নিয়ে বলিয়াছিলে, চলত বাপু! একবার গাঁয়ে ঘুরিয়ে আনি,. তোমার এ মূর্ত্তি দেখে গাঁর লোকের শান্তি আসুক। ইন্দুর জাতিকলে পড়েছে বাবা চল চল।"

তাহারা হীরালালের গলা ধাকা দিয়া হিড় হিড় করিয়া দড়া

ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বড় ব্যথিত-বেদনার করুণ স্বরে হীরালাল ডাকিয়া বলিল,—"বাবা! চলিলাম, পার ত খালাস করে এন।"

তাহার স্ত্রী ও মাতা এবং পিতা অতি সন্নিকটে গৃহ মধ্যে উন্মুক্ত জানেলার ধারে কাঠের পুতুলের মত এ দৃশ্য দেখিলেন। হীরালালের সেই মর্ম্মন্তুদ বাক্য কয়টী আসিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিল। বধূটি সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া ঢলিয়া পড়িল, মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—সীতানাথ উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—দাঁড়াও,—তোমরা দাঁড়াও, দোষী হীরালাল নয়; আমি। আমি পিতা হইয়া পুত্রকে সৎ শিক্ষা দিই নাই। ব্রাহ্মণের মেয়ে—আমার কুলপুরোহিতের স্ত্রী আমার ছেলের দ্বারা অবমানিত হইয়া যখন আমার দুয়ারে আসিয়া আমাকে শাসন করিতে বলিলেন, আমি তাহা করি নাই, তাই এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, আমাকে বাঁধিয়া লইয়া চল, আমি জেলে যাব, ওযে বড় সুখপালিত ছিল গো; ওযে বড় অভিমানী। হাঃ হাঃ—"বিধির মার, দুনের বার।"

গম্যমান স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া গমনে বাধা দিয়া হীরালালের মাতা বড় করুণার্ত্ত স্বরে বলিলেন,—"কোথা যাও, পাগল হইয়া পথে পথে ছুটিলে কোন কাজই হইবে না, আমাদের আর কেহ নাই, সব শত্রু, সব ছিল, সুধু ব্রহ্মশাপে আর সতীর নিগ্রহে সব ছারেখারে গিয়েছে। তুমি গেলে হয় ত তোমাকেও বেঁধে নিয়ে যাবে, ঘরে বসে ভাব, যদি কোন উপায় থাকে।

এই সময় অজ্ঞানাবস্থায় বধূ বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল,—"মার, মার; আমার বুকে লাথী মেরে যদি তোমারা এই অশান্ত জীবনে শান্তি আসে মার। তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার জীবিতেশ্বর—আমার হৃদয়েশ্বর, তবে যে বকি সে তোমারই ভালর

জন্য আর কিছু বলিব না কোথায় গেলে, আমায় ফেলে যেও না, সঙ্গে নাও আমাকে, ছেড়ে গেলে বড় কষ্ট পাব, খোঁকা ছেড়ে গিয়েছে, তোমার চরণতলে বুক পেতে পড়ে আছি। তুমি কোথা যাবে? যেও না। ফিরে এস ফিরে এস।"

হীরালাল ততক্ষণ কিন্তু সেইরূপ বন্ধনাবস্থায় গ্রাম্য রাস্তা বহিয়া চলিতেছিলেন। গ্রামের নরনারী সকলেই টিট্‌কারী দিতেছিল, কেহ বলিতেছিল,—দেখ হীরালাল মনে করে দেখ, আমার হালের গরু বেচে নিয়েছ, আমায় পথের ভীখারী করেছ। কেহ বলতেছিল আমার বাপজীকে মিছে মামলায় জেলে পুরে দিয়েছ,—বাপজী আমার বুড়ো বয়সে জেলে কত কষ্টই পাচ্চে। যাও সয়তান,—যাও পিশাচ, তুমিও যাও। কেহ বলিতেছিল,—এই দেখ পাষণ্ড রে! এই দেখ তোরই জ্বালায় আমার বাস্তভিটা উজাড় হইয়া গিয়াছে, শুধু ধূ ধূ শূন্য পড়ে আছে।

হীরালাল সে সকল শুনিতে শুনিতে ঘাড় হেট করিয়া বন্ধন অবস্থায় চার পাঁচজন লোকের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ক্রমে গ্রাম ছাড়াইয়া প্রান্তরে পড়িল, ততক্ষণ বালারুণ কিরণে দিগন্ত প্রশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃষকেরা লাঙল বলদ ও রাখালেরা গোপাল লইয়া মাঠে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রার দল

ননীলাল বাড়ী হইতে কলিকাতায় গিয়া যখন কোন চাকুরীরই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না, এবং সে যখন মনে মনে স্থির করিয়া লইল, আমার আর চাকুরী করাই বা কি জন্যে, জীবন যাহার শূন্য—গৃহ যাহার শূন্য—আত্মীয় স্বজন যাহার শূন্য, তাহার চাকুরীর চেষ্টাই বা কেন?—তবে পেট আছে, কাপড় চোপড় আছে, থাকিবার একটু স্থানেরও প্রয়োজন আছে, সেইজন্য চাকুরীর অনুসন্ধান করিতেছিলাম, কিন্তু তাহাও মিলিল না। তখন সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, সন্ন্যাসী হই। কিন্তু মনে পড়িল, আমি সন্ন্যাসী হইলেও আমার জ্বালা যাইবে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, রৌদ্র শীত বৃষ্টি এসকল সহ্য করিতে পারি, এমন কিছু শিক্ষাও করি নাই, তখন সন্ন্যাসী হওয়াও যা না হওয়াও তাই। সে কলিকাতায় ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা খুজিয়া দিবাভাগে আহার চালাইত।

এই সময় নূতনবাজারে বারোয়ারী পূজায় যাত্রা হইতেছিল। ননী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া তারপরে সুযোগ পাইয়া সে ধীরে ধীরে আসরে দলের লোকের মধ্যে গিয়া বসিল, ক্রমে তাহাদের সঙ্গে পরিচয় করিল। আর্য্যকুমারের গৃহ শিক্ষক থাকিবার সময় সে বেশ হারমোনিয়ম বাজাইতে শিখিয়াছিল, যে হারমোনিয়ম বাজাইতে ছিল হঠাৎ তাহার বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হওয়ায় সে অপর কাহাকেও হারমোনিয়ম বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিল। দলের আর কেহ বাজাইতে জানে না। আর একজন জানিত, সে আজ আর

আসে নাই। ননী দলের ওস্তাদজীর অনুমতি লইয়া হারমোনিয়ম ধরিল, এবং যে বাজাইতেছিল, সে তাহা হইতেও উত্তম বাজাইতে লাগিল, অনেকক্ষণ বাজাইল, যে বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিলেও ননী বাজাইল। কেননা ওস্তাদ বুঝিল নবাগত ব্যক্তির বাজনা খুব ভাল হইতেছে, ক্রমে গান পালা সাঙ্গ হইল, গান ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া ননী চলিয়া যাইতেছিল, তারপরে কি মনে ভাবিয়া দলের সঙ্গে তাহাদের সাজ ঘরে গেল। দলের অধিকারী ননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি কর?"

ন। কিছু করি না, জগতে আমার কোন কাজ নাই—কেহ নাই। রাস্তায় ঘুরি, যেদিন যুটে কোনদিন অতিথিশালায় একমুঠা আহার করি।

অ। তুমি ত হারমোনিয়ম বেশ বাজাইতে জান, গাহিতে পার?

ন। ভাল না, শিখিলে দোয়ারকী করিতে পারি।

অ। লেখা পড়া জান ত?

ন। কিছু জানি। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিলাম।

অ। চাকরী কর না কেন?

ন। আগে করিতাম। ভাগ্য যখন বিগড়াইয়া যায়, তখন সব দিক দিয়াই যায়। ছিলও সব, স্নেহময়ী মা ছিলেন, প্রেমময়ী স্ত্রী ছিল, চাকরী ছিল,—সব গিয়াছে। কেন গিয়াছে সে সকল জানিতে চাহিবেন না, আমার বলিয়াও ফল নাই—আপনার শুনিয়াও ফল নাই।

অ। চাকরী করিবে?

ন। কোথায়?

অ। আমার এই দলে থাক, খেতে পাবে আর আপাততঃ

মাসে গোটা চারেক টাকা পকেট খরচ পাবে। তারপরে যেমন কাজের লোক হবে সেইরূপ পাবে।

ন। না, না, আমার মাইনে বেশী দরকার নেই, টাকা আমার কি কাজে লাগবে।

অধিকারী বিবেচনা করিলেন, লোকটার মাথা ভাল নয়, কিন্তু থাক না দিনকতক, দেখা যাক কি হয়, তারপরে না হয় তাড়িয়ে দিলেই হবে।

ননী সেই হইতে যাত্রার দলে আশ্রয় লইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জজকোর্ট

বেলা বারটা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জেলার জজকোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, কালেক্টরী প্রভৃতি উন্মুক্ত দ্বার, বিচারকগণ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছেন। উকীল মোক্তার, অর্থী-প্রত্যর্থী লইয়া বাহিরে আসিতেছেন, গৃহমধ্যে যাইতেছেন, বিচার হইতেছে, ডিক্রি, ডিস্‌মিস্‌ জেল হাজত বা দিন পরিবর্ত্তন হই-তেছে, চারিদিকে কনষ্টবল ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। সঙ্গীন স্কন্ধে লইয়া শিক পাহারাওয়ালা ট্রেজারীর দ্বারে ঘুরিতেছে। বাহিরেও লোকে লোকারণ্য, খাবারওয়ালা খাবারের দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, মনোহারীর দোকান, পুস্তকের দোকান, ফিরিওয়ালা, তাও ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, বা বসিয়া বিক্রয় করিতেছে। ঝাউগাছ তলায়, বটগাছ তলায়, শিশুগাছ তলায় দলে দলে লোক পরামর্শ আটিতেছে, সাক্ষীগণ তালিম লইতেছে, মধ্যে মধ্যে

উকীল মোক্তার আসিয়া তাহাদিগকে দুই এক কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়া যাইতেছেন, কিছু কিছু উপরি রোজগারেরও চেষ্টা করিতেছেন।

সেদিন স্মৃতিরত্ন ঠাকুর কি কাজের জন্য জেলায় আসিয়াছিলেন। আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি এই সময় আদালত চত্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকগুলি লোক ও একজন ভৃত্য ছিল। ভৃত্য আসিয়াই আদালতের একটু দূরে একটা বট বৃক্ষের ছায়াতলে খুব মোটা একটা কম্বল বিছাইল। স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তাহার উপর উপবেশন কবিলেন, অার আর যাহারা সঙ্গে ছিল কতক দূরে দূরে কম্বলের আসনের আসে পাশে উপবেশন করিল, কতক মাটীতে উপবেশন করিল। ভৃত্য আসন পাতিয়া দিয়া টিকা ধরাইয়া বড় কলিকায় তামাকু সাজিল। সুন্দর একটী মাঝারী গোছের হুকায় রৌপ্যনল লাগাইয়া ঠাকুরের হাতে দিল। স্মৃতিরত্ন ধূমপান করিতে করিতে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, পার্শ্বস্থ একটা ঝাউগাছ তলায়, সেখানে দয়াল মিত্র ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অতি ম্লানমুখে জীর্ণ শরীরে কতকগুলি লোক লইয়া তাহাদিগকে কি শিখাইতেছে, তাহাদের উপর চটিয়া উঠিতেছে, আবার হাতে চাপিয়া ধরিতেছে, বিনীত করুণ স্বরে যেন কোন অনুরোধ করিতেছে। স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তাহাকে ডাকিবার জন্য ভৃতকে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই ভৃত্য তাহাকে ডাকিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল।

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর দয়াল মিত্রকে সসম্ভ্রমে ও সমাদরে পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন। তারপরে অতি মধুর ও নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিত্রজা তোমার শরীর অচল কেন হইয়াছে? দেখিলে আর চেনা যায় না, কঙ্কালসার, কালিমা মাখা, কেন এমন হইয়াছ

ভাই ? অনেকদিন তোমাকে দেখি নাই, এরূপ চেহারা হইয়াছে কেন ?"

মিত্রজা একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন,—"মাঝে বড় অসুখ করেছিল তাই অমন হয়েছে।"

স্ব। তবে এমন শরীর লইয়া এখানে আসিয়াছ কেন ? আর সত্য কথা বলিতেছি, রোগ-ক্লিষ্ট দেহ তোমার নয়। অগ্নি গর্ভ বৃক্ষ যেমন শুকাইয়া যায় তোমার দেহও তেমনই শুকাইয়াছে, তোমার শরীরের অবস্থা দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছি। যদি বাধা না থাকে, আমার নিকটে বল।

মি। লাভ ?

স্ব। আমি প্রাণপাত করিয়াও তোমার দেহ যাহাতে সারে তাহার চেষ্টা করিয়া দেখিব। আমার বিশ্বাস কোন দারুণ দুঃশ্চিন্তা অহঃরহঃ তোমাকে দগ্ধ করিয়া এরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। চিতার আগুণ হইতেও চিন্তার আগুণ ভয়ানক, চিতায় মরা পোড়ায়, আর চিন্তার আগুণে জীয়ন্ত পোড়ায়।

মি। সত্যই ধরিয়াছে ঠাকুর। কিন্তু তোমাকে বলিয়া লাভ কি। তুমিই এ শরীর নষ্ট করিবার গোড়া। তুমিই আমার মহাশত্রু,—আমি পৈতা লইয়াছি ক্ষত্রিয় হইব। দ্বাদশদিনে অশৌচ যাইবে, তুমি তাহাতে বাদ সাধিলে, তুমি ব্যবস্থা করিলে না, আমার মাতৃ শ্রাদ্ধে গেলে না, তাই আমি স্বজাতি, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছি। কিন্তু কায়স্থ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়—আমিও নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়। আমি ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি ;—তোমাকে নিপাত করিব বলিয়া শত শত বিষ-মাখা বাণ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তোমার কিছু করিতে পারি নাই। দেওয়ানি মোকর্দ্দমা করিয়া তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি।

বাস্ত ভিটা ছাড়াইয়াছি। ফৌজদারী করিয়া জেলে দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছি। কিন্তু কি জানি কোন মহাশক্তিবলে তুমি সমস্ত কাটাইয়া এখন দেশে একমাত্র নেতা হইয়াছ। আমি ক্ষত্রিয়, আমি পিছাইবার লোক নহি। যাহারা তোমার সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগের ধ্বংস করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কিন্তু পারি নাই, ক্রমে ক্রমে আমার সব গিয়াছে। বিষয় আশয় টাকাকড়ি আর নাই, এখন ঋণ করিতেছি আর মামলা মোকর্দ্দমা চালাইতেছি। নাদকুণ্ডুর অধিকাংশ লোক তোমার নব সংস্থাপিত বোধনবাড়ীতে উঠিয়া গিয়াছে। যাহারা গ্রামে আছে, তাহারা আমাকে ভাল চক্ষুতে দেখে না, ঘৃণা করে। আমিও ছাড়িব না। আমি ক্ষত্রিয়,—যতদিন শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকিবে ততদিন আমি পিছাইব না, অনবরত মামলা মোকর্দ্দমা চালাইব। এই সকল নানা কারণ ও দুঃশ্চিন্তায় শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাক ক্ষত্রিয় আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিব তাহাতে মরি আর বাঁচি।

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর বালকের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"না, না; মিত্রজা! তুমি ক্ষত্রিয় নও; যে কাজ করিতেছ, তাও ক্ষত্রিয়ের নয়।"

দয়াল মিত্র লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আবার সেই কথা! আমাকে ডাকিয়া অপমান। কি বলব স্মৃতিরত্ন ঠাকুর! যদি সময় পাই ইহার প্রতিশোধ লইব। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমাকে ক্ষত্রিয় নয় বলিবে সেই আমার শত্রু,—আমি মরিয়াও তাহার অনিষ্ট করিব।"

স্মৃতিরত্ন তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, এবং একটু বল প্রকাশে নিকটে বসাইলেন, প্রসন্ন মুখে,—প্রশান্ত স্বরে বলিলেন,—"ভায়া!

কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় কিনা, তাহা আমি জানি না, কিন্তু বর্ত্তমান কায়স্থ জাতির প্রতি চাহিয়া দেখিলে উৎকৃষ্ট শূদ্র বলিয়াই জ্ঞান হয়। ভাণ্ডারী হইতে হাইকোর্টের জজ সাহেব পর্য্যন্ত কায়স্থ চাকুরী করিতেছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে কায়স্থ সৎশূদ্র। তবে এক কথা এই, ব্রাহ্মণ-পালক কায়স্থ বটে সেইটা ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ, হইতে পারে, মুসলমান শাসনকালে কায়স্থের কাজ ফুরাইয়াছিল, ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া শূদ্রত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙলায় ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠা বিশেষ দরকার হইয়াছে, কায়স্থ জাতিরই সে দাবী অধিক; কেননা, ধনে, মানে, বিদ্যাবুদ্ধিতে কায়স্থই বাঙলার প্রধান জাতি। সামাজিক সম্মানে কায়স্থ ব্রাহ্মণেরই তুল্য, কিন্তু তুমি ক্ষত্রিয় নও মিত্রেজা, সমাজের মানুষগুলার বুকের উপর বাঁশ দিয়া দলিয়া ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না। মিথ্যা বলিয়া লোককে জেলে পাঠাইলে ক্ষত্রিয় হওয়া যায় না; বিশুদ্ধ রজোগুণ ক্ষত্রিয় জাতির। ব্রাহ্মণের চেয়েও ক্ষত্রিয় সদ্‌গুণশালী। পুরাণ পড়িয়াছ? নিমি! হরিশ্চন্দ্র, দশরথ, ভীষ্ম প্রভৃতির কথা মনে কর, যাহারা সমাজের কণ্টক বলিয়া বসুন্ধরা কষ্ট করিয়াছিলেন সেই জরাসন্ধ, শিশুপাল, কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্য্যোধন প্রভৃতির কথা মনে কর, দানে ধ্যানে সমাজরক্ষায় তাঁহারা কি ছিলেন। দেবতা—ব্রাহ্মণের চেয়ে ক্ষত্রিয় উদার মহৎ। ক্ষত্রিয় হইতে হইলে, প্রাণ বদলাইতে হইবে, মন বদলাইতে হইবে, চিত্ত বদলাইতে হইবে, বৃত্তি বদলাইতে হইবে। হও দাদা ক্ষত্রিয় হও; তোমরা ক্ষত্রিয় হও, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হোক, শূদ্র বৈশ্য হোক, পাহাড় পর্ব্বত হইতে অনার্য্য আনিয়া শিক্ষা দিয়া শূদ্র করিয়া লও। সকলে মিলিয়া স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের উন্নতি কর, দেশে শত শত শব্দে শান্তির পতাকা উড়িতে থাকুক। শ্রীভগবানের কৃপায় ভাল রাজা মিলিয়াছে—ইংরেজ জাতি তোমাদিগকে ক্রমে ক্রমে রাজকীয়

ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেছেন, আর শিক্ষা-দীক্ষায় বড় বানাইয়াছেন। আসমুদ্র-পর্ব্বত-মেখলা সমগ্র ভারতবর্ষ যেন একটি নগর বানাইয়াছেন, তাঁহাদের রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করিয়া তোমরা উন্নত হও। বর্ত্তমানে এখানে কি জন্ত আসিয়াছ ভায়া ?"

মি। আমাদের গ্রামের শ্রীকান্ত তেলিকে জান ; শালা আমাকে বড় জ্বালায়েছে। পথে ঘাটে যেখানে পায় ক্ষত্রিয় বলিয়া ঠাট্টা না করিয়া ছাড়ে না,—ইন্দুর কলে ফেলেছি শালাকে—চোর বলিয়া মামাল শুদ্ধ ধরাইয়া দিয়াছি, আজ তিন দিন হাজতে আছে। হাকিম এলেই বিচার হবে, শুনচি হাকিমের ছেলের নাকি একটু অসুখ করেছে, তাই আসতে বেলা হচ্চে।

স্ব। এই কি তোমার ক্ষত্রিয়ের কাজ হয়েছে ভায়া! সে লোকটা সদা প্রসন্ন—সদা রহস্যশীল, সে কখনই চোর নয়, নিশ্চয়ই তুমি ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে জেলে দিতে বসিয়াছ।

দয়াল মিত্র পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল—"ছাড় হাকিম আসছে, আগেই পুলিশ চালানি মোকর্দ্দমার বিচার হবে, আমি যাই।"

স্মৃতিরত্ন তাহার হাত ছাড়িয়া দিলেন সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। স্মৃতিরত্ন ম্লানমুখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হায়, বাঙ্গলার জল বায়ু ; তুমি এতই খারাপ হইয়া গিয়াছ যে, এখানকার সন্ন্যাসী মহান্তও ক্ষুদ্রপ্রাণ—আমিত্বের মার্কা মারা।"

ত্র:য় বিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত

বেলা অপরাহ্ন, চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। কাছারী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহারা মামলা মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, তাহারা প্রায় সব আসিয়া সরাইয়ে আশ্রয় লইয়াছে, কাগজ পত্রাদি আপন আপন বাসায় সাবধান করিয়া রাখিয়া কেহ কেহ রাত্রের আহার্য্য ক্রয় করিবার জন্য বাজারে যাইতেছে, কেহ জলযোগের জন্য খাবারের দোকানে যাইতেছে, কেহ কাপড় জুতা ফল মুল বা অপর কোন দ্রব্য কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে বলিয়া সেই সকল দোকানাভিমুখে গমন করিতেছে, কেহ কেহ বা সন্ধ্যার সুবিমল বায়ু সেবনের জন্য রাস্তা বহিয়া মাঠের অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে।

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর একখানি নামাবলি গায়ে দিয়া চটিজুতা পায়ে দিয়া রাস্তা বহিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, সঙ্গে তিন চারিজন লোক ছিল। কিয়দ্দুর যাইয়া রাস্তার ধারে ইন্দারার কোলে গালে হাত দিয়া বসিয়া মিত্রজা মহাশয়কে অতি ক্ষুণ্নমনে চিন্তা করিতে দেখিলেন। তিনি ত্বরিতপদে যাইয়া সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিত্রজা,—ভায়া! এমন অবস্থায় বসিয়া কি চিন্তা করিতেছ? তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, বিশেষ ভাবেই বিপন্ন হইয়াছ, আমার কাছে মিথ্যা বলিওনা, কোন কথা চাপিয়া যাইওনা,—আমি জেলে তোমার মিত্র নহি। আমি ব্রাহ্মণ,—জগতেরই মিত্র ব্রাহ্মণ কাহারও ইষ্ট বই অনিষ্ট করে না; বল তোমার কি হইয়াছে।"

মি। কেন তুমি আমার মিত্র হইবে, আমি তোমার শত্রু, আমি

তোমার অনিষ্ট করিয়াছি—তোমাকে ভিটাচ্যুত করিয়াছি, তোমার পুত্র মরিলে শ্মশানের ধূয়ার গন্ধ তোমার গা হইতে না যাইতেই তোমাকে পথে দাঁড় করাইয়াছি আর তুমি আমার মিত্র হইবে?

স্ম। বল তুমি কি হইয়াছে বল? সাধ্য থাকিলে প্রাণপণে তোমার উপকার করিব।

মি। তখন যে চুরি মোকর্দ্দমার কথা বলিয়াছিলাম, পুলিশ আগেই মোকর্দ্দমা মিথ্যা, পুলিশ-হয়রানি বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছিল, এখানেও সাক্ষী গুজরাইতে পারি নাই। হাকিম আমাকে ভুলো এগার ধারায় অভিযুক্ত করিয়া, অপর হাকিমের এজলাসে বিচারার্থ সমার্পণ করিয়াছেন। কল্য সেখানে হাজির হইতে হইবে। হয় জামীন হবে নয় হাজত হবে, কিন্তু আমার সঙ্গে একটিও টাকা নাই। সঙ্গে নাই কি বাড়ীতেও নাই—সব গিয়াছে, এখন জেলে চলিলাম।

দয়াল মিত্রের চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিল।

স্মৃতিরত্ন অতি সমাদরে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন, বলিলেন,—"ভয় নাই ভায়া! আমি তোমাকে রক্ষা করিব। চৌধুরী সাহেবের যোগ্রনবাড়ীর ধন ভাণ্ডার বিপন্নের রক্ষা করিতে সদা উন্মুক্ত, আর আমি তাঁহার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ঐ কার্য্যের জন্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া থাকি। তিনি ক্ষত্রিয় আমি ব্রাহ্মণ।"

দয়াল মিত্র দম ধরিয়া থাকিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, তারপরে একটি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"হাঁ, এতদিনে বুঝিলাম, কাহাকে ক্ষত্রিয়, আর কাহাকে ব্রাহ্মণ বলে। শাসন পালন উভয়ই যে করে, সেই ক্ষত্রিয় আর শুধু ত্যাগ শিক্ষা দেয় যে, সেই ব্রাহ্মণ। আমি তোমার উপর আত্ম-নির্ভর করিলাম যা ইচ্ছা কর ঠাকুর। এবার উদ্ধার হইতে পারিলে তোমার অনুগত থাকিয়া ক্ষত্রিয় হইতে চেষ্টা করিব।"

স্ম। শুনিলাম মুনসেফ বাবুর বাসায় যাত্রা হইতেছে চল যাই শুনিয়া আসি।

দয়াল মিত্র বিনা বাক্যব্যয়ে স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দুর যাইয়া দেখেন তাঁহাদের আগে আগে রাস্তা বহিয়া চাঁদের হাটের সীতানাথ বসু চলিয়াছে, তাহার বেশভূষা প্রায় উন্মাদের মত বোধ হইল, সারাদিন কিছু খায় নাই, গতি ধীর ও স্খলিত। তাঁহারা যেদিকে যাইতেছেন, সীতানাথও রাস্তা বহিয়া সেইদিকে চলিয়াছে। কাজেই তাঁহারা যে পশ্চাতে আসিতেছেন, সে তাহা দেখিতে পায় নাই। আপন মনেই বল্‌তে বল্‌তে চলিয়াছে,—রাম শোকে রাজা দশরথ মল, হীরের শোকে আমি মলাম না কেন? সে আমার জেলে গিয়েছে, টাকার জন্য জেলে গেল, কেউ টাকা দিলে না। শুনেছি মোগলবাড়ীর চৌধুরী সাহেব বিপন্নের রক্ষা কর্ত্তা; বিপদে পড়ে তাঁর দুয়ারে গেলে তিনি রক্ষা করে থাকেন কিন্তু আমার দুই শালা শত্রু সেখানে আছে। এক ন্যাপলা আর দয়াপে। তারা হাসে,—নয় তামাসা করে, তাও সইতে পারি, গোবরে পোকায় দাঁত মুচকায় ঐ ঘিন্নায় মরি। তাই যেতে পারি না—প্রাণে সহ্য হয় না, বিষয় বিক্রয় করে টাকা এনেছি, তাও তাদের দিকে তাকাতে পারিনি, যখন তাকাইয়াছি, তখনই বোধ হইয়াছে, যেন তাহারা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আমাদের মর্ম্মভেদের চেষ্টা করেছে। এখানে এসে চেষ্টা ক'রলাম কোথাও বিন্দুমাত্রও সাহায্য নাই,—আন টাকা, ঢাল টাকা, চেষ্টা দেখা যাবে। সকলেরই মুখে এই বুলি। হায়, টাকা যদি থাকত, তবে বাছা কি আমার জেলে যেত, হতভাগিনী বৌমা আমার সেই যে সেদিন মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়েছিল,—জ্ঞান হ'য়েছে কিন্ত আর উঠলনা, সেই থেকে অল্প অল্প জ্বর হচ্চে আর অল্প অল্প

কাসি, হীরের মাত কাঠ হয়ে গেল। কি হ'ল—কোথায় যাই, জগৎ আগুণের গড় হ'য়ে উঠেছে।"

স্মৃতিরত্ন ঠাকুর কথাগুলা শুনিলেন, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। দ্রুতপদে গিয়া সীতানাথ বসুর হাত চাপিয়া ধরিলেন। সীতানাথ চমকাইয়া উঠিল,—মুখের দিকে চাহিয়া উন্মাদের স্বরে বলিল,—"তুমিও কি ঠাকুর! দেনার দায়ে আমাকে জেলে দিতে এসেছ চল; হীরে দেনার দায়ে জেলে, আমি মুক্ত হাওয়ায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি সেকি ভাল হ'চ্চে! বাপ-বেটায় পরামর্শ করে কাজ করেছি—এক হ'য়ে দানব সেজেছি—উভয়ে গরীবের বুকে পাথর দিয়ে দলেছি,—সে জেলে পচবে, আমি বাহিরের হাওয়ায় ঘুরব কেন! চল—জেলে যাই।"

স্মৃতিরত্ন উদার বিনীত মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"না ভাই! আমি তোমাকে জেলে দিতে আসি নাই। মানুষ হইয়া মানুষকে জেলে দেয়; তেমন মানুষ জগতে না থাকাই ভাল। তবে দস্যু তস্কর প্রভৃতির কথা সতন্ত্র। তোমার ছেলে দেনার দায়ে জেলে গিয়েছে, আমি শুনি নাই, আমার মনিব তেমন নন। কেহ বিপদে পড়িলে তিনি সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কর দেনা; কত টাকার দেনা বল,' আমি সন্ধ্যার পরেই খালাসের ব্যবস্থা করব এবং কালই সে খালাস হবে তাকে নিয়ে বাড়ী যেও।"

সীতানাথ হাত ছিনাইয়া লইয়া স্মৃতিরত্নের পায়ের উপর লুটিয়া পড়িল।

নেপাল মণ্ডল ' পশ্চাতে ছিল সে ঘুরিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিয়া বলিল,—"এই সীতানাথ বোস, আর এর ছেলে সেই হীরে,—"এরাই" দুই সয়তানে ননি ঠাকুরের সর্ব্বনাশ করেছে

আর গাঁশুদ্দু লোককে হেজমত দিয়েছে। এরা সয়তান, সয়তানের শাস্তি হওয়াই উচিত।"

স্মৃতিরত্ন মধুর স্বরে বলিলেন,—"পাপের শাস্তি দিতে ভগবানই ব্যবস্থা করেছেন, যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায়, কিন্তু মানুষকে তার জন্য চেষ্টা করিতে নাই। বিপন্নের উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য।"

সীতানাথ ধৃত হস্ত টানিয়া লইয়া স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের পায়ের উপর লুটিয়া পড়িল, ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বাষ্পাবরুদ্ধস্বরে পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"ঠাকুর আজ আমাকে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করলে, আজ হ'তে বিপন্নের রক্ষা করব—ভাল মন্দ বিচার করব না। নিজের জেদ পূর্ণ করতে লোককে বিপন্ন করায় যথেষ্ট ফল পেয়েছি, হু হু করা দুপুরে দাবানলে কেবল পুড়চি, তোমায় ছুঁয়াতেও যেন আমার বুকের মাঝে কে শান্তির জলধারা ঢেলে দিয়েছে।"

স্মৃতিরত্ন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

নাটমন্দির

বোধনবাড়ী যাত্রা হইবে। বহির্ব্বাটীতে তিনদিন ধরিয়া নাটমন্দির সাজান হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি, তসবীর চেয়ার, বেঞ্চ এবং শতরঞ্চি, চাদর, গোলাপদান, রূপার পিচকারী, গোলাপ জল, বরফ, সোডাওয়াটার প্রভৃতি বহুল আসিয়াছে। নাটমন্দিরে বাঁধা আসর হইয়াছে, কাচাধার রক্ষিত আলোকমালা সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত পতাকা

স্তম্ভ গাত্রে প্রোথিত হইয়াছে, মৃদু মরুত সংস্পর্শে তাহারা হেলিতেছে দুলিতেছে নড়িতেছে,—জ্ঞান হইতেছে যেন তাহারা দর্শক ও শ্রোতাদিগকে সাদর অভর্থনা করিতেছে। সমস্ত বোগ্রমবাড়ী গ্রামখানি সেদিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং দীপমালা শোভিত হইয়াছে। পত্রপুষ্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের মালায় বিপণি, গৃহস্থের পুরোদ্বার এবং রাস্তার দুইধার সাজান হইয়াছে—"বোধ হইতেছে আজ যেন কোন মহা আনন্দোৎসবে বোগ্রমবাড়ী উন্মত্ত হইবে। কে জানে একটা যেড়ান যাত্রার দলের গান হইবে তাহার জন্ম এত আয়োজন কেন? চারিদিক দিয়া রচা কথার সৃষ্টি হইয়া গ্রামময় ছাইয়া পড়িয়াছে। কেহ বলিতেছে স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের কোন এক নূতন মতলব পাচার হইবে। কেহ বলিতেছে নাদকুণ্ডু চাঁদের হাট, এবং আসপাশের গ্রামগুলির জমিদারী সত্ব খরিদ করা হইয়াছে, তাহারই উৎসব হইতেছে। কোন কোন ভবিষ্যৎ রচয়িতা ভবিষ্যৎবাণী রটাইয়া প্রচার করিয়াছেন—চৌধুরী সাহেব কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ সন্ধ্যার পর আসিবেন, কেহ আবার তাহার প্রতিবাদ করিয়া অন্য রকম প্রচার করিতেছেন, বলিতেছেন তিনি কতবার আসিয়াছেন, এত ধূমধাম কখনও হইয়াছে কি? তিনি আসিবেন, বেগম সাহেবা আসিবেন, আর সঙ্গে আসিবেন তাঁহার শ্বশুর নয় বড় শালা। নইলে কি এত সাজান হয়। কেহ কেহ বলিতেছে আর কিছু নয়, কালেক্টর সাহেব আসিবেন, কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে শুনেছি চৌধুরী সাহেবের বড় ভাব ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্মৃতিরত্ন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিন্তু কেহ কোন খোলা উত্তর পায় নাই। তিনি হাসিয়া প্রতিউত্তরের কার্য্য শেষ করিয়াছেন।

রাত্রি দশটার পর যাত্রা আরম্ভ হইবে, বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রোতাগণ আসিয়া স্থানাধিকার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল—কেবল কাল মাথার ঠাসা ঠাসি মিশামিশি। নূতন জমীদার চৌধুরী সাহেবের বাড়ী যাত্রা হইবে। পান তামাক মিষ্টান্ন ও জল বিতরণ হইবে, গোলাপ জলের সুগন্ধে সকলকে আকুল করা হইবে। কাজেই গ্রাম সমূহ হইতে সমস্ত লোকই গান শুনিতে আসিয়াছিল, এবং তত উদ্যোগ আয়োজনে কি ব্যাপার হয় জানিবার কৌতূহলও সকলের মনে জাগিয়া বসিয়াছিল। বৈকালে যাত্রার দল আসিয়াছে, যে দলের গান মুনসেফ বাবুর বাসায় হইয়াছিল, স্মৃতিরত্ন ঠাকুর সেই দলের বায়না করিয়া আসিয়াছিলেন। দলটি নিতান্ত মন্দ নয়, কিন্তু পাড়াগেঁয়ে এবং নূতন। তাহারা অল্প টাকায় গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় গাহিয়া বেড়াইতেছিল। স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তিন রাত্রি গাহিবার জন্ত বায়না করিয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন আসিয়া প্রোগ্রাম ছড়ান হইয়াছে, সীতা-হরণ পালা হইবে। আসর দেখিয়া দলের অধিকারী মহাশয়ের এবং দলস্থ সকলের প্রাণ চমকাইয়া গিয়াছিল। এমন সাজান—এত লোকের মধ্যে গাওয়া তাদের কখনও অভ্যাস ছিল না। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অনেক ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া এবং পরদিবস কিছু "হরির লুঠের" প্রলোভন হরি ঠাকুরকে দেখাইয়া অধিকারীর অনুমত্যনুসারে আসরে নামিল, এবং আখড়াই বাজাইয়া, আখড়াই গান গাহিয়া পালা আরম্ভ করিল। পালা আরম্ভ হইল, সূর্পনখার রাম দর্শন হইতে ক্রমে দৃশ্যের পর দৃশ্য গীত হইয়া গেল। মায়া মৃগের সহিত রামচন্দ্র গহনারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষণ মায়া মৃগের করুণাহ্বানে সেখানে গমন করিলেন; কুটীরে থাকিলেন একমাত্র সীতা,—

এই সময় রাবণ আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

যাত্রা বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রামের অভিনয়ে সকলেই শত বাহবা দিতেছিল, কিন্তু অধিকারী বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—যে রাম সাজিয়া গান জমাইয়া তুলিয়াছিল, হঠাৎ তাহার সর্দ্দিগর্ম্মি হইল, তাহার উত্থানশক্তি রহিল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় ছিল না—পালাটাও নূতন, দলে লোকও কম, কাজেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, পালার অর্দ্ধেক গাওয়া হইয়া উঠিল, এখন মূল বক্তার অভাব ঘটিল, কি করেন ভাবিয়া চিন্তিয়া অধিকারী মহাশয় পাগলের মত হইয়া গেলেন, আর তিলার্দ্ধ সময় নাই, রামকে এখনই শূন্য কুটীরে ফিরিতে হইবে, এখনই বক্তৃতা করিতে হইবে, বক্তৃতার একবর্ণও দলের অপর লোকের মুখস্থ নাই। একটি লোক সে দলে নূতন আসিয়াছিল, সে তেমন বক্তার নহে,—গায়কও নহে। হারমোনিয়ম বাজাইতে জানিত, আর কলিকাতার বড় দলে ছিল বলিয়া পাড়াগেঁয়ে দলের অধিকারী তাঁহাকে রাখিয়াছিলেন,—সে ননী ঠাকুর। ননীলাল এখন গাঁজা খাইতে খুব পরিপক্ক হইয়াছে, আফিংও চলে। খানিক আগে আফিং খাইয়াছেন, এখন তাহার ক্রিয়া প্রকাশে বেশ ঝিম দিতেছিল। মাথায় একখানা চাদর জড়াইয়া নটীর মত হইয়া সাজ ঘরের দাবার একপ্রান্তে বসিয়া 'খলো' হুঁকায় তামাকু সাজিয়া টানিতেছিল, আর অধিকারীর আকুল আর্ত্তনাদ শুনিতেছিল। এতক্ষণে সে বলিল,—"অত ব্যাকুল হবেন না। আমি রামের অভিনয় করিব।"

অ। তুমি;—তুমি কি পার? তোমার ত মুখস্থ নাই। ভাল-মন্দ চুলোয় যাক্।

ন। হাঁ আমি মুখস্থ করিয়াছি। কেন করিয়াছি বলিতে পারি না,—শূন্য কুটীর হইতে সুগ্রীবের সহিত মিলন পর্য্যন্ত আমার বড় ভাল লাগিয়াছে; তাই যখন শশিভূষণ ঐ পাঠ মুখস্থ করিত, ভাব ভঙ্গীর অভিনয় করিত; আমিও মুখস্থ করিতাম, তার ভঙ্গির অনুকরণ করিতাম। কতদিন রাস্তায় বাহির হইয়া তন্ময়ভাবে সে অভিনয় করিয়াছি। বুঝি আমার প্রাণের মর্ম্মত্বকে তেমনই বেদনা হাহাকার লিপ্ত আছে বলিয়া সে কথা-গুলা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে, এবং যখনই অভিনয় করি, চক্ষুর জল টানিয়া আনে।

অধিকারী শুনিলেন দল হইতে রামের আহ্বান সূচক বংশী-ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতেছে। তিনি ননীকে সাজিয়া শীঘ্র আসরে যাইবার অনুমতি করিয়া ত্বরিতগমনে নিজে চলিয়া গেলেন, এবং দলে গিয়া নাচিয়ে বালক তুলিয়া দিয়া সময় লইতে লাগিলেন। ননী রাম সাজিল, নিজের অবস্থা আগা গোড়া স্মরণ করিতে করিতে দলের মধ্যে চলিয়া গেল। এইটুকু যাইতে যাইতেই তাহার মর্ম্মত্বক হইতে পত্নীহরণের বিয়োগ-ব্যথা জাগিয়া বসিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যাত্রাভঙ্গ

কুটীরশূন্য, সীতা নাই।—কোথায় গেলে, আমি যে তোমায় না দেখিয়া একদণ্ডও থাকিতে পারি না। কোন্ রাক্ষস—কোন্ দানব আমার বক্ষবিচ্যুত করিয়া আমার বুকে ছুরি বসাইয়া

আমার হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া লইয়া গেল গো;—আমি ক্ষুদ্র বনবাসী। আমার উপরে এ দানবীয় অত্যাচার কেন? সীতা—সীতা; আমি যে কখনও গলায় মালা পরি নাই—পাছে তোমার বক্ষে আমার বক্ষে তফাৎ হয় বলিয়া, এখন হয়ত তোমার আমার মধ্যস্থলে কত গ্রাম—কত পাহাড়,—কত নদ—কত নদী। এস সীতা, এস প্রিয়তম,—এস কাঙ্গালের নিধি। একবার দেখে যাও।"

কথাগুলি যেন অন্তরের রক্তরাগ দিয়া মাখা হইয়া বাহির হইতেছিল। সে কথা শ্রবণে—সে হাবভাব দর্শনে, সকলেই কাঁদিতে লাগিল, সকলেই কাঠের পুতুলের মত শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিল। আর দুইজন দ্বিতলের উপরে যবনিকার অন্তরালে বসিয়া সে কথায় বড় কাঁদিতেছিলেন। তারপরে সে চির-পরিচিত স্বর শুনিয়া পর্দ্দার ছিদ্র পথ দিয়া সে মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার একজন বৃদ্ধা ও একজন যুবতী।

যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা বড় আকুল বচনে অনন্তশ্রুত স্বরে বলিলেন,—"তুই কি চিনেছিস্ মা?"

যুবতী আঁচলে চখের জল মুছিয়া ধরা গলায় ভরা আওয়াজে বলিল,—"চিনেছি। কিন্তু ভয় হইতেছে মা। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না সত্য। আমার বোধ হইতেছে, অভাগিনীর কপাল এত সুপ্রসন্ন নয়। ইহা বাস্তব জগতের দৃশ্য নয়।"

চ। না, মা, সত্য! আমার চোখ এড়াইতে পারিবে না। শরীরের অবস্থা যেমনই হোক, সাজ পোষাক যেমনই হোক, আমারই বুকের ধন।

এই সময় স্মৃতিরত্ন ঠাকুর সিঁড়ির মুখে আসিয়া ডাকিলেন,—"মা আছ গো।"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

স্ব। যে রামের অভিনয় করিতেছে তাহাকে চিনিয়াছেন কি?

বৃ। হাঁ, চিনিয়াছি। আমার বুকের ধন আমি চিনিতে পারিব না, কিন্তু এ কাঙ্গালিনীর অদৃষ্টে সত্যই কি এতে সুখ উপস্থিত হবে বাবা?

স্ব। হাঁ। সে দিবস জেলার মুনসেফ বাবুর বাসায় গান শুনিতে গিয়া নেপাল মণ্ডল উহাকে চিনিতে পারে। হঠাৎ তখন কি বলিয়া পরিচয় দিব, বা ডাকিলে আসিবেন কিনা বলিয়া তখন পরিচয় দেই নাই বা কোন কথা বলি নাই, বাড়ী আসিয়া তোমাদের নিকটও বলি নাই, কারণ তোমরা নিজে চিনিতে পার কিনা তাই দল বায়না করিয়া আসিয়াছিলাম।

বৃ। গান ভাঙ্গিয়া দাও বাবা, আমার বুকের ধন বুকে এনে দাও বাবা। বড় কষ্টের বৌমা আমার তার পতি ধন প্রাপ্ত হোক।

স্ব। আর ভয় নাই, অত উতলা হয়োনা, যাত্রা ভেঙ্গে যাক, সব ব্যবস্থা আমি করব। তাড়াতাড়িতে কিছু গোলোযোগ ঘটিতে পারে।

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন, উদাস-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্মৃতিরত্নের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার কি গোলমাল বাবা? আমার এ সুখের স্বপ্ন রাজ্য কি আবার দানবে কেড়ে নেবে—আবার কি সেই রকম হাহাকার করে ফিরতে হবে?"

স্ব। না, মা, তত কিছু নয়। তবে ননীকে তোমাদের প্রথম হইতে অবস্থা গুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, তারপরে মিলন। সে কাল সকালে।

বৃ। তাই হবে বাবা, কিন্তু তোমার ভরসাই সব আর যেন চলে যায় না। আর যেন অভাগিনীর বুকে পুত্রহারা আগুণ জ্বলে উঠে না।

স্ম। না, না, কোন ভয় নাই, বৌমাকেও স্থির হতে বলগে, কাল সকালে ননী ঘরে ফিরিবে এবং বোম্বেনবাড়ীর সমস্ত প্রাসাদগুলি মিলনানন্দের মধুর হাসিতে প্রতিধ্বনিত হইবে।

স্মৃতিরত্ন চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা ছুটিয়া গিয়া অদূরস্থিতা পুত্র-বধূর কাছে বসিয়া পড়িয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"শুনেছিস্ মা?"

কাঠের পুতুলে যন্ত্রচালিত হইয়া যেমন ঘাড় নাড়ে, তেমনি করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বধূ বলিল,—"শুনেছি।"

আমাদিগকে বোধ হয় আর বলিতে হইবে না, বৃদ্ধা, ননীর মা, আর যুবতী ননীর স্ত্রী।"

সুগ্রীব মিলনের পূর্ব্বেই স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের অনুজ্ঞায় যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শ্রোতাগণ রামের অভিনয়ে অত্যন্ত প্রীত হইয়া ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিয়া গেল। চাঁদের হাটের দুই একজন বলিল,—"আমাদের গাঁর সেই ননী ঠাকুর না?" কেহ বলিল,—"হাঁ।" কেহ বলিল,—"না।"

শাশুড়ী ও বধূর সে রাত্রে নিদ্রা হয় নাই।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

মিলন

প্রভাতের তরুণ-তপন যখন রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া পূর্ব্বাকাশে কেবল উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় ননিঠাকুর বাবুদের বড় দিঘী হইতে স্নান করিয়া আসিয়া যাত্রার দলের দোরস্ত মাফিক চুল আঁচড়াইয়া মুখ মুছিয়া "চাল-জল" খাইয়া গাঁজা খাইতে বসিয়াছিল, তখন তথায় অধিকারী মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন এবং প্রফুল্ল মুখে আনন্দ-গদগদ স্বরে বলিলেন,—"ঠাকুর! কাল আমার যে রকম মুখ রাখিয়াছিলে তা আর কি বলিব। তুমি যে এত ভাল অভিনয় করিবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজ হতে তোমার সাত টাকা মাসিক মাইনে ও প্রথম শ্রেণীর লোকের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হ'বে।"

ননি মৃদু হাসিল মাত্র সে কথার কোন উত্তর দিল না। বোধ হইল,—সে তখন গাঁজার ধূয়ায় ও অন্য কোন চিন্তায় চিত্তবিন্যস্ত করিয়াছিল।

অধিকারী চলিয়া গেলেন। ইহার একটু পরেই নেপাল মণ্ডল তথায় আসিয়া দর্শন দান দিল। ননি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, চক্ষু মুদিত করিতে যাইতেছিল। নেপাল সেলাম জানাইয়া বলিল,—"আমায় চিন্‌তে পার দাঠাকুর! আমি তোমার পুরাণ প্রজা নেপাল মণ্ডল।"

ন। নেপাল,—নেপাল! কেন দেখা দিলে—কেন আবার ক্ষত স্থানে লবণের কাটি দিয়া জ্বালাইতে এলে। আমাদের চাঁদের হাটের মাঠে বোগ্রুমবাড়ী নগর ব'সেছে তা জানলে, আমি

আসতাম না। আমি ভেবেছিলাম বোগ্রনবাড়ী কোথায় না কোথায়। আমি আমার সাধন কুটীরে শ্মশান দৃশ্য দেখিতে এখন আর সক্ষম নহি, নেপাল! গাঁজা খাই; পথে পথে ঘুরে বেড়াই; তুমি আমায় কি করে চিন্‌লে?

নে। আমি তোমায় ছোটটি থেকে দেখেছি, আমি তোমায় চিনেছি জেলার মুন্‌সফ বাবুর বাসায় গানের দিন।

ন। মার কোন খবর পাওনি নেপাল?

নে। হ্যাঁ পেয়েচি। আমার সঙ্গে আসুন; সব কথা বল্‌ব।

"হতভা—" ননি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব হইল, কোন কথাও বলিল না, উঠিলও না।

নে। এস, দাঠাকুর! তোমার জন্যে এই বাড়ীর ম্যানেজার স্মৃতিরত্ন ঠাকুর অপেক্ষা কর্‌চেন। তাঁরও নাকি অনেক কথা আছে।

ন। স্মৃতিরত্ন কে?

নে। নাদকুণ্ডুর,—নামটা কি আমার মনে আসছেনা।

ন। ওঃ, মনে হ'য়েছে। তিনি কোথায় আছেন?

নে। এই বাড়ীর ম্যানেজার তিনি।

ন। নেপাল,—নেপাল! আমার মার কোন খবর থাকে তবে বল?

নে। স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের কাছে সব শুন্‌তে পাবে—এস।

কল চলিত পুতুলের ন্যায় ননি উঠিয়া নেপালের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তখন গাঁজার নেশাটা বেস ঘোরাল হইয়া জমিয়া উঠিয়াছিল। বহির্ব্বাটীর এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে এক ফরাসের উপর একটা তাকিয়া বুকে দিয়া স্মৃতিরত্ন ঠাকুর ননির আগমন প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। ননি উপস্থিত হইলে অতি সাদর আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমায় কি চিনিতে পার; ননিবাবু ?"

ননি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফরাসের এক কোণে জড়সড় ভাবে বসিয়া পড়িল এবং সঙ্কুচিত ভাবে বলিল,—"আপনি আমাকে বাবু বলিবেন না, দাস হীন দরিদ্র পথের কাঙাল, পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিতেছি. আপনি নাকি আমার মার খবর জানেন ?"

স্ম। হাঁ জানি,—সকলেরই খবর জানি।

ননির প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সকলেরই খবর! তবে কি, হতভাগিনী চপলার খবরও জানেন সেকি আমার এখনও অনাঘ্রাত পুষ্পেরমত পবিত্র ভাবে জীবিত আছে ? কিন্তু তাহার সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না সে অতি কাতর স্বরে বলিল,— "মা, কোথায় আছে বলিয়া দিন, আমি এখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

স্ম। তিনি এই বাড়ীতেই আছেন।

ন। এই বাড়ীতেই ? এ যে শুনিয়াছি করিম বক্স চৌধুরীর বাড়ী।

স্মৃতিরত্ন মৃদু হাসিয়া বলিল,—"না, মুসলমান বাড়ী নহে। ননিলাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।"

ননিলাল অবাক হইয়া স্মৃতিরত্ন ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। স্মৃতিরত্ন বলিলেন,—'তোমার মা, ও সতীসাধ্বী স্ত্রী এই বাড়ীতেই আছেন। করিম বক্স এই নাম মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। চল বাড়ীর মধ্যে চল। মা ও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

ননির বুঝি তখন কোন জ্ঞানই ছিল না। স্মৃতিরত্ন ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন।

বাড়ীর মধ্যে যাইতেই ননির মাতা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে ছুটিয়া আসিয়া ননিকে চাপিয়া ধরিলেন এবং মিলনানন্দের অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আয় বাবা,—"অন্ধের নড়ি, কতদিন ও চাঁদ-বদন দেখিনি—কতদিন মা বলা বুলি শুনিনি।"

ননি মায়ের চরণতলে লুঠিয়া পড়িল।

স্মৃতিরত্ন সরিয়া গেলেন, চপলারই মত চপলা ছুটীয়া আসিয়া স্বামীর পা চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে বুঝি চরণ ধৌতের চেষ্টা করিয়া, বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল,—"আমাদের ভুলে কোথায় ছিলে? তোমার মা যে তোমার জন্যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছেন।"

ননি অনেকক্ষণ অবাক হইয়া থাকিল, তারপরে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। ননির স্ত্রী একটু সরিয়া গেল, ননির মাতা ননিরই পার্শ্বে বসিয়া তাহার মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন।

ননি গা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, এ বাড়ী কার?"

ন-মা। তোমার।

ন। মিছে কথা; করিম বক্স চৌধুরীর।

ন-মা। না, বাবা! উহাই মিছে কথা। করিম বক্স চৌধুরী বলিয়া কোন লোক নাই।

ন। তবে?

ন-মা। অনেক কথা।

এই সময় তথায় স্মৃতিরত্ন ঠাকুর,নেপাল মণ্ডল ও দরাপ খাঁ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ননির স্ত্রী তথা হইতে চলিয়া গেল।